DIALOGUES

ON

GEOGRAPHY, ASTRONOMY, &c.

ভূগোল এবং জ্যোতিষ্

ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন।

DIALOGUES

ON

GEOGRAPHY, ASTRONOMY, &c.

FOR THE USE OF SCHOOLS.

SECOND EDITION.

ভূগোল এবং জ্যোতিষ্

ইত্যাদি বিষয়ক কথোপকথন।

পাঠশালার উপকারার্থে।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটীর দ্বারা দ্বিতীয় বার ছাপা হইল।
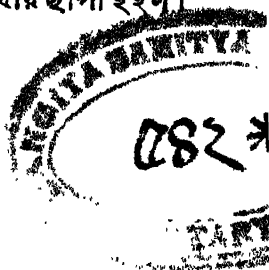
Calcutta:

PRINTED AT THE SCHOOL-BOOK SOCIETY'S PRESS, AND SOLD AT THE DEPOSITORY, CIRCULAR ROAD.

1827.

নির্ঘণ্ট।

১ ভাগ।

পৃথিবীর সংক্ষেপ বিবরণ।

২ ভাগ।

কলিকাতা কোর্ট ভুক্ত জেলার বিষয়।

৩ ভাগ।

ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ কোর্ট ভুক্ত জেলার বিষয়।

নির্ঘণ্ট।

৪ ভাগ।

প্রাচীন ইতিহাসের বিবরণ।

৫ ভাগ।

ইউরপ ও আফ্রিকা ও আমেরিকা পৃথিবীর এই তিন ভাগের বৃত্তান্ত।

৬ ভাগ।

জ্যোতিষের বিস্তারিত কথা।

ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ক

কথোপকথন।

১ প্রথম ভাগ।

১ পাঠ।

পৃথিবীর আকার এবং পরিমাণের বিবরণ।

নিত্যানন্দ পরমানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, ও হে ভাই পরমানন্দ, এই পৃথিবীর বিবরণ তোমার ঠাঁই কিছুং শুনিতে বাঞ্ছা করি, যদি বলিতে পার, তবে অনুগ্রহ করিয়া ক্রমেং আমাকে বুঝাইয়া দেও। ইহার মধ্যে আগে এই জিজ্ঞাসা করি, যে পৃথিবীর আকার কেমন?

পরমানন্দ বলিতেছেন, তবে শুন, পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে গোল নয়, ফলতঃ উত্তর দক্ষিণাংশে কিঞ্চিৎ চাপা আছে, তাহার একটা দৃষ্টান্ত স্থূল বাতাবি লেবু; যেমন তাহার বোঁটার নিকট ও নীচে কিঞ্চিৎ নিম্ন থাকে, পৃথিবীর আকার ও তেমনি জানিবা।

নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবীর আকার যে গোল ইহার প্রমাণ কি?

পরমানন্দ। বলি শুন, তিন শত বৎসর গত হইল, স্পেন দেশহইতে মাগেল্লান নামে এক সাহেব জাহাজ খুলিয়া ক্রমে পূর্ব্ব মুখেই চলিয়া গিয়াছিলেন, এই রূপে চলিতেং ১১২৪ এগার শত চব্বিশ দিনে ঐ জাহাজ পৃথিবী বেষ্টন করিয়া পনর্ব্বার স্বদেশে আসিয়াছিল। তাহার পর ইংরাজ লোকেরা

ও অন্যং ইউরপীয় অনেকে, কেহ বা পূর্ব্ব মুখে কেহ বা পশ্চিম মুখে, অনবরত জাহাজ চালাইয়া পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। আর ৬০ যাইট বৎসর হইল মহাখ্যাত্যাপন্ন কাপ্তেন কুক্ সাহেব দুই তিন বার পৃথিবীমণ্ডল বেষ্টন করিয়াছিলেন। এইক্ষণে পৃথিবীমণ্ডল ঘুরিয়া আসা এমন সুগম হইয়াছে, যে বাণিজ্যের জাহাজ ৯ মাসের মধ্যে পৃথিবীকে এক বার বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। অতএব পৃথিবী যদি গোল না হইত, তবে জাহাজ না ফিরাইলে লোকেরা কোন প্রকারে স্বদেশে আসিতে পারিত না।

দ্বিতীয় প্রমাণ, সমুদ্রের মধ্যে অতিদূরহইতে যখন কোন জাহাজ নিকট আইসে তখন লোকেরা প্রথমে জাহাজের সর্ব্বাবয়ব দেখিতে না পাইয়া কেবল মাস্তুলের আগা দেখিতে পায়, তাহার পর যত নিকটে আসিতে থাকে ততই ক্রমেং জাহাজের তলা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়; এবং জাহাজের লোকেরাও যখন তীরহইতে অতিদূরে থাকে, তখন প্রথমে কেবল তীরের উচ্চ ভূমি দেখিতে পায়, ক্রমেতে যত নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ততই গাছ পালা ও ঘর দ্বার এবং মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সমস্ত দেখিতে পায়। আর যেমন সমুদ্রকে গোল দেখা যায়, পৃথিবীকে তেমন গোল দেখা যায় না; তাহার কারণ এই, যে পৃথিবীর উপরে গাছ পালা পর্ব্বত ইত্যাদি অনেক ব্যবধান আছে, এই সকল গোল দর্শনের প্রতিবন্ধক, ঐ প্রতিবন্ধক না থাকিলে পৃথিবীর আকৃতি যে গোল ইহা অনায়াসে দেখা যাইত। ইহার সাক্ষী দেখ; উত্তর অঞ্চলে তাতার নামে এক দেশ আছে, তাহাতে গাছ পালা পর্ব্বতাদি নাই, সেখানে অতিদূরে এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির দেখিতে হইলে প্রথমে তাহার মস্তক দেখিতে পায়, পশ্চাৎ যত

নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে ক্রমেং ততই স্কন্ধ বুক এবং পা পর্য্যন্ত দেখিতে পায়; এই অনুভবেও জানা যায়, যে পৃথিবী গোল।

তৃতীয়, পৃথিবী যে গোল ইহার আরও একটা প্রমাণ দেই, শুন। গতি বিশেষেতে পৃথিবী যখন চন্দ্র সূর্য্যের মধ্যখানে অবস্থিতি করে, তখন পৃথিবীর ছায়া গোলাকারে চন্দ্রে লাগে, তাহাতে চন্দ্রগ্রহণ হয়; বিবেচনা করিয়া দেখ, পৃথিবীর আকার যদি গোল না হইত, তবে ঐ ছায়া গোলভাবে পড়িত না। আর পর্ব্বত ইত্যাদিকে উচ্চ দেখিয়া এবং জল হ্রদাদিকে নীচ দেখিয়া যদি কেহ কহে, যে পৃথিবী গোল নহে, তাহার উত্তর এই, বাতাবী লেবুর গায়েতে কিঞ্চিৎ উচ্চ নীচ থাকিলেও যেমন তাহাকে গোল বলে, তেমনি পৃথিবীতে পর্ব্বতাদি থাকিলেও গোল বলিতে হয়; ইহার প্রমাণ এই। দেখ, পৃথিবীতে যত পর্ব্বত আছে তাহার মধ্যে হিমালয়হইতে কোন পর্ব্বত উচ্চ নহে, ঐ হিমালয়ের উচ্চতার পরিমাণ ৫ পাঁচ ক্রোশ, কিন্তু পৃথিবীর বিস্তার ৭০০০ সাত সহস্র ক্রোশ, তদপেক্ষায় ঐ পর্ব্বত ১৪০০ চৌদ্দ শত গুণ ছোট।

চতুর্থ, এতদ্দেশীয় প্রধানং জ্যোতির্গ্রন্থ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি এই সকল গ্রন্থে কহিয়াছেন, যে পৃথিবী কদম্ব পুষ্পের মত গোলাকৃতি; এ কথা ইউরপীয় জ্যোতির্ব্বেত্তাদের গ্রন্থের কথার সঙ্গেও মিলে, এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধও বটে, যে হেতুক এ সকল গ্রন্থ পাঠেতে জ্যোতির্ব্বেত্তারা গ্রহণ ইত্যাদি স্থির করিয়া আকাশে যাহাং হইবে, তাহা আগে পঞ্জিকাতে লিখিয়া প্রত্যক্ষে ফল প্রকাশ করেন; অতএব বুঝা যায়, যে পৃথিবীর আকার গোল বিনা অন্য প্রকার নয়।

নিত্যানন্দ। ও হে, সে এমনিই বটে, তাহা বিলক্ষণ বুঝিলাম, এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে পৃথিবীর পরিমাণ কত?

পরমানন্দ। ভাল, তাহাও বলি শুন, পৃথিবীর বেষ্টন ২১৮৭৫ ক্রোশ, ও তাহার বিস্তার ৭০০০ ক্রোশ। কোন গোলাকার বস্তুর বিস্তার যত বড় হয় তাহার তিন গুণের কিঞ্চিৎ অধিক তাহার বেষ্টন অর্থাৎ বেড় হয়; সেই প্রমাণে ভূগোলের বিস্তার ৭০০০ ক্রোশ হইলে তাহার বেড় ত্রিগুণ হইতে কিছু অধিক ২১৮৭৫ ক্রোশ পরিমাণ করা গিয়াছে। পূর্ব্বে লেখা গিয়াছে, যে পৃথিবী গোল বটে, কিন্তু উত্তর দক্ষিণাংশে কিছু চাপা আছে, কেননা উত্তরাংশ অবধি দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত যে বিস্তার তদপেক্ষায় পূর্ব্বাং-শাবধি পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত যে বিস্তার সে ২৩ ক্রোশ বড়, যে হেতুক উত্তর দক্ষিণের বিস্তার ৬৮৭৫ ক্রোশ, পূর্ব্ব পশ্চিমের বিস্তার ৬৮৯৮ ক্রোশ। ইউরপীয় রাজারা ইহার পরিমাণ জানিবার নিমিত্তে গণনার ফল মিলাইতে বড়২ বিজ্ঞ লোককে অন্যং প্রদেশের পণ্ডিতদের কাছে পাঠাইয়াছিলেন, তাঁহারা ঐক্য হইয়া গণিয়া এই ফল স্থির করিয়াছেন।

নিত্যানন্দ। ও হে ভাই, জগতের আকার ও পরিমাণের বিষয় যে বলিলা তাহা শুনিয়া তুষ্ট হইলাম, এবং সে সকল সপ্রমাণ বটে তাহাও জানিলাম। ভালং ইহাতে তোমার আর কোন কথা আছে কি না?

পরমানন্দ। না হে, ইহাতে আর এমন অধিক কথা কিছু নাই, কেবল এই মাত্র একটি কথা আছে, যে ঈশ্বরের কি প্রকার অসীম গুণ তাহা যেন মনে করি, কেন না যাহাতে অনায়াসে ঋতু ভেদ ও দিবা রাত্রি ভেদ হইতেছে, তিনি যে এপ্রকার পৃথিবীকে গোলাকার করিয়া শূন্যে রাখিয়াছেন, এমন কি আর কাহারও বুদ্ধিতে উপস্থিত হয়।

ক্লাসের পড়ুয়াদের পাঠ পড়া সমাপ্ত হইলে কি প্রকারে অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে হয় তাহার এক দৃষ্টান্ত।

জিজ্ঞাসা। এই যে পাঠ পড়া গেল এ কোন বিষয় ?

উঃ। পৃথিবীর আকার ও পরিমাণের বিষয়।

জিঃ। পৃথিবীর আকার কেমন ?

উঃ। তাহার আকার গোল।

জিঃ। ভাল পৃথিবী যে গোল ইহার প্রমাণ কি ?

উঃ। প্রমাণ এই, যে নাবিকেরা এক মুখে জাহাজ চালাইয়া পৃথিবী বেষ্টন করিয়া আসিতেছে।

জিঃ। অন্য প্রমাণ কিছু বলিতে পার ?

উঃ। হাঁ, তাহার আর এক প্রমাণ এই, যে যখন জাহাজ আসিতে থাকে তখন প্রথমে দূর হইতে তাহার সকল অবয়ব দেখা না গিয়া আগে মাস্তুলের আগা মাত্র দেখা যায়; ক্রমেতে যত চলিয়া আসিতে থাকে ততই সকল অবয়ব দেখা যায়।

জিঃ। তৃতীয় প্রমাণ কিছু দিতে পার ?

উঃ। তৃতীয় প্রমাণ এই, যে পৃথিবীর ছায়া যখন চন্দ্রে লাগে তখন ঐ ছায়ার আকার গোল দেখা যায়।

জিঃ। পৃথিবীর গোলাকারের চতুর্থ আর কোন প্রমাণ আছে ?

উঃ। হাঁ, তাহাও বলি শুন। চতুর্থ মাণ এই, যে জ্যোতির্বেত্তারা লিখেন যে পৃথিবীর আকার গোল, এবং ঐ গোলাকার ধরিয়া গণনাক্রমে তাঁহারা গ্রহণ ইত্যাদি যে লিখেন সে তেমনি ঘটে।

২ পাঠ।

পৃথিবীর জল স্থলের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। তুমি যে উপদেশ দিতেছ তাহা যথার্থ মানিলাম, এখন এই পৃথিবী জল স্থলময় ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, অতএব এ দুইয়ের কিছু২ বিশেষ বিবরণ তোমার ঠাঁই শুনিতে বাঞ্ছা করি।

পরমানন্দ। তবে শুন ভাই, সৃষ্টিকর্ত্তার বুদ্ধির প্রভাবে স্থলের ভাগ অপেক্ষা জলের ভাগ অধিক; ফলতঃ পৃথিবীর স্থল জল ভাগ করিতে গেলে, দুই ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্রথমে জলের বিশেষ বিবরণ বলি শুন। জলাশয় সকলের এই সকল বিশেষ২ নাম আছে; মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, অখাত, হ্রদ, মোহানা, নদী, ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ। ভাল ভাই, মহাসাগর কাহাকে বলে তাহা বল দেখি?

পরমানন্দ। যে সাগরেতে পৃথিবী মণ্ডল বেষ্টিত আছে তাহাকে মহাসাগর বলে। ঐ মহাসাগর তিনটা আছে, ইংরাজী ভাষাতে ক্রমে তিনের নাম, আট্লাণ্টিক্ ও পাসিফিক্ ও হিন্দী বলে। আট্লাণ্টিক মহাসাগর হিন্দুস্থানের পশ্চিম দিকে, তাহার পরিসর ৩০০০ ক্রোশ। পাসিফিক্ মহাসাগর হিন্দুস্থানের পূর্ব্ব দিকে, সে অন্য২ মহাসাগর অপেক্ষায় এমনি বড়, যে সে প্রায় পৃথিবী মণ্ডলের অর্দ্ধেক ভাগ যুড়িয়া আছে। হিন্দী অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় মহাসাগর সে ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশে আছে, কিন্তু আর দুই মহাসাগর অপেক্ষায় এ মহাসাগর ছোট।

নিত্যানন্দ। তবে এইক্ষণে সাগরের বিবরণ বল শুনি?

পরমানন্দ। বলি শুন, মহাসাগরের সঙ্গে যাহার প্রবল প্রবাহ

আছে ও যে প্রায় স্থলেতে ঘেরা তাহার নাম সাগর; ঐসাগর কিছু ছোট হইলে তাহাকে উপসাগর বলে; এতদ্ভিন্ন আরও অতি বড়২ যে হ্রদ সকল আছে তাহাকেও সাগর বলা যায়। আসিয়ার মধ্যে সেই প্রকার তিন সাগর আছে, ইংরাজী ভাষায় ঐ তিনের নাম এই২, কাস্পিয়েন্, এবং আরাল, ও বাইকাল। এই কাস্পিয়েন্ সাগর হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিমাংশে আছে, সে লম্বায় ৩০০ ক্রোশ, এবং চৌড়ায় কোন খানে ৮০ ক্রোশের কম নয়, এবং ১৬০ ক্রোশের অধিক নয়, তাহার সঙ্গে অনেক নদনদীর মিলন আছে। এই কাস্পিয়েন্ সাগরের পূর্ব্বদিকে ১০০ ক্রোশান্তে আরাল সাগর, সে দীর্ঘে ২০০ ক্রোশ, এবং চৌড়া ৬০ ক্রোশ, ইহাতে অনেক নদী আসিয়া মিলিয়াছে। বাইকাল সাগর শিবির দেশে আছে, সে লম্বা ৩০০ ক্রোশ, চৌড়া ৩২ ক্রোশের অধিক নয়।

নিত্যানন্দ। ভাল, এ সকল সমূদ্রের জল কি প্রকার?

পরমানন্দ। সমূদ্রের জল এমনি লোণা, যে এক সের জল জ্বাল দিলে আধপোয়া লবণ পাওয়া যায়।

নিত্যানন্দ। ভাল; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সাগরের জল যে লোণা ইহাতে কি উপকার হয়?

পরমানন্দ। ইহাতে অনেক২ উপকার দর্শে, যদি সাগরের জল এমন লোণা না হইত তবে অন্ধ পুষ্করিণীর জলের মত সকল জলই পচিয়া দুর্গন্ধ হইত, আর জলের যত মৎস্য তাহা অতি শীঘ্র মরিয়া যাইত। আর লোণা জলে অধিক ভার সহে, অর্থাৎ লোণা জলেতে একখানি নৌকার ডালি সমান বোঝাই দিলে সে নৌকা স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, কিন্তু মিঠানি জলে তেমন করিয়া লইয়া যাইতে হইলে দশ হাত না যাইতে২ অমনি হঠাৎ ডুবিয়া পড়ে; কেননা মিঠানি জল তরল এ জন্যে বড় ভার সহিতে পারে না; ইহার এই একটা

প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলি শুন, যে মিঠানি জলে কোন একটা পক্ষির ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, অমনি শীঘ্র ডুবিয়া যাইবে, আর সেই জলেতে খানিক লবণ মিশাইয়া সেই ডিম্ব ফেলিয়া দেখ, কখন ডুবিবে না, ভাসিবে।

নিত্যানন্দ। ভাল, পৃথিবী মণ্ডলের যে এত ভাগ জল ইহাতেইবা কি উপকার? তাহা আমাকে বুঝাইয়া দেও।

পরমানন্দ। ইহাতে উপকার এই, তাহারি কতক জল সূর্য্য তেজে ঊর্দ্ধ আকৃষ্ট হইয়া মেঘের সৃষ্টি হয়, সেই মেঘ বায়ুতে চালন করিয়া নিয়া নানা স্থানে ফেলে, তাহাতে সর্ব্ব দেশে বৃষ্টি হয়। আর যখন বাতাসে মেঘ উড়াইয়া লইয়া যায়, তখন পর্ব্বত সকল উচ্চ এই জন্যে মেঘ গিয়া তাহাতে বদ্ধ হয়; সেই নিমিত্তে পর্ব্বতে বৃষ্টি অধিক হয়, ও শিশির অধিক পড়ে। সেই বৃষ্টির জলেতে পর্ব্বতহইতে নদী বাহির হয়, ক্রমেতে নদী সকলের বৃদ্ধি হওয়াতে খাল সকল পূরিয়া উঠে, তাহাতে জীব সকলের উপকারের সীমা নাই। আরও দেখ, সাগরের উপর দিয়া যাতায়াত থাকাতে অশেষ বিশেষে সকল দেশের বৃত্তান্ত জানা যায়, ও তাহাতে নানা বাণিজ্য চলে। এ রূপ অনেক প্রকারে লোকদের অনেকং উপকার হয়।

নিত্যানন্দ। ও হে ভাই, তুমি যে প্রকার বুঝাইলা ইহাতে চরিতার্থ হইলাম। আর পূর্ব্বে যে আমার যথেষ্ট অবিবেচনা ছিল তাহাও মাতায় করিয়া মানিয়া লইলাম। আহা! ঈশ্বরের বুদ্ধিতে আর মানুষের বুদ্ধিতে যে কত তন্তর তাহাও এখন বুঝিতে পারিলাম। এখন জিজ্ঞাসা করি, অখাত কাহাকে বলে?

পরমানন্দ। মহাসাগরহইতে নির্গত এবং প্রায় উপসাগরের সমান, আর তাহার মুখ ও বড় ফলাও, এমন যে কোন প্রবল

খাল বিশেষ তাহাকে অখাত বলে। ভারতবর্ষে যেং অখাত আছে তাহার মধ্যে বাঙ্গলার অখাত প্রধান, সে দক্ষিণ উত্তরে লম্বা সহস্র ক্রোশ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে চৌড়া কোনখানে বার শত ক্রোশ। হিন্দী মহাসাগরের সঙ্গে তাহার সংযোগ আছে। ঐ অখাত দিয়া সকল জাহাজ কলিকাতায় যাতায়াত করে, আর যে সকল জাহাজ চীন দেশে যায় তাহারা ঐ অখাত ছাড়িয়া বাম দিকে পূর্ব্ব মুখে যায়। ঐ অখাত হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম সীমা; তাহার উত্তরে বঙ্গ দেশ এবং পশ্চিমে মান্দরাজ, দক্ষিণ পশ্চিম কোণে লঙ্কা দ্বীপ; আর গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, গোদাবরী, কৃষ্ণা, ও অন্যং অনেক ক্ষুদ্র নদ আসিয়া ঐ অখাতে পড়ে।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে এইক্ষণে হ্রদের বিষয় বল, শুনি।

পরমানন্দ। যে জল চতুর্দ্দিকে স্থলেতে ঘেরা এবং যাহার সঙ্গে সমুদ্রের যোগ না থাকে, তাহাকে হ্রদ বলে; সে সরোবরের মত, কিন্তু মানুষের কাটা নয়। উত্তর আমেরিকাতে বড়ং অনেক হ্রদ আছে; তাহার মধ্যে সুপীরিয়র নামে প্রধান এক হ্রদ আছে; তাহাকে একবার বেষ্টন করিয়া আসিতে হইলে ১৪০০ ক্রোশ ঘুরিয়া আসিতে হয়। এবং তাহার সঙ্গে আরও দুই হ্রদ প্রায় সংলগ্ন আছে; সে দুই হ্রদও সামান্য নয়, প্রায় ঐ সুপীরিয়র হ্রদের সমান। তথাতে এই তিনটা ছাড়া আরও দুইটা হ্রদ আছে; তাহার মধ্যে একের নাম অন্তেরিও, অন্যের নাম হুরণ হ্রদ; এই দুই হ্রদের উত্তর অঞ্চলে ইংরাজের অধিকার, দক্ষিণ মারাকার অধিকার। হ্রদ মানুষের পক্ষে বড় উপকারক; কারণ হিম প্রধানক দেশে হ্রদে উপর দিয়া ধূমাকার যে বাষ্প নির্গত হয় সে কিছু উষ্ণ, তাহার উষ্ণতাতে হিমের কিছু হ্রাস হয়, এবং গ্রীষ্ম প্রধানক দেশে তাহার উপর দিয়া যে বাষ্প উঠে তাহাতে মেঘ জন্মিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করে, সেই বৃষ্টিতে যথেষ্ট শস্য জন্মে।

নিত্যানন্দ। মোহানা কাহাকে বলে?

পরমানন্দ। পরিসরেতে কিছু খাট এবং যাহার দ্বারা এক সাগর অন্য সাগরের সঙ্গে মিলে, তাহাকে মোহানা বলে। যে মোহানার ব্যবধানেতে আশিয়া ও আমেরিকা ভিন্নং হইয়া আছে সে বড় আশ্চর্য্য; কেননা আশিয়া ও আমেরিকাতে দক্ষিণ অঞ্চলে ১৭০০০ ক্রোশ অন্তর, আরবার ঐ মোহানার কোন খানে এমন যে ঐ দুই দেশেতে কেবল ৩৪ ক্রোশ অন্তরে; ইহার কারণ এই, আমেরিকা দেশ পর্ব্বহইতে আর আশিয়া দেশ পশ্চিমহইতে ক্রমেতে উত্তরে বেঁকিয়া গিয়াছে। ইংরাজী ১৭২৮ শালে দিনামার্ক দেশের বেরিং সাহেব প্রথমে ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপ্তেন কুক্ সাহেব যাবৎ সেখানে না গিয়াছিলেন, তাবৎ সেখানকার বিষয় কেহ কিছু স্থির করিতে পারেন নাই; ৫০ বৎসর হইল ঐ কাপ্তেন কুক্ সাহেব অনেক অনুসন্ধান করিয়া ঐ মোহানার সবিশেষ তাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার নাম বেরিং মোহানা রাখিয়াছেন।

নিত্যানন্দ। ভাল, মোহানার বৃত্তান্ত শুনিলাম, এইক্ষণে নদীর বিবরণ কিছুং প্রকাশ করিয়া বল।

পরমানন্দ। তবে তাহাও কিছু শুন। যে স্রোতের জল কোনো দেশহইতে আসিয়া হ্রদে কিম্বা সমুদ্রে পড়ে, তাহার নাম নদী; আর যে জল ঐ নদীতে আসিয়া লয় পায় তাহাকে বলে উপনদী। আসিয়া দেশের মধ্যে এই সকল প্রধান নদী; চীন দেশে কিয়াঙ্গ ও হোয়ানহো; আর তাতার দেশে লীনা, ও যেনিসী, ও অব, এ সকল নদী গঙ্গা ও বৃহ্মপুত্রহইতে বড়। আমেরিকাতেও আর চারিটা প্রধান নদী আছে; সে কএকটাই প্রায় এক ঠাঁইহইতে বাহির হইয়াছে; এবং ঐ সকল নদীর মধ্যে কোন নদী এমন নাই যে ১৮০০ ক্রোশ লম্বা নয়; কিন্তু আমাজন নামে যে নদী সে সর্ব্বাক্ষেপায় প্রধান, কেননা যেখানহইতে বাহির হইয়াছে সেখানহইতে গিয়া মহাসাগরে মিলিয়াছে, সে ২১০০ ক্রোশ।

৩ পাঠ।

পৃথিবীর স্থলের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, সাগর ইত্যাদি জলের বিবরণ কথা শুনিয়া পরম তুষ্ট হইলাম, এই ক্ষণে স্থলের বিষয় কিছু বল, শুনি।

পরমানন্দ। তবে বলি শুন, তাহার বিশেষ২ নাম এই২, মহাদ্বীপ, দ্বীপ, প্রায়দ্বীপ, ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ। মহাদ্বীপ কাহাকে বলে?

পরমানন্দ। যে স্থলেতে অনেক২ দেশ থাকে, এবং মধ্যখানে সমুদ্র ব্যবধান না থাকে, তাহার নাম মহাদ্বীপ। এই পৃথিবী মণ্ডলেতে দুই মহাদ্বীপ আছে; তাহার একের নাম পুরাতন মহাদ্বীপ, ও দ্বিতীয়ের নাম নূতন মহাদ্বীপ; ইহার মধ্যে পুরাতন মহাদ্বীপে ইউরপ ও আশিয়া ও আফ্রিকা এই তিন খণ্ড আছে, আর নূতন মহাদ্বীপে কেবল আমেরিকা দেশ আছে।

নিত্যানন্দ। ভাল, ঐ যে দুইটা মহাদ্বীপের বিবরণ বলিলেন, ইহার মধ্যে পুরাতন ও নূতন এমন বিশেষ নাম কেন?

পরমানন্দ। ইহার কারণ শুন, ঐ প্রথম মহাদ্বীপস্থ লোকদেরই পুর্ব্বাপর পরস্পর জানা শুনা ছিল, এবং ব্যবসায় বাণিজ্য চলিত, অতএব সে দ্বীপ পুরাতন হইয়াছে। আর দ্বিতীয় মহাদ্বীপের নাম যে নূতন মহাদ্বীপ, তাহার বীজ এই; ইংরাজী ১৪৯২ সালে জিনোআ দেশের কলম্বস নামে ইউরপীয় এক ব্যক্তি অনুমানদ্বারা স্থির করিয়া প্রথমে ঐ মহাদ্বীপের সন্ধান প্রকাশ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার পূর্ব্বে সে দ্বীপ কেহ দেখে নাই, এবং জানিত না, সুতরাং তদ্দ্বীপস্থ লোকদের সঙ্গে বাণিজ্যাদিও ছিল না, এই জন্যে ঐ দ্বীপের নাম নূতন মহাদ্বীপ হইল।

নিত্যানন্দ। তবে দ্বীপ কাহাকে বলা যাইবে?

পরমানন্দ। পৃথিবীর যে স্থলভাগ চারিদিকে জলেতে বেষ্টিত আছে, তাহার নাম দ্বীপ; যেমন ইংলণ্ড ও লঙ্কা ইত্যাদি; এমত ছাড়া আর যে সকল ছোটং দ্বীপ আছে তাহাকে উপদ্বীপ বলে। জগত্সৃষ্টি সময়ে কতগুলি দ্বীপ ও উপদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছিল; কিন্তু তাহার পরও মহাসাগরেতে ভূমি কম্পদ্বারা অগ্নি এবং কীট দ্বারা অনেক উপদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে; সেই যে কীটগুলি দেখি-তে অতি ক্ষুদ্রং কিন্তু তাহাদের শক্তির বিষয় আর কি বলিব? সমুদ্রের মধ্যে থাকিয়া জলের নীচে অবধি আরম্ভ করিয়া উপরে যতদূর পর্য্যন্ত জল পায় ততদূর পর্য্যন্ত পর্ব্বতাকার উচ্চ ঢিবি করি-য়া তোলে, তাহার পর যখন আর উপরে জল না পায়, তখন ঐ ঢিবিকে বিস্তারিত করিতে থাকে। ঐ কীট যে ঢিবি বানায় তাহার গড়ন ঠিক যেন ফুল বাগীচার ন্যায় লোকদের দৃষ্টি গোচর হয়; আর ক্রমেতে পাতরের ন্যায় শক্ত হইয়া উঠিতে থাকে, তাহার নাম লোকে করাল বলে। ঐ ঢিবি জলের সঙ্গে সমান হইয়া উঠিলে সমুদ্রচর পক্ষি সকল গিয়া তাহার উপরে বসে, এবং মলত্যাগ করে; সেই মলের সঙ্গে নানা জাতীয় ফলের বীজ পড়ে, সেই বীজেতে ঐ স্থানে নানা বিধ গাছ জন্মে; ঐ সকল গাছ বড় হইয়া আরবার তাহার অনেকং বীজ পড়িয়া ক্রমেতে যথেষ্ট গাছ পালা হইয়া উঠে, এই রূপে গাছেতে ঐ দ্বীপ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। পাসিফিক্ নামে মহাসমুদ্র মধ্যে যেং উপদ্বীপ আছে, সে সকল প্রায় ঐ কীটেতে নির্ম্মাণ হইয়াছে।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, তুমি যে কথা বলিলা তাহা শুনিয়া বড় আশ্চর্য্য বোধ হইল, আহা ঈশ্বরের কর্ম্ম কিবা চমৎকার; দেখ

দেখি, লক্ষ২ মানুষের যে কর্ম্ম করিবার শক্তি নাই, কতক গুলি কীটেতে সে কর্ম্ম করে, এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! ভাল, তবে আর এক টা কথা জিজ্ঞাসা করি, প্রায়দ্বীপ কাহাকে বলে?

পরমানন্দ। যে দ্বীপ জলেতে প্রায় বেষ্টিত থাকে, কিন্তু মহা-দ্বীপ কিম্বা দ্বীপের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অংশে সংযুক্ত থাকে, তাহার নাম প্রায়দ্বীপ। ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল একটা বড় প্রায়দ্বীপ আছে, তাহার নাম মালাকা প্রায়দ্বীপ; সেখানে মালাকা নামে একটা প্রধান নগর আছে।

নিত্যানন্দ। ভাল ভাই, পৃথিবীর আরও যদি কোন ভাগের বিষয় থাকে, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহাও বিশেষ করিয়া বলিতে আজ্ঞা হউক।

পরমানন্দ। আরও আছে, বলিতেছি, স্থির হইয়া শুন। মহাদ্বীপা-দিহইতে বাহির হইয়া যে ভূমিখণ্ড সমুদ্রাদির মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছে, এবং ক্রমেই কম পরিসর হইয়া আছে, তাহার নাম অন্ত-রীপ। যেমন হিন্দুস্থানের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপ, যাহার নাম কুমারিকা খণ্ড। পৃথিবীতে যত অন্তরীপ আছে, তাহার মধ্যে বাঙ্গা-লার পশ্চিম আফ্রিকা দেশে অতি প্রসিদ্ধ একটা অন্তরীপ আছে, ইংরাজী ভাষায় যাহাকে কেপ্ বলে। এই যত জাহাজ আইসে দে-খিতে পাও, সে সকল ঐ অন্তরীপ ঘুচিয়া ইংগ্লণ্ডহইতে বাঙ্গালায় আইসে। পূর্ব্বে ইউরপীয় নাবিকেরা ঐ অন্তরীপের পথ জ্ঞাত না হওয়াতে পারশ্ব ও আরব সাগর বাহিয়া আগমন করিয়া আসিয়া, দেশস্থ লোকদের সঙ্গে বাণিজ্যাদি করিত; কিন্তু ৩৩০ বৎসর হইল, প্রথমে পোর্ত্তুগীশেরা তাহার সন্ধান বাহির করিয়া-ছিল; তদনন্তর তাবৎ ইউরপীয়েরাই জানিতে পাইলেন, এবং ঐ পথে যাতায়াত করিতে লাগিলেন।

নিত্যানন্দ। এ গুলা ছাড়া আর ভূমিখণ্ড বিশেষ আছে?

পরমানন্দ। আছে, তাহার একটার বিবরণ বলি, শুন। জাঙ্গালের ন্যায় অল্প পরিসর ভূখণ্ডের দুই দ্বীপের দুই মুড়া যদি সংযুক্ত থাকে, তবে সেই জাঙ্গালের ন্যায় ভূমিখণ্ডকে ডমরুমধ্য বলে। যে মহাদ্বীপে ইউরপ ও আসিয়া দেশ আছে, সেই মহাদ্বীপেতে আফ্রিকা দেশও আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যখানে আফ্রিকার মিলন করায়, এমন একটা ডমরুমধ্য আছে, এই হেতুক ঐ তিন দেশকে এক মহাদ্বীপে গণা যায়। যদি ঐ ডমরুমধ্য না থাকিত, তবে আফ্রিকা ভিন্ন এক মহাদ্বীপ হইত; কারণ আফ্রিকার আর চারিদিক্ সমুদ্রে বেষ্টিত আছে। ঐ ডমরুমধ্য কেবল পঞ্চাশ ক্রোশ পরিসর, এবং সে ইউরপ ও আফ্রিকার মধ্যস্থিত সাগরহইতে আরব সাগরকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে; ঐ ডমরুমধ্যকে কাটিয়া ঐ দুই সাগরকে একত্র করিবার জন্যে অনেকে চেষ্টা করিয়াছিল, এবং মিসর দেশের এক রাজার আজ্ঞাতে এক লক্ষ লোক আসিয়া ঐ স্থান কাটিতে আরম্ভ করিয়া কাটিতেং মরিয়া গিয়াছে। যদি ঐ ডমরুমধ্যটা কাটা যাইত, তবে অনেকের অতি সুগম হইত; বোধ হয় ওটা কাটা যায় না, কেননা সে বালুকাময় ভূমি; যত দূর কাটিয়া প্রস্তুত করে বাতাসে বালি উড়িয়া পুনর্ব্বার অতিশীঘ্র তত দূর পূরিয়া উঠে।

---

৪ পাঠ।

পৃথিবীর চারি খণ্ডের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই পরমানন্দ, এইক্ষণে তোমাকে এই জিজ্ঞাসা করি, যে পৃথিবীর কয় ভাগ আছে?

পরমানন্দ। পৃথিবীর চারি ভাগ আছে; ইংরাজী ভাষাতে ঐ সকল ভাগের নাম এই২, ১ ইউরপ, ২ আসিয়া, ৩ আফ্রিকা, ৪ আমেরিকা। পূর্ব্বে কহা গিয়াছে, যে প্রথম তিনটাতে এক মহাদ্বীপ; আর চতুর্থ আমেরিকা সে স্বতন্ত্র এক মহাদ্বীপ।

নিত্যানন্দ। ভাল, ঐ প্রত্যেক ভাগেতে স্থান কি সমান?

পরমানন্দ। না, সমান হইবে কেন? ইতর বিশেষ আছে, তাহা বলি শুন। ইউরপ যে এক ভাগ সে ষোল আনার মধ্যে দুই আনা, আসিয়া পাঁচ আনা, আফ্রিকা সাড়ে তিন আনা, আমেরিকা সাড়ে পাঁচ আনা। কিন্তু ইউরপ ও আসিয়াতে আফ্রিকা ও আমেরিকা-হইতে তের গুণ লোক অধিক; ইহার বীজ এই, অনুমানে বুঝা যায় যে আফ্রিকা দেশ প্রায় বালুকাময় প্রযুক্ত তথাতে শস্য অল্প জন্মে; এ জন্যে লোকসংখ্যা কম। আর ইউরপ আসিয়া আফ্রিকাহইতে আমেরিয়া এক সমুদ্র পারে, এ জন্যে সহজে সেখানে লোকের যাইবার যোত্র ছিল না, সুতরাং লোক অল্প।

নিত্যানন্দ। এখন জিজ্ঞাসা করি, সমুদয় ভাগে কত লোক আছে?

পরমানন্দ। অনুমান হয় পৃথিবীতে সমুদয়ে সাত অর্ব্বুদ অর্থাৎ সত্তর কোটি লোক আছে, তাহার বিশেষ এই; আশিয়াতে পঞ্চাশ কোটি, আফ্রিকায় তিন কোটি, আমেরিকায় দুই কোটি, ইউরপে পোনের কোটি; এই সংখ্যানুসারে সমুদয়েতে পৃথিবীর মধ্যে সাত অর্ব্বুদ লোক আছে।

নিত্যানন্দ। ভাল, এখন একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু সমান কি না? অর্থাৎ যত মরে ততই কি জন্মে?

পরমানন্দ। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় মনুষ্যের জন্ম মৃত্যু প্রায় সমান; এ দেশেতে ইহার বড় একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না; কিন্তু ইংলণ্ড দেশে রাজাজ্ঞাতে লোকে বৎসরের মধ্যে কত লোক মরে ও কত বা জন্মে ইহার একখানা হিসাব রাখিয়া থাকে, এই জন্যে নিশ্চয় পাওয়া যায়; সেই দৃষ্টান্তে জানা যায়, যে পৃথিবীর লোকের জন্ম মৃত্যু প্রায় সমান; আর যত লোক এই পৃথিবীর আছে, ইহার তিন গুণ অধিক হইলেও তাহাদিগের আহারাদি স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে, এত সামগ্রী এই পৃথিবীতে জন্মিতে পারে।

নিত্যানন্দ। ভাল, আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীলোক ও পুরুষ এ দুই কি সমান জন্মে?

পরমানন্দ। স্ত্রীলোক অপেক্ষায় পুরুষ কিছু অধিক জন্মে, অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষ সাধারণ ধরিতে গেলে ২৫ জনের মধ্যে এক জন পুরুষ বাড়া হয়, তথাপি এ জগতে স্ত্রীপুরুষ কাযেং সমান হইয়া উঠে।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, পৃথিবীর খণ্ডং ভাগ আর লোক সংখ্যার কথা শুনিয়া আপ্যায়িত হইলাম, এক্ষণে ঐ সকল লোক কোনং মতে চলে, অনুগ্রহ করিয়া তাহা কিছু বল, দেখি শুনি।

পরমানন্দ। তবে অবধান কর; এই পৃথিবীতে প্রধান চারি মত আছে সে এই২, ১ য়িহূদী, ২ খ্রীষ্টিয়ান, ৩ মুসলমান, ৪ দেবপূজক। য়িহূদীরা বাইবেল শাস্ত্রের আদি পুস্তক মানে। খ্রীষ্টিয়ানেরা সমুদয় বাইবেল শাস্ত্রকে মানে। মোছলমানেরা কোরাণ শাস্ত্র মানে। দেবপূজকেরা দেবতাকে পূজা করে। তাহাদের অনেক মত আছে, প্রথম বৌদ্ধমত, সিংহলীয়েরা বুদ্ধ নামে এক দেবতার পূজা

করে, ঐ বুদ্ধকে বুহ্ম দেশের লোকেরা গোদামা নামে ও চীন দেশী-য়েরা ফো নামে ও জাপান দেশীয়েরা শাখা নামে পূজা করে। দ্বিতীয় হিন্দুদের মত, হিন্দু লোকেরা নানা দেব দেবীর পূজা করে। তৃতীয় চীন, ভোট, তিব্বত, প্রভৃতি দেশের কতক লোকেরা মহালামা নামে এক দেবতাকে পূজা করে। চতুর্থ চীনীয় কতক লোক কংফুসিয়স্‌কে মানে; আর নানা দেশের লোক নানা দেবতার উপাসনা করে।

নিত্যানন্দ। এই যে সকল মতের কথা কহিলা, ইহার মধ্যে কোন মতাবলম্বী কত লোক, তাহার বিশেষ বল, দেখি শুনি ?

পরমানন্দ। য়িহুদী মতাবলম্বী ত্রিশ লক্ষ লোক। খ্রীষ্টি মতাবলম্বী উনিশ কোটি লোক। মুসলমান মতাবলম্বী ছয় কোটি লোক। বৌদ্ধ মতাবলম্বী পোনর কোটি বিশ লক্ষ। হিন্দু মতাবলী নয় কোটি লোক। কংফুসিয়স্‌ মতাবলম্বী তিন কোটি লোক। অন্যং দেব পূজক মতাবলম্বী দশ কোটি লোক।

---

৫ পাঠ।

আসিয়া দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, আসিয়া দেশের বিশেষ বিবরণ কিছু শুনিতে বাঞ্ছা করি, এইক্ষণে অনুগ্রহ করিয়া বল, দেখি শুনি।

পরমানন্দ। ভাল, তাহাও বলি শুন, পৃথিবীর ভূমি খণ্ডের মধ্যে আসিয়া খণ্ড বড়, সে লম্বে ছয় হাজার ছয়শত সত্তর ক্রোশ, প্রস্থে চারি হাজার ছয় শত কুড়ি ক্রোশ। এই আসিয়াতে ন্যূনাধিক প্রায় পঞ্চাশ কোটি লোক আছে।

নিত্যানন্দ। আসিয়া কোনং জাতির অধিকার?

পরমানন্দ। রুসিয়ন ও ইংরাজ ও চীন, এই তিন দেশীয় লোকেতেই প্রায় আসিয়া দেশ অধিকার করিয়াছে; ইহার বিশেষ, উত্তর অঞ্চলে রুসিয়নের অধিকার; দক্ষিণ অঞ্চলে ইংরাজের অধিকার; পূর্ব্ব অঞ্চলে চীনের অধিকার; এই তিন প্রধান অধিকার ছাড়া আরং যে সকল অধিকার আছে, তাহার মধ্যে তুরকী ও পারসী ও বর্ম্মাদের অধিকার ভারী।

নিত্যানন্দ। আসিয়ার সীমার চতুরস্র বলিতে পার?

পরমানন্দ। বলিতে পারিব না কেন বল? তবে শুন। তাহার উত্তর সীমা হিম সমুদ্র; দক্ষিণ সীমা ভারত সমুদ্র; উত্তর পশ্চিম সীমা ইউরপের সীমানার লাগাও; দক্ষিণ পশ্চিম সীমা আফ্রিকার সীমানার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা পাসিফিক মহাসাগর; ঐ মহাসাগর আফিকা আর আমেরিকার মধ্যখান দিয়া ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়াছে। হিন্দুস্থানের দক্ষিণ ভাগ অতিশয় উত্তপ্ত, কিন্তু ইহার যত উত্তরে যাওয়া যায়, ততই শীত বোধ হইতে থাকে; আর হিমসাগরে

বরফ পড়িয়া এমনি পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া জমিয়া থাকে, যে ঐ সাগরে জাহাজ যাইতে পারে না; কারণ, বাতাসে নিয়া গিয়া যদি জাহাজকে বরফের পর্ব্বতে ধাক্কা লাগায়, তবে তৎক্ষণাৎ জাহাজ ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়।

নিত্যানন্দ। আসিয়ার অন্তঃপাতী কোন২ দেশ?

পরমানন্দ। তাহার মধ্যে অনেক২ প্রধান দেশ আছে, তাহার বিবরণ এই; উত্তরে পূর্ব্বহইতে পশ্চিম সীমা পর্য্যন্ত শিবির ও তাতার দেশ; তাহার পশ্চিম ভাগে তুরুক ও আরব ও পারসী দেশ; তাহার পূর্ব্ব ভাগে চীন; তাহার দক্ষিণ ভাগে হিন্দুস্থান ও আসাম ও বর্ম্মা ও শ্যাম ইত্যাদি প্রধান২ দেশ। এ সকল ছাড়া আসিয়ার মধ্যে আরো অনেক২ দ্বীপ আছে।

---

৬ পাঠ।

হিন্দুস্থানের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে এইক্ষণে আসিয়ার অন্তঃপাতি যেং দেশে হিন্দু লোকের বসতি, অর্থাৎ হিন্দুস্থান, আগে তাহার বৃত্তান্ত কিছুং শুনিতে আকাঙ্খা আছে।

পরমানন্দ। ভাল, তাহা বলি, শুন। হিন্দুস্থানের খণ্ড হইয়াছে দুই, দক্ষিণ হিন্দুস্থান, ও উত্তর হিন্দুস্থান। দক্ষিণ হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা যদি নর্ম্মদা নদী কল্পনা করা যায়, তবে তাহার পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ ভাগে সমুদ্র, এবং দক্ষিণ ভাগের অন্তসীমায় কুমারী অন্তরীপ; তাহারি নিকটে লঙ্কা, কিনা সিংহল দ্বীপ। হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম ভাগে সিন্ধু নদী, ঐ সিন্ধু নদীর পশ্চিমে বলোচনস্থান, ও তাহার পশ্চিমাংশে পারসী দেশ। হিন্দুস্থানের উত্তর ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে হিমালয় নামে প্রসিদ্ধ পর্ব্বত শ্রেণী; ঐ পর্ব্বত শ্রেণী অল্প বক্র ভাবে কাশ্মীর দেশহইতে রেকান পর্য্যন্ত দক্ষিণ পূর্ব্ব ভাগে চলিয়া গিয়াছে। হিন্দুস্থানের পূর্ব্বভাগে ব্রহ্ম দেশ; বাঙ্গালা আর ব্রহ্ম দেশের মধ্যে মণিপুর, ও হিড়িম্ব, এবং আরো নানা জাতীয় পর্ব্বতীয় লোক আছে; তাহাদেরও হিন্দুর ন্যায় ব্যবহার। এই সকল সীমানার মধ্যে এই সকল দেশ আছে। দক্ষিণে উড়িস্যা, ও তৈলঙ্গ, ও দ্রবিড়, ও মহীসর, ও শ্রবণোর, ও হয়দরাবাদ্, ও পুণ্যগ্রামীয়, ও নাগপুরীয়, ও মহারাষ্ট্র দেশ। উত্তরে বঙ্গ, ও মগধ, ও কাশী, ও বন্দেলখণ্ড, ও বঘেলখণ্ড, ও মিথিলা, ও কোশলা, ও মথুরা, ও হরিয়াণা, ও দোয়াব, ও রোহেলখণ্ড, ও জয়পুর, ও বিকানিয়ার, ও যোধপুর, ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া, ও যশোবন্তরাও হোলকারের দেশ, ও পঞ্চাব, ও মালবা, ও মুলতান, ও সিন্ধু,

ও গুজরাট দেশ। হিন্দুস্থান দীর্ঘেতে কুমারী অন্তরীপ অবধি কাশ্মীর পর্য্যন্ত সত্তর শত চৌহত্তর ক্রোশ; এবং প্রস্থে, শ্রীহট্ট অবধি সিন্ধু দেশের করাচী বন্দর পর্য্যন্ত ষোল শত ক্রোশ।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানেতে লোক কত গুলি হইবে?

পরমানন্দ। অনুমান দশ কোটি লোকের কম হইবে না। তাহার মধ্যে জৈন ও শিখ এই দুই জাতিকে যদি হিন্দুর মধ্যে গণা যায়, তবে হিন্দু বার আনা, আর মুসলমান তিন আনা, এবং পাহাড়িয়া ইত্যাদি এক আনা।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানের কোন দেশে লোক অধিক, তাহা আমাকে বলুন্?

পরমানন্দ। এই হিন্দুস্থানের মধ্যে সুবে বাঙ্গালা স্থানানুসারে লোকেতে পরিপূর্ণ; কারণ, হিন্দুস্থানে যত জমী ও যত লোক আছে, তাহা হিসাব করিলে, ভাগহারে প্রত্যেক লোকের প্রতি জমী পোনের বিঘা পড়ে; কিন্তু সুবে বাঙ্গালাতে এক কোটি পঁচিশ লক্ষ লোক আছে, আর জমী আছে এগার কোটি বিঘাঁর অধিক, এই জমীতে ও লোকেতে ভাগহারে হিসাব ধরিলে প্রত্যেক লোকের প্রতি জমী নয় বিঘার অধিক পড়ে না; এই নিদর্শনে বলা যায় বাঙ্গালা লোকেতে সম্পূর্ণ। বঙ্গ দেশের মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় লোক অধিক, কেননা সেখানে কুড়ি লক্ষ লোক আছে, এবং ভূমি ষাইট লক্ষ বিঘা; লোকেতে ও জমীতে ভাগহার করিতে হইলে, প্রত্যেক লোকের প্রতি পড়তা হয় ভূমি তিন বিঘা; এই নিদর্শনে বলা যায় বর্দ্ধমানে লোক অধিক।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানের ভাষা কত প্রকার?

পরমানন্দ। ভারতবর্ষের মূল ভাষা সংস্কৃত, আর মূল অক্ষর দেবনাগর; ঐ মূল ভাষা আর মূল অক্ষর হইতে নানা ভাষা ও

নানা প্রকার অক্ষর জন্মিয়াছে। পরে আট শত বৎসর হইল মুসলমানেরা এ দেশ অধিকার করিয়াছিল, সেই অবধি এ দেশে ফারসী ভাষার আর ফারসী অক্ষরের চলন হইয়াছে; এবং বাঙ্গালা ও হিন্দী ভাষার মধ্যেও ফারসীর অনেক কথা চলন হইয়াছে। ভারতবর্ষের নানা দেশে নানা প্রকার ভাষা, ও নানা প্রকার অক্ষরের চলন আছে, তাহার বিশেষ এই; বাঙ্গালা, আসাম, মিথিলা, কোশলা, ভটনের, ভোজপুর, কোঙ্কন, কাশ্মীর, উতকল, তৈলঙ্গ, কর্ণাট, বঁদেলখণ্ড, হরিয়াণা, কান্যকুব্জ, জয়নগর, ইত্যাদি কম বেশ প্রায় চল্লিশ প্রকার ভাষা চলিতেছে; আর বাঙ্গালা, মণিপুর, বুহ্মা, শ্যাম, ভোট, মৈথিল, শিখ, কাশ্মীর, মুলতান, তৈলঙ্গ, উড়ে, তামল, এইং নামে প্রায় কুড়ি প্রকার অক্ষর দেবনাগরহইতে বাহির হইয়াছে।

৭পাঠ।

বঙ্গ দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। বঙ্গ দেশের সীমা কত দূর পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। তাহার উত্তর সীমা নেপাল ও ভোটের অধিকার পর্য্যন্ত, দক্ষিণ সীমা বাঙ্গালার অখাত, পূর্ব্ব সীমা আসাম ও বৃহ্মার রাজার অধিকারের শেষ, পশ্চিম সীমা বেহারও উড়িস্যা। মেদিনী-পুর ও কটক, এই দুই জেলা যদি বঙ্গ দেশের মধ্যে ধরা যায়, তবে বঙ্গ দেশ উত্তর দক্ষিণে লম্বা ৩০০ ক্রোশ হয়, আর পূর্ব্ব পশ্চিমে ওসার ২৬০ক্রোশ হয়। ইহার প্রাচীন নাম গৌড়।

নিত্যানন্দ। এই বঙ্গ দেশের মধ্যে প্রধান কোন২ নগর আছে?

পরমানন্দ। প্রথমে কলিকাতা, দ্বিতীয় ঢাকা, এই ঢাকা কলি-কাতার উত্তর পূর্ব্বাংশে এক শত বিশ ক্রোশ অন্তরে, ঐখানেতে পূর্ব্বে সুবে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল; তৃতীয় মুরশিদাবাদ, সেও কলিকাতাহইতে উত্তর এক শত আশী ক্রোশ অন্তরে।

নিত্যানন্দ। বাঙ্গালাতে লোক আছে কত?

পরমানন্দ। বঙ্গ দেশের মধ্যে লোক গণা গিয়াছে তিন কোটি, তাহার মধ্যে হিন্দু তের আনা, আর মুসলমান তিন আনা; কিন্তু অন্যা২ দেশ অপেক্ষা করিয়া পূর্ব্ব দেশে মুসলমান অধিক।

নিত্যানন্দ। ভাল, এই দেশেতে প্রধান২ নদী কি?

পরমানন্দ। বঙ্গ দেশেতে প্রধান নদী গঙ্গা, বৃহ্মপুত্র, পদ্মা, কুশী, দামোদর, এই সকল ছাড়া আরো অনেক২ ক্ষুদ্র নদী আছে

নিত্যানন্দ। এই বঙ্গ দেশে কোন২ সামগ্রী জন্মে?

পরমানন্দ। বঙ্গ দেশেতে প্রধান সামগ্রী জন্মে চাউল, চিনি, লবণ, রেসম, তামাকু, তুলা, নীল, আফিম, সোরা, নানাতরো কাপড়; এই সকল সামগ্রী কিনিয়া নিয়া গিয়া সওদাগর লোকে নানা স্থানে সওদাগরী করে।

নিত্যানন্দ। এই বাঙ্গালাতে প্রধান বিচারস্থান কয়টা আছে? অর্থাৎ যেখানেং প্রধান জজ্ থাকেন এমন ঠাঁই কয়টা?

পরমানন্দ। সে আছে তিনটা, কলিকাতা, ঢাকা, মুরশিদাবাদ; এই তিন স্থানেতে তিনটা প্রধান আদালত, অর্থাৎ কোর্ট আদালত আছে; ইহার মধ্যে কলিকাতা কোর্টের নীচে ৯ জেলা; ঢাকার নীচে ৭ জেলা, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত ৭ জেলা।

নিত্যানন্দ। কলিকাতার যে নয় জেলা, সে গুলার নাম বল, দেখি?

পরমানন্দ। কলিকাতার আশপাশের পাঁচ খানা নিয়া হাওয়ালী সহর নামে এক জেলা; দ্বিতীয়, চব্বিশ পরগণা এক জেলা; তৃতীয়, যশোহর এক জেলা; চতুর্থ, হুগলী এক জেলা; পঞ্চম, নদীয়া এক জেলা; ষষ্ঠ, বৰ্দ্ধমান এক জেলা; সপ্তম, জঙ্গলমহল এক জেলা; অষ্টম, মেদনীপুর এক জেলা; নবম, কটক এক জেলা; কিন্তু মেদনীপুর ও কটক পূর্ব্বে উড়িস্যার অন্তঃপাতী ছিল।

দ্বিতীয় ভাগ।

১ পাঠ।

জেলা হাওয়ালী সহরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। জেলা হাওয়ালী সহরের অন্তঃপাতী কত থানা আর কোনং গ্রাম?

পরমানন্দ। এই জেলায় চিতপুর, মাণিকতলা, তাজহাট, নওয়াজারী, শালিকা, এই পাঁচ থানা আছে, আর ইহার সীমানায় কলিকাতার চারিদিক্ ঘেরা আছে। এক শত বৎসরের পূর্ব্বে এই কলিকাতা এক ছোট নগর ছিল; পরে ক্রমে সওদাগরির বৃদ্ধি আর রাজধানী হওয়াতে অতি বলবৎ হইয়াছে। ইংরাজী ১৮০২ শালে কলিকাতার চারিপাশে জেলা হাওয়ালী সহরে ৫৭২২৫ ঘর, ২৮৬১২৫ লোক গণা গিয়াছিল, আর নিজ কলিকাতায় ৬০০০০০ ছয় লক্ষ লোক গণা গিয়াছিল, এই সমুদায়ে প্রায় নয় লক্ষ লোক।

নিত্যানন্দ। রাজ্যের প্রধান বিচারস্থান কোথা?

পরমানন্দ। কলিকাতাস্থ ও ইউরপীয় লোকদের প্রধান বিচারস্থান কলিকাতার সুপ্রীম কোর্ট; সেখানে চিফ্‌যষ্টিস, অর্থাৎ প্রধান বিচারকর্ত্তা এক জন, আর অন্য বিচারকর্ত্তা দুই জন; এঁহারা শ্রীযুক্ত ইংলণ্ডের মহারাজার আজ্ঞাতে ঐ পদ পাইয়া থাকেন।

নিত্যানন্দ। লোকদের বিদ্যাপ্রদানের জন্যে কলিকাতায় কয়টা সম্প্রদায় আছে?

পরমানন্দ। তবে শুন, আশিয়াটিক সোসাইটি, হিন্দু কালেজ, স্কুলবুক সোসাইটি, ও স্কুল সোসাইটি ইত্যাদি সম্প্রদায় আছে।

স্কুলবুক সোসাইটির কর্ত্তারা পুস্তকদ্বারা ও স্কুল সোসাইটির কর্ত্তারা পাঠশালাদ্বারা এ দেশের ছোট বড় সকল জাতীয় লোকের জ্ঞানোদয়ের চেষ্টা করিতেছেন।

নিত্যানন্দ। কলিকাতায় কত প্রকার লোকের কত বাণিজ্য কর্ম্ম চলিত আছে?

পরমানন্দ। ইহার বিশেষ কত বলা যাইবে; কতক্টা বলি শুন। ইংলণ্ড, ও আমেরিকা, বম্বাই, চীন, ইত্যাদি দেশহইতে আমদানী আসিয়া কলিকাতায় বাণিজ্য হইতেছে; গত দশ বৎসর হইল একবার গণিত হইয়াছিল, যে এক বৎসরেতে এক কোটি একাশী লক্ষ টাকার জাহাজী আমদানী হইয়াছিল, আর চারি কোটি ছেয়ত্তর লক্ষ টাকার রপ্তানী হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন এক কোটি চারি লক্ষ টাকার পশ্চিমে আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল; সর্ব্বসমেত সে সনে সাত কোটি একষটি লক্ষ টাকার আমদানী রপ্তানী হইয়াছিল। আর সম্প্রতি এই কলিকাতার স্থানেং অতি সুন্দরং রাস্তা ও পুষ্করিণী হইতেছে, এবং দিনেং ঐ সহর বর্দ্ধিত হইয়া অত্যন্ত সুশ্রী হইতেছে।

---

২ পাঠ।

চব্বিশ পরগণার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। চব্বিশ পরগণার সীমা কোন পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা নদীয়া জেলা; দক্ষিণ সীমা সুন্দরবন দিয়া সমুদ্র পর্য্যন্ত; পশ্চিম সীমা ভাগীরথী নদী; পূর্ব্ব সীমা যশোহরের সীমার লাগা পশ্চিম। ভাগীরথী ও রায়মঙ্গল নদী বিনা জেলার দক্ষিণাংশে অনেক খাল আছে; ঐ সকল খাল সুন্দরবন হইয়া সমুদ্রে মিলিয়াছে। ইহা ছাড়া সহর কলিকাতার নিকটে কাটিগঙ্গা নামে আরও এক খাল আছে; যে খাল দিয়া কলিকাতাহইতে ঢাকায় গমনাগমন বড় সহজ; আর নানাবিধ জ্বালানী কাষ্ঠ, ও চুণ, ও ঢাকাই কাপড়, ইত্যাদি এই খাল দিয়া এ অঞ্চলে আসিয়া অনেক বাণিজ্য হয়।

নিত্যানন্দ। এ জেলা লম্বা চৌড়ায় কত ক্রোশ?

পরমানন্দ। তবে বলি শুন; উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘে ১০০ ক্রোশ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রস্থ ৬০ ক্রোশ।

নিত্যানন্দ। এ জেলায় লোক কত হইবে?

পরমানন্দ। অনুমান হয় ন্যূনাধিক বার লক্ষ লোক হইবে; তাহার বার আনা হিন্দু, চারি আনা মুসলমান; এবং এই জেলাতে অনেক সাহেব লোকের বসতি আছে; ইহার জজ্ কালেক্টরের কাছারী আলীপুরে।

নিত্যানন্দ। এ জেলার মধ্যে ব্যবসায়ের প্রধান সামগ্রী কি?

পরমানন্দ। ব্যবসায়ের সামগ্রীর মধ্যে এ জেলায় যথেষ্ট তরকারী আর নীল জন্মে; এবং জেলার সীমা সমুদ্র ঘেঁসা, এই প্রযুক্ত অনেক লবণ জন্মে; আর জেলার মধ্যে বরাহনগর, নবাবগঞ্জ, বিষ্ণুপুর, কলাগাছী, এ সকল প্রধান বাণিজ্য স্থান।

৩ পাঠ।

জেলা যশোহরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। যশোহর জেলার সীমা কত দূর?

পরমানন্দ। ইহার উত্তর সীমা পদ্মাবতী নদী, যে নদী গঙ্গাহইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব অঞ্চলে গিয়াছে, এই জন্যে সাহেব লোকে তাহাকেও গঙ্গা বলেন; দক্ষিণ সীমা সমুদ্র, পশ্চিম সীমা নদীয়া ও চব্বিশ পরগণা জেলার সীমা লাগা পূর্ব্ব; পূর্ব্ব সীমা ঢাকা জালালপুর ও বাকরগঞ্জ।

নিত্যানন্দ। এই জেলাতে প্রধান নগর কোনটা?

পরমানন্দ। জেলার মধ্যে ভূষণা, মহম্মদপুর, নলডাঙ্গা, মুড়লী, মৃজানগর, গোপালগঞ্জ, খুলনিয়া, এই সকল প্রধান২ নগর আছে, এ সকলই প্রায় যশোহরের উত্তরাংশে। এই জেলার দক্ষিণাংশে সুন্দরবন, সেখানকার ভূমি সমুদ্রের খালেতে সর্ব্বদাই সরস, আর অনেক ভূমি বনেতেই ব্যাপ্ত, কেবল মলঙ্গী লোকেরাই সেখানে থাকিতে পারে। তথাতে যদি চাসি লোকের বসতি হইয়া কৃষিকর্ম্ম চলিতে পারিত, তবে ঐ ভূমিতে সকল শস্যই জন্মিত; কেননা তথাকার ভূমি বড় উর্ব্বরা।

নিত্যানন্দ। সেখানে কোন২ বস্তু জন্মে?

পরমানন্দ। এই জেলাতে ধান্য, নীল, নারিকেল, পাটী, কাপড়, আর গব্য, এই সকল সামগ্রী বড় উৎকৃষ্ট জন্মে।

নিত্যানন্দ। এ জেলাতে কি২ প্রধান নদী আছে?

পরমানন্দ। এই জেলাতে ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা, কুমার, মধুমতী, ইহারাই প্রধান।

নিত্যানন্দ। এই জেলাতে কত লোক?

পরমানন্দ। ইংরাজী ১৮০৩ শালে শ্রীযুক্ত বড় সাহেবের আজ্ঞাতে এই জেলায় বার লক্ষ লোক গণা গিয়াছিল; তাহার মধ্যে নয় আনা মুসলমান, সাত আনা হিন্দু।

৪ পাঠ।

জেলা হুগলীর বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এই ক্ষণে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, হুগলী জেলার বিবরণ বল দেখি?

পরমানন্দ। তবে শুন; হুগলী জেলার উত্তর সীমা জেলা বর্দ্ধমান, তাহার পূর্ব্ব সীমা গঙ্গা, তাহার দক্ষিণ ও পশ্চিম সীমা জেলা মেদিনীপুরের সীমার লাগাও। সহর হুগলী গঙ্গার নিজ পশ্চিম ধারে; এবং তাহারি ক্রমশঃ দক্ষিণ ঐ নদীর নিজ পশ্চিম তীরেং চন্দননগর, শ্রীরামপুর, এই দুই সহর ইংরাজ ভিন্ন আর দুই প্রকার ইউরপীয় লোকদের অধিকার, অর্থাৎ ফরাসিসদের চন্দননগর, এবং দিনামারদের শ্রীরামপুর সহর আছে। এই দুই সহর ছাড়া জেলা হুগলীর মধ্যে চুঁচড়া, চন্দ্রকোণা, উলুবাড়িয়া, ক্ষীরপাই, ইত্যাদি প্রধানং নগর আছে। আর এই বঙ্গ দেশে যখন মুসলমানের অধিকার ছিল, তখন পোর্ত্তুগীয়, ইংরাজ, ফরাসীস, দিনামার, ওলেন্দাজ ইত্যাদি অনেক জাতি বাণিজ্য জন্যে হুগলী সহরে কুঠী করিয়াছিল। প্রায় দুই শত বৎসর হইল এক বার পোর্ত্তুগী লোকদের সঙ্গে নবাবি লোকদের বিরোধ হইয়া এক যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল; তাহাতে পোর্ত্তুগীশেরা পরাজিত হইয়া আপনাদের অনেক জাহাজ ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া কেবল তিন খানা জাহাজে আপনাদের প্রাণ লইয়া কতক লোক পলায়ন করিয়াছিল, আর শতং লোক পলাইতে না পারিয়া শত্রু হস্তে পতন ভয়ে ধনেতে পরিপূর্ণ এক জাহাজে চড়িয়া তাহার মধ্যে বারুদের গাদায় আগুন দিয়া আপনারা ধনে প্রাণে নষ্ট হইয়াছিল।

নিত্যানন্দ। এই জেলায় লোক কত গুলি হইবে?

পরমানন্দ। এখানে প্রায় ১২ লক্ষ লোক আছে; তাহার তিন ভাগ হিন্দু, এক ভাগ মুসলমান।

নিত্যানন্দ। এ জেলায় কোনং সামগ্রী ভাল জন্মে?

পরমানন্দ। প্রতি বৎসর এই জেলায় বন্যার জল উঠে, এই জন্যে ধান্য, চিনি, নীলাদি যথেষ্ট জন্মে; আর এ জেলাতে শ্রীশ্রীযুত কোম্পানী বাহাদুরের অনেকং খয়রাতী পাঠশালা আছে।

---

৫ পাঠ।

জেলা নদীয়ার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই পরমানন্দ, নদীয়া জেলার সীমার ঠিকানা কত দূর বল দেখি?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা জেলা রাজসাহীর সীমার লাগাও, দক্ষিণ সীমা ২৪ পরগণার সীমার লাগাও, পূর্ব্ব সীমা জেলা যশোহরের সীমার লাগাও, পশ্চিম সীমা ভাগীরথী নদী।

নিত্যানন্দ। এ জেলাতে সমুদয় কত লোক আছে?

পরমানন্দ। এই জেলাতে লোক প্রায় চৌদ্দ লক্ষ আছে; তাহার তিন ভাগ হিন্দু, সিকি মুসলমান।

নিত্যানন্দ। এই জেলাতে কোনং সামগ্রী জন্মে?

পরমানন্দ। এই জেলার ভূমি বড় উচ্চ, এই জন্যে এ জেলায় গব্য, কলাই, কোষ্টা, শন, তামাকু, নীল, চিনি, আউচ, পিপ্পল, উত্তম আম্র, ইত্যাদি সামগ্রী অনেক জন্মে; কিন্তু ধান্য কিছু অল্প হয়। আর এই জেলাতে অনেকং গুণবান্ লোক আছে; শিল্প বিদ্যাদি

শাস্ত্রীয় বিদ্যা পর্য্যন্তের চর্চ্চাতে এই জেলার প্রধান স্থানের লোক সকল প্রায় বিরত নহে।

নিত্যানন্দ। ভাল, জেলার গণ্ডগ্রাম সকলের নাম কি?

পরমানন্দ। এই জেলাতে প্রধান চারি সমাজ আছে, ১ নবদ্বীপ, ২ শান্তিপুর, ৩ উলা, ৪ কুমারহট্ট। এই চারি সমাজ ছাড়া তত্তুল্য শিবনিবাস, কৃষ্ণনগর, সুখসাগর, রানাঘাট, চাকদহ, বজরাপুর ইত্যাদি অনেক২ ভদ্রস্থান আছে। জেলার আদালতের কাছারী মোং কৃষ্ণনগরে। পূর্ব্বে সুবে বাঙ্গালার রাজধানী নবদ্বীপের নিকট ছিল; কিন্তু ইংরাজী ১২০৪ শকে সাহ কুটবদ্দীনের আমলে মুসলমানেরা বঙ্গ দেশ জয় করিয়া গৌড় শহরে বঙ্গ দেশের রাজধানী উঠাইয়া লইয়া গেল, তদবধি ক্রমেতে নবদ্বীপের হ্রাস হইয়া আসিতেছে। আর এই জেলাতে পলাশী নামে নগর, যেখানে ইংরাজী ১৭৫৮ শালে ইংরাজেরা নবাবকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

---

৬ পাঠ।

জেলা বর্দ্ধমানের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। জেলা বর্দ্ধমানের সীমা কত দূর?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা অজয় নদ, দক্ষিণ সীমা মেদনীপুর ও হুগলীর সীমা লাগাও, পূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী নদী, পশ্চিম সীমা জঙ্গলমহাল জেলার সীমার লাগা।

নিত্যানন্দ। সমুদয়েতে এই জেলায় লোক কত?

পরমানন্দ। এই জেলাতে অগণ্য লোক আছে; অনুমান হয় ১৪৫০০০০ সাড়ে চৌদ্দ লক্ষের কম নয়; কিন্তু তাহার মধ্যে তের আনা হিন্দু, তিন আনা মুসলমান।

নিত্যানন্দ। এখানকার ভূমি কেমন?

পরমানন্দ। এখানকার ভূমির কথা আর জিজ্ঞাসা কর কি, এমন ভূমি প্রায় কোনখানে নাই, ভূমি বড় উর্ব্বরা; এবং চাসী প্রজা সকল ও বহুশ্রমী, এই জন্যে এ জেলায় তুলা, রেসম, পান, তামাকু, নীল, ও ধান্যাদি নানা শস্য অপর্য্যাপ্ত জন্মে।

নিত্যানন্দ। এ জেলার মধ্যে প্রধান কোনং নগর?

পরমানন্দ। এ জেলার প্রধান নগর নিজ বর্দ্ধমান, যেখানে বর্দ্ধমানে রাজার বাস। ঐ রাজধানীতে ন্যূনাধিক পঞ্চাশ সহস্র লোক আছে। আর এই জেলাতে কাঞ্চননগর, কাটুয়া, অম্বিকা, মানকুড়, মঙ্গলকোট, ইত্যাদি বড়ং গণ্ড গ্রাম সকল আছে, ইহার মধ্যে কোনং স্থানে শ্রীযুক্ত সাহেব লোকেরা পাঠশালা করিয়া বালকদিগকে বিদ্যা প্রদান করিতেছেন।

নিত্যানন্দ। এই জেলার মধ্যে কোনং নদী আছে?

পরমানন্দ। এই জেলার সীমায় প্রধান নদ নদী দামোদর, গঙ্গা, ও অজয়। এই দামোদরের দুই ধারা আছে, পূর্ব্বে এক ধারা বার আনা ছিল, অন্য ধারা চারি আনা ছিল; কিন্তু এইক্ষণে প্রায় আশী বৎসর হইল তাহার বিপরীত হইয়াছে, অর্থাৎ ছোট ধারা বড় হইয়াছে, ও বড় ধারা ছোট হইয়াছে।

৭ পাঠ।

জেলা জঙ্গল মহলের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। জঙ্গল মহল জেলা কত দূর, আর লম্বা চৌড়ায় কত ক্রোশ?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা বীরভূমির সীমার লাগাও, দক্ষিণ সীমা মেদিনীপুরের সীমার লাগাও, পূর্ব্ব সীমা বর্দ্ধমান জেলার সীমার লাগাও, পশ্চিম সীমা রামগড় ও ছোট নাগপুরের সীমার লাগাও। এ জেলা পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা ৯০ ক্রোশ, উত্তর দক্ষিণে প্রস্থে ৬৫ ক্রোশ।

নিত্যানন্দ। এ জেলা পুরাতন কি নূতন?

পরমানন্দ। এ জেলা নূতন; পূর্ব্বে ইহা স্বতন্ত্র জেলা ছিল না, ২০ বৎসর হইল বীরভূমি ও মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান এই তিন জেলার মধ্যে কিঞ্চিৎ২ ভাঙ্গিয়া এই জঙ্গল মহল জেলা হইয়াছে। এ জেলা নূতন পত্তন হয়, তজ্জন্যে লোকসংখ্যা জানা যায় নাই।

নিত্যানন্দ। এ জেলার প্রধান নগর কি২?

পরমানন্দ। এ জেলার প্রধান নগরের নাম বাঁকুড়া। এই ক্ষণে বিচারকর্ত্তা জর্জ্ সাহেব সেই খানে আছেন; আর বন্দুয়ানদের

কারাগার ও সেই খানে। আর বিষ্ণুপুরের রাজাদের যত অধিকার ছিল, সে সকলই এই জেলা ভুক্ত হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপুরের রাজাদের রাজ্য অতি পূর্ব্ব কালের। ঐ রাজারা ঐ পর্য্যন্ত নিষ্করে এক বংশে একাদি ক্রমে এগার শত বৎসর ঐ রাজ্য ভোগ করিয়া আসিতেছিল, পরে কতক শ্রীশ্রীযুত কম্পানী বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত বর্দ্ধমানের রাজা ক্রয় করিয়া লইয়াছেন।

নিত্যানন্দ। এ জেলাতে কোন ২ নদী প্রধান আছে?

পরমানন্দ। দামোদর, অজয়, শীলাই, দালকীশ্বর, কাঁশাই, এ জেলাতে ইহারাই প্রধান নদী।

নিত্যানন্দ। আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতাহইতে কাশী পর্য্যন্ত যে একটা নূতন বাঁধা রাস্তা গিয়াছে, সে কোন দিক্ দিয়া গিয়াছে?

পরমানন্দ। সে রাস্তা এই জঙ্গল মহলের উপর দিয়া গিয়াছে।

---

৮ পাঠ।

জেলা মেদিনী পুরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কোন পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা জঙ্গল মহল ও বর্দ্ধমানের সীমার লাগাও, দক্ষিণ সীমা বালেশ্বরের ও সমুদ্র সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা ভাগীরথী নদী, পশ্চিম সীমা ঐ ময়ূরভঞ্জ ও রামগড়ের সীমার লাগাও। অনুমান হয় এই মেদিনীপুর দীর্ঘে শাস্ত্রীয় এক শত বিশ ক্রোশ, প্রস্থে আশী ক্রোশ। ইংরাজী ১৭৭০ শকে এই জেলাতে অতিশয় আকাল হইয়া তথাকার প্রায়

অর্দ্ধেক লোক মরিয়া গিয়াছিল, এবং ১৭৯১ শকে আরও একটা ক্ষুদ্র আকাল হইয়াছিল, তাহার পর অবধি ক্রমেতে এখানকার লোকের বৃদ্ধি হইতেছে।

নিত্যানন্দ। এই জেলার লোকসংখ্যা কত বলিতে পার?

পরমানন্দ। তবে শুন ভাই। ২৩ বৎসর হইল, ইংরাজ বাহাদুর একবার খানাসুমারি করিয়াছিলেন, অর্থাৎ আপন অধিকারের লোক গণিত করিয়াছিলেন; তাহাতে জানা গিয়াছে, যে এই জেলাতে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক আছে, সে তাবৎই প্রায় হিন্দু।

নিত্যানন্দ। এ জেলায় বাণিজ্যের কোন ২ বস্তু জন্মে?

পরমানন্দ। এই জেলাতে চিনি, গুবাক, নীল, শানবস্ত্র, এই সকল সামগ্রী অতি উত্তম জন্মে। এখানকার প্রধান নগর মেদিনীপুর, জলেশ্বর, পিপলী, নাগরগড়, তমলোক, খিজুরী। প্রথমে সাহেব লোকেরা আসিয়া ঐ পিপলীতে কেনা বেচা ব্যবহার করিতেন।

৯ পাঠ।

কটক জেলার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কত দূর নিয়া?

পরমানন্দ। ইহার উত্তর সীমা মেদিনীপুর ও ময়ূরভঞ্জের সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা গঞ্জাম দেশ; পূর্ব্ব সীমা বাঙ্গালার মহাখাল; পশ্চিম সীমা উড়িষ্যার অন্তর্গত ক্ষুদ্র২ রাজ্য। তাহার লম্বাই ১৪০ ক্রোশ; প্রস্থে ৫৫ ক্রোশ। পূর্ব্বকাল অবধি ইহার দুই খণ্ড হইয়াছে, উত্তর খণ্ডের নাম বালেশ্বর, দক্ষিণ খণ্ডের নাম জগন্নাথ।

নিত্যানন্দ। ইহাতে কত লোক আছে?

পরমানন্দ। অনুমান কটক জেলায় বার লক্ষ লোক আছে: তাহার সকল লোকই প্রায় হিন্দু। এই কটক অঞ্চল সমুদ্রের জলে প্লাবিত প্রযুক্ত লোকদের বড় পীড়া জন্মায়; এবং খাদ্যদ্রব্যেরও সুখ বড় নাই। আর এখানকার লোক সকল প্রায় দুঃখী। এ দেশের সামগ্রীর মধ্যে চালু, ও লবণ, ও উত্তম অস্ত্র, ও প্রস্তর, আর লোহার কড়াই।

নিত্যানন্দ। এখানকার প্রধান নগর কি২?

পরমানন্দ। এই জেলাতে প্রধান নগর বালেশ্বর, ভদ্রক, কটক, জগন্নাথ প্রভৃতি। জেলার মধ্যস্থানে মহানদী আছে; এবং তাহার অনেক২ সোঁতা অর্থাৎ অনেক ছোট২ খাল আছে; তাহাতেই এ দেশে জলকষ্ট নাই।

ভূগোল এবং জ্যোতিষ্ ইত্যাদি বিষয়ক

কথোপকথন।

৩ ভাগ।

ঢাকা কোর্টভুক্ত জেলার বিষয়।

প্রথম পাঠ।

নিজ ঢাকা জেলার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ঢাকা কোর্টের অন্তঃপাতী কত জেলা?

পরমানন্দ। ঢাকা নগর, ঢাকা জালালপুর, ময়মনসিংহ, শীহট্ট, বাকরগঞ্জ, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, এই সাত জেলা। ইহার মধ্যে ঢাকা নগরের চারিদিকে গ্রামের সহিত নিজ ঢাকা জেলা। এই ঢাকা অঞ্চল বরেন্দ্র ভূমির মধ্যে গণ্য যায়।

নিত্যানন্দ। নিজ ঢাকা জেলার চতুর্দ্দিকের সীমা কত দূর?

পরমানন্দ। সে বঙ্গ দেশের পূর্ব্ব অঞ্চল। তাহার উত্তর সীমা ময়মনসিংহের সীমায় লাগাও; দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জের সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা ব্রহ্মপুত্র নামে প্রধান নদ, যে নদেতে ত্রিপুরা আর ঢাকা ভিন্ন হইয়া আছে; পশ্চিম সীমা ঢাকা জালালপুরের সীমার লাগাও।

নিত্যানন্দ। কলিকতাহইতে ঢাকা কত দূর?

পরমানন্দ। ডটবর্ত্মে কলিকতাহইতে ঢাকা ৮০ ক্রোশ অন্তরে, কিন্তু নৌকাপথে যাইতে হইলে নদীর বক্রতা প্রযুক্ত ২০০ ক্রোশের ন্যূন নুন। ২১৯ বৎসর হইল ইংরাজী ১৬০৮ শকে নবাবি আমলে

ঐ ঢাকা নগর বঙ্গ দেশের প্রধান রাজধানী হইয়া ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত সমভাবে ছিল, এই জন্যে ঐ ঢাকাতে আর তাহারি চারিদিকের গ্রামেতে বিবেচনা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে ন্যূনাধিক বার লক্ষ লোক, কিন্তু হিন্দু অল্প, মুসলমান অধিক। ঢাকায় রাজধানীর পূর্ব্বে রাজমহলে ও তাহার পরে মুরশিদাবাদে বাঙ্গালার প্রধান রাজধানী ছিল। এই জেলাতে ঢাকা ছাড়া আরও দুই প্রধান নগর আছে; তাহার নাম নারায়ণগঞ্জ ও স্বর্ণগ্রাম; নারায়ণগঞ্জে ১৫ হাজার লোক আছে; তথাকার লবণ, ও শস্য, ও তামাকু, এই সকল সামগ্রী লইয়া অনেক বাণিজ্য কর্ম্ম চলে। স্বর্ণগ্রামে খাসা বস্ত্র জন্মে।

নিত্যানন্দ। এই জেলাতে কোনং প্রধান নদী আছে?

পরমানন্দ। ব্রহ্ম পুত্র, বূড়ীগঙ্গা, দলসরাই, লক্ষ্মী, এই সকল প্রধান নদী আছে।

---

২ পাঠ।

ঢাকা জালাল পুরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কত দূর পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা রাজশাহী ও ময়মনসিংহের সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা বাকরগঞ্জের সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা ঢাকা জেলার সীমার লাগাও; পশ্চিম সীমা যশোহরের সীমার লাগাও। ২৭ বৎসর হইল ইংরাজী ১৮০০ শকে ঢাকা জালালপুরের মধ্য দক্ষিণ অঞ্চলের কতক ভাগ করিয়া বাকরগঞ্জ নামে নূতন এক জেলা পত্তন করেন।

নিত্যানন্দ। ঢাকা জালালপুর জেলাতে লোক কত?

পরমানন্দ। এখন অনুমান হয়, যে ঢাকা জালালপুরে ৮ লক্ষ লোক আছে; তাহার সাত আনা হিন্দু, নয় আনা মুসলমান।

নিত্যানন্দ। এ জেলাতে কোনং বস্তু জন্মে?

পরমানন্দ। বর্ষাকালে প্রায় এই জেলা পদ্মা ইত্যাদি নদীর জলেতে প্লাবিত হয়, এই হেতুক সেখানকার ভূমি বড় উর্ব্বরা। অন্যং দেশ অপেক্ষায় এখানে যথেষ্ট ধান্য জন্মে, এবং নীল, গুবাক, ও বাঙ্গানামে এক প্রকার কার্পাস, ও ভিমটী, খাসা, ইত্যাদি অনেক প্রকার বস্ত্র জন্মে।

নিত্যানন্দ। এ জেলার প্রধান নগরের নাম কি?

পরমানন্দ। এ জেলার এক প্রধান নগরের নাম ফরিদপুর, যেখানে জজ্ সাহেবের বাসস্থান ও কাছারী; এবং তথাতে এক জন কালেক্টর সাহেব থাকেন; আর জেলার মধ্যে দমরায় নামে যে এক স্থান আছে সে কাপড়ের প্রসিদ্ধ এক আড়ঙ্গ।

নিত্যানন্দ। এখানে কোনং নদী আছে?

পরমানন্দ। এই জেলার প্রধান নদী পদ্মাবতী, সে জেলার মধ্যস্থানে আছে, তাহা ছাড়া অনেকং ক্ষুদ্রং ও মাজারি নদী আছে।

---

৩ পাঠ।

জেলা ময়মনসিংহের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কোন পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। ময়মনসিংহের উত্তর সীমা রঙ্গপুর জেলার সীমা ও গারো পর্ব্বতের নীচ পর্য্যন্ত, দক্ষিণ সীমা ঢাকা জেলার সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা শ্রীহট্ট জেলার সীমার লাগাও, পশ্চিম সীমা জেলা রাজসাহীর সীমার লাগাও।

নিত্যানন্দ। এই জেলা নূতন কি পুরাতন; এবং ইহাতে লোক বা কত আছে?

পরমানন্দ। এ জেলা পূর্ব্বকার নহে, নূতন হইয়াছে; কেবল ২৮ বৎসর হইল অন্য জেলাহইতে খণ্ডাবাছা হইয়া এ জেলা নূতন পত্তন হয়; এই হেতুক লোকসংখ্যা নিশ্চয় বলা যায় না; কিন্তু ২৬ বৎসর হইল আনুসঙ্গিক জানা গিয়াছিল, যে এই জেলায় তের লক্ষ ষাটি হাজার লোক আছে। তাহার মধ্যে দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মুসলমান।

নিত্যানন্দ। এ জেলার ভূমি কেমন, আর কি২ জন্মে?

পরমানন্দ। ব্রহ্মপুত্র নদের অনেক২ খালের জল উঠিয়া জেলা ময়মনসিংহের তাবৎ প্রদেশকে বৎসর২ প্রায় ডুবায়, এ কারণ এখানকার ভূমি বড় সতেজঃ, আর এই জেলাতে বুকড়ি ধান্য ও সর্ষা যথেষ্ট জন্মে।

নিত্যানন্দ। এ জেলায় প্রধান নগর কি২ আছে?

পরমানন্দ। এ জেলার মধ্যে প্রধান নগর নসীরাবাদ, যেখানে জজ্ কালেক্টর সাহেবদের কাছারী। ৩২ বৎসর পূর্ব্বে ঐ নসীরাবাদ প্রায় বন ছিল, এইক্ষণে আদালতের স্থান হইয়া সুন্দর নগর হইয়াছে। এবং এই জেলাতে সেরাজগঞ্জ নামে আর একটা ও নগর আছে; সে প্রধান বাণিজ্যস্থান।

৪ পাঠ।

শ্রীহট্ট জেলার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এই জেলার সীমা কেমন ধরা?

পরমানন্দ। জেলা শ্রীহট্টের উত্তর ও পূর্ব্ব সীমাতে ও দক্ষিণ

পূর্ব্ব ভাগে অনেক পর্ব্বত আছে; ঐ সকল পর্ব্বতে কূকী, ও খাসী, ও গারো, ইত্যাদি পর্ব্বতীয় অনেক প্রকার লোকের বাস; জেলার দক্ষিণ সীমা ত্রিপুরার সীমার লাগাও, পশ্চিম সীমা ময়মনসিংহের সীমার লাগাও।

নিত্যানন্দ। এ জেলাতে লোক কত?

পরমানন্দ। এ জেলাতে যথেষ্ট পর্ব্বত আছে, তৎপ্রযুক্ত জেলার লম্বা চৌড়ার অনুসারে অল্প লোক। ২৬ বৎসর হইল একবার গণনা করা গিয়াছিল, তাহাতে জানা গিয়াছে যে লোক ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ হইবে; তাহার মধ্যে হিন্দু নয় আনা, মুসলমান সাত আনা।

নিত্যানন্দ। এখানে কি ২ জন্মে?

পরমানন্দ। এই জেলার মধ্যে যে নিম্ন ভূমি আছে, তাহাতে অপরির্য্যাপ্ত ধান্য জন্মে; আর পর্ব্বতে যথেষ্ট কার্পাস ও চিনি জন্মে; আর বঙ্গ দেশমাত্রেতে যত পাকা এমারত হয় তাহাতে যত পাতরিয়া চূণের খরচ হয়, সে তাবৎ প্রায় শ্রীহট্টের আমদানী; আর অগুরু, কমলালেবু, মৃগানাভি, ইত্যাদি সামগ্রী অতি উত্তম জন্মে। আর এই জেলাতে কোম্পানীর হাতী খেদার কর্ম্ম আছে, অর্থাৎ পাহাড়হইতে হাতী নামিলে সেই হাতী ধরা পড়ে; এই কর্ম্মের নিমিত্তে কতক গুলি লোক কম্পানীর নিযুক্ত চাকর আছে, তাহারাই হাতী ধরে। এ জেলা অতি বড় লম্বা চৌড়া, ইহাতে বিস্তর পরগণা আছে; চৌদবৎসরের পূর্ব্বে এখানকার রাজস্ব কড়ি আদায় হইত, এইক্ষণে টাকার চলন হইয়াছে।

---

৫ পাঠ।

জেলা বাকরগঞ্জের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমার নির্ণয় কি প্রকার?

পরমানন্দ। বাকরগঞ্জের উত্তর সীমা ঢাকা জালালপুরের সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা সমুদ্রের তীর পর্য্যন্ত; পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদ, যাহাতে এ জেলা আর ত্রিপুরা পৃথক্ হইয়া আছে; পশ্চিম সীমা যশোহরের সীমার লাগাও। ২৭ বৎসর হইল ঢাকা জালাপুরের দক্ষিণাংশ লইয়া এই জেলার পত্তন হইয়াছে। ইহার মধ্যে দক্ষিণ শাহাবাজপুর নামে এক উপদ্বীপ আছে; সেখানে লবণ জন্মে। আর পূর্ব্ব কালে মঘেরা আসিয়া এ অঞ্চলে নানা প্রকার দৌরাত্ম্য করিয়া যাইত; এইক্ষণে ইংরাজের অধিকার হওয়াতে সে সকল নিবারণ হইয়াছে; ক্রমেতে সেখানকার লোক বৃদ্ধিও হইতেছে, আর নানা দ্রব্যও জন্মিতেছে।

নিত্যানন্দ। তথাকার লোকসংখ্যা কত, এবং ভূমি ভাল কি মন্দ?

পরমানন্দ। এই জেলায় যত লোক আছে তাহার দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মুসলমান। লোক ও ন্যূনাধিক বার লক্ষ হইবে। এই জেলা নিম্ন ভূমি, সেই জন্যে বৎসরং ইহাতে জল উঠে; অতএব এখানকার ভূমি বড় উর্ব্বরা। এখানকার ভূমির এমনি গুণ, যে বৎসরেতে দুই বার ধান্য জন্মে। কলিকাতাতে ও অন্য২ স্থানে ঐখানকার যথেষ্ট চাউলের আমদানি হয়।

নিত্যানন্দ। এ জেলার প্রধান নগর কি?

পরমানন্দ। এখানকার প্রধান নগর বরিশাল, তথাতে রাজধানী হওয়াতে লোকসংখ্যার আর বাণিজ্যের বৃদ্ধি হইতেছে। ছাব্বিশ

বৎসরের আগে এই জেলার রাজধানী বাকরগঞ্জে ছিল ; এইক্ষণে ক্রমে২ তাহার হ্রাস হইয়া বরিশাল বর্দ্ধিষ্ণু হইতেছে।

নিত্যানন্দ। ভাল, অল্প দিনের মধ্যে এই জেলাতে যে একটা জল প্লাবান হইয়াছিল তাহার বিবরণ কিছু বলিতে পার ?

পরমানন্দ। পারিব না কেন, তাহা বলি শুন। ইংরাজি ১৮২২ শালের ৬ জুন বৃহস্পতিবারে, জোয়ারের জলে মেঘনা নদ বড় বাড়িয়াছিল, এবং ঝড় হইয়া বড় তুফান হইয়াছিল, তাহাতে ঐ নদের বাঁধের উপর দিয়া তিন চারি হাত উচ্চ হইয়া ঢেউ উঠিয়াছিল। ঐ ঝড়েতে অনেক লোকের ঘর, দ্বার, ও গাছ, পালা, ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া দলমদল হইয়া গেল। কিন্তু উহারি পরে আর-বার যে দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, তাহার সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে অতি সামান্য বোধ হয় ; কেননা পুনর্ব্বার রাত্রি যোগেতে অতিবাদ্ জল বাড়িয়া ঐ বাঁধ ভাঙ্গিয়া একেবারে জেলাসমেত জলেতে ডুবিয়া গেল। যে সাহেব সেখানে গিয়াছিলেন তিনি গাছের গায়ে জলের দাগ মাপিয়া দেখিয়াছিলেন, যে মাটীর উপরে বারো হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হইয়া জল উঠিয়াছিল, এবং কতক গুলা লোক গাছের উপর চড়িয়া অনাহারে কাতর হইয়া মরিবার ভয়ে আপনাদের বস্ত্রদ্বারা গাছের সঙ্গে শরীর জড়াইয়া বাঁধিয়াছিল; কিন্তু শেষে তাহাদের এই হইল, যে গাছের গায়ে বাঁধা থাকিয়া অনাহারে প্রাণ গেল। এই মহোপদ্রবেতে যাহারা বাঁচিয়াছিল, তাহাদের জীবনধারণের জন্যে শ্রীযুক্ত গবর্ণর জনরল বহাদর মোং কলিকাতাহইতে সাত হাজার বোরা চাউল, ও তৈল, লবণ, ঘৃত, লঙ্কামরিচ, দাইল, ইত্যাদি পাঠাইয়াছিলেন ; আর শহর কলিকা, তায় চাঁদা করিয়া ও কম্পানি বহাদর নিজহইতে যত টাকা দিয়াছি-লেন, সমুদায় ওখানে পাঠাইয়াছিলেন। এই উপদ্রবেতে বরিশালে

যত লোকও পশু মারা পড়িয়াছে,প্রত্যেক থানাদারের রিপোর্টেতে তাহা জানা গিয়াছে, যে ১৮৭০০ পুরুষ এবং ১৮২০০ স্ত্রী লোক, সকলে ৩৭০০০ মনুষ্য, আর ৮৯০০০ পশু, এত প্রাণির সংহার হইয়াছে।

বিত্যানন্দ। ও ভাই পরমানন্দ, ঐ বিষয়টি যে কেমন ভয়ানক তাহা আর বলিব কি শুনিতে ভয় লাগে। হায়২ ঈশ্বরের কোপে পড়িলে কোথাও কি কেহ স্থির হইতে পারে? দেখদেখি, তিনি মনে করিলে জলেতে কিম্বা আগুনেতে অথবা ঝড়েতে এক ক্ষণের মধ্যে হাজার২ প্রাণির প্রাণ নষ্ট হয়। হায়২ তবে মনে করি, যে সেখানকার লোকেরা বুঝি দেশের অন্য২ স্থানের লোকদের অপেক্ষায় অধিক পাপী ছিল; নতুবা এমন ঘটিবে কেন? এমন কি তোমার মনে লয় না?

পরমানন্দ। না ভাই, আমার মনেতো এমত লয় না, যে অন্য অপেক্ষা তাহারাই অধিক পাপী ছিল; বরঞ্চ মনে এমন লয় যে সকলেই তেমনি পাপী; তবে যে ঈশ্বরের কোপ তাহাদের উপর হইল, আমাদের উপরে পড়িল না, এ কেবল তাঁহারি দয়াতে, নতুবা কি রক্ষা ছিল।

---

৬ পাঠ।

ত্রিপুরা জেলার বিবরণ।

বিত্যানন্দ। ওহে ভাই পরমানন্দ, এই জেলার সীমা কি২?

পরমানন্দ। বলি শুন। ইহার উত্তর সীমা শ্রীহট্টের ও ময়মনসিংহের সীমা লাগাও; দক্ষিণ সীমা চট্টগ্রামের সীমা লাগাও সমুদ্র পর্য্যন্ত; পূর্ব্ব সীমা ত্রিপুরার ও ব্রহ্মদেশের রাজার অধিকারের লাগাও; পশ্চিম সীমা মেঘনা নদ, এই মেঘনা এই জেলাকে নিজ

ঢাকা জেলা বাকরগঞ্জ জেলাহইতে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

নি। এ জেলায় কত লোক আছে?

প। এ জেলায় কত লোক তাহা ঠিক বলা যায় না, কিন্তু অনুমান হয় যে সাড়ে সাত লক্ষ লোক আছে, তাহার মধ্যে দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মুসলমান। আর এই জেলাতেও চট্টগ্রাম জেলাতে অনেক অরণ্য হস্তী ধরা পড়ে। ও এ জেলাতে যথেষ্ট গুবাক জন্মে, ব্রহ্ম দেশীয়েরা বৎসর ২ নৌকা যোগে আসিয়া স্বর্ণ রূপ্য মুদ্রা মূল্য দিয়া গুবাক ক্রয় করিয়া লইয়া যায়। আর এই জেলাতে অনেক প্রকার বাপ্তা ও খাসা কাপড় জন্মে।

নি। তবে জেলার প্রধান নগরের কথা বল দেখি?

প। তাহা ও বলি শুন। সেখানকার প্রধান নগরের নাম কুমিল্লা, তথাতে জজ্‌ সাহেব ও কালেক্টর সাহেবের ঘর তাহা ছাড়া নুর নগর, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর, ইত্যাদি সকল প্রধান ২ স্থান আছে। মেঘনা নদ লক্ষ্মীপুরের নীচে প্রায়ঃ পাঁচ ক্রোশ পরিসর, এ জেলায় যত নদী আছে তাহার মধ্যে এই মেঘনা প্রধান। মুসলমানেরা যখন বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়াছিল, তাহার অনেক দিন পরে এ দেশ অধিকার হইয়াছিল।

---

৭ পাঠ।

জেলা চট্টগ্রামের বিবরণ।

নি। এ জেলার সীমা নিরূপণ কত দূর?

প। এই চট্টগ্রাম জেলার উত্তর সীমা ত্রিপুরার রাজার সীমার লাগাও বন ও পর্ব্বত পর্য্যন্ত; ইহার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা রোষাণ

দেশ, অর্থাৎ মঘের দেশ, সে ব্রহ্মদেশের রাজার অধিকার; পশ্চিম সীমা বাঙ্গালার অখাত।

নি। এই জেলার লোক কত?

প। অনুমান হয়, এ জেলায় ১৫ লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে পাঁচ ভাগ মঘ; ছয় ভাগ মুসলমান; আর পাঁচ ভাগ হিন্দু।

নি। এ জেলার বাণিজ্যের সামগ্রী কিং?

প। চট্টগ্রাম জেলার বাণিজ্য দ্রব্য ছুতারী কাষ্ঠ, তক্তা, মোটা কাপড়, তুলা, হাতী, ইত্যাদি। আর সেখানকার বন্দরে অনেক জাহাজ প্রস্তুত হয়; এবং চট্টগ্রামের পশ্চিমাংশে সমুদ্রেতে সন্দীপ, হাতিয়া, এবং বামুনে নামে তিনটা উপদ্বীপ আছে; সেখানে শ্রীযুক্ত কোম্পানী বহাদরের যথেষ্ট লবণ জন্মে।

নি। সেখানকার জজ সাহেব কোন স্থানে থাকেন?

প। এই চাটিগাঁয়ের জজ্ সাহেব ইসলমাবাদে থাকিয়া ঐ সকল উপদ্বীপের ও শাসনাদি করেন, এবং কালেক্টরী কাছারিও ঐখানে; তথাতে রাম্ও কাক্স সাহেবের বাজার এই দুইটা প্রধান নগর, সেই স্থানেই পরিমিটের কাছারি আছে; তথাতে প্রায় মঘ লোকদের বসতি। ইসলমাবাদহইতে ৮ ক্রোশ অন্তরে সীতাকুণ্ড, অর্থাৎ বাড়বাকুণ্ড নামে এক কূপ আছে, তাহার জল উষ্ণ, আর তাহার চারি ক্রোশ অন্তরে বার্বাদি নামে এক অগ্নিকুণ্ড আছে; এই উভয় কুণ্ডের মধ্যে দিয়া, রন্ধ্রপথে এক প্রকার বায়ুর সঞ্চার আছে, সেই বায়ুর সঙ্গে অগ্নির সংযোগ হইবামাত্র, হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে।

৮ পাঠ।

মুরশিদাবাদ কোর্টের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। মুরশিদাবাদ কোর্টভুক্ত কত জেলা?

পরমানন্দ। এই কোর্টের অন্তঃপাতী সাত জেলা, নিজ মুরশিদাবাদ, রাজসহী, বীরভূমি, পূরণিয়া, ভাগলপুর, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুর। ইহার মধ্যে মুরশিদাবাদ ও কাশিমবাজার আর তাহার চারিদিকের কতক প্রদেশ লইয়া নিজ মুরশিদাবাদ জেলা; তথাতে জজ্ সাহেব বাস করেন।

নি। কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদ কত ক্রোশ অন্তর?

প। কলিকাতাহইতে মুরশিদাবাদ ১২০ ক্রোশ অন্তরে, আর ঐ শহর গঙ্গার নিজ তীরে। পূর্ব্বে ইহার নাম মকসুদাবাদ ছিল, যে কালে নবাব মুরশিদ আলি খাঁ আসিয়া ঐ স্থানে রাজধানী করিলেন, তদবধি মুরশিদাবাদ নাম হইল। ইংরাজের আমলের পূর্ব্বে ৫০ বৎসর মুসলমানদের অধিকারে এই মুরশিদাবাদ বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল, এই প্রযুক্ত অদ্যাবধি ও নবাবের সন্তান সন্ততি সকলেই মুরশিদাবাদে বাস করিতেছেন। এই শহরে মুসলমান অধিক, এবং তত্রাকার অনেকেই প্রায় হিন্দী কথা কহে; কিন্তু ৭০ বৎসর হইল ইংরাজ লোকে নবাবদের অধিকার জয় করিয়া বঙ্গদেশের রাজধানী মুরশিদাবাদহইতে কলিকাতা আনিয়াছেন।

নি। সেখানে লোক কত হইবে?

প। নিজ মুরশিদাবাদে ত্রিশ হাজার ঘর এবং এক লক্ষ পঁচাত্তরি হাজার লোক আছে। শহরে বসতি বড় ঘন ২ প্রায় সেখানে গঙ্গা বড় বেগবতী নহে, অর্থাৎ স্রোত মন্দ, আর দোকানদের মধ্যে

বাঁশ ইত্যাদি বন আছে, এই হেতুক সে পীড়াদায়ক স্থান; এই ক্ষণে অল্প দিনের মধ্যে শ্রীশ্রীযুক্ত কম্পানীর উপকার এবং তত্রাকার লোকের চাঁদাধারা রাস্তা হওয়াতে ও অর্দ্ধ পুষ্করিণীর পূর্ণ করাতে ও বন কাটানে পূর্ব্বাপেক্ষ সে স্থান অতি উত্তম হইয়াছে। কাশিমবাজার মুরশিদাবাদের নিকট, সে রেশমী কাপড় ক্রয় বিক্রয়ের একটা প্রধান আড্ডা।

---

৯ পাঠ।

নিজ মুরশিদাবাদ জেলার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কতদূর?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর পশ্চিম ও পশ্চিম সীমা ভাগলপুর ও বীরভূমি জেলার সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা নদিয়া ও যশোহর জেলার সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা পদ্মাবতী নদীর তীর, যে নদী জেলা রাজসহী ও মুরশিদাবাদের মধ্য খানে ব্যবধান হইয়া আছে।

নি। এখানে লোক কত আছে?

প। শহরের লোক ছাড়া এই জেলাতে সাড়ে আট লক্ষ লোক আছে, এই জেলার মধ্যে পতিত ভূমি বড় থাকে তিন আনা, আর তের আনা ভূমি উর্ব্বরা, এই নিমিত্ত এখানে যথেষ্ট রেশম ও নীল জন্মে।

নি। এই জেলাতে শহর কয়টা, এবং জজ সাহেব কোনখানে থাকেন?

প। এ জেলার জজ্ সাহেবের প্রধান বিচারস্থান নিজ মুরশিদাবাদ শহরে, আর এই জেলার কাশিমবাজার, জঙ্গিপুর বহরমপুর, ইত্যাদি প্রধান২ নগর আছে। জিয়াগঞ্জোলাতে জুবা অনেক বাং-

আর অনেক হয়, জঙ্গিপুরে, শ্রীযুক্ত কোম্পানী বহাদরের রেসমের আড়ঙ্গ। বহরমপুর সৈন্যস্থান, তথাতে সৈন্যাধিপতি সাহেব লোক ও থাকেন, আর বিলাতি সৈন্যদের থাকিবার জন্যে তথায় এক বারিক আছে।

নি। এ জেলায় প্রধান কোন ২ নদী আছে?

প। তবে ক্রমে২ শুন; সূঁতি নামে এক গ্রামের নীচে দিয়া ভাগীরথী নদী অর্থাৎ গঙ্গা পদ্মার সঙ্গে ছাড়া হইয়া এই জেলার মধ্যে দিয়া বাহির হইয়া দক্ষিণে গমন করিয়াছে, তাহারি দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে খানিক পরে পদ্মাহইতে জলঙ্গি নামে এক নদী বাহির হয়। ষোল বৎসর হইল মুরশিদাবাদ অবধি পদ্মাপর্য্যন্ত একটা খাল কাটা গিয়াছে।

---

১০ পাঠ।

জেলা রাজসাহির বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, এ জেলার সীমার বিবরণ কি ২?

পরমানন্দ। তাহা বলি শুন। এই জেলার উত্তর সীমা দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা ময়মনসিংহের সীমার লাগাও; এবং পূর্ব্ব দক্ষিণ ঢাকা জালালপুর, যশোহর, ও নবদ্বীপের সীমার সঙ্গে সংলগ্ন।

নি। ইহাতে লোক কত হইবে?

প। অনুমান হয় এই জেলাতে লোক ন্যূনাধিক পোনের লক্ষ; ইহার মধ্যে দশ আনা হিন্দু, ছয় আনা মুসলমান।

নি। এ জেলায় বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী কি ২?

প। এখানকার প্রধান সামগ্রী রেশম, পট্টবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্যে মূল্য দিয়া তাহা কিনিতে এবং সূতার কাপড় কিনিতে কুমারখালি, হাঁড়িয়াল, সরদহ, বোয়ালিয়াতে শ্রীযুক্ত কম্পানী বহাদরের তিন কুঠী আছে; এই তিন ঠাঁই বিনা নাটোর, শিবগঞ্জ, প্রভৃতি অনেক ২ প্রধান নগর এ জেলায় আছে। ইহার বিচারস্থান নাটোর, সেখানে জজ্ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব থাকেন; ঐ নাটোরে মহারাণী ভবানীর বসত বাটী। পূর্ব্বে রাজমহল এই জেলাভুক্ত ছিল, এই ক্ষণে এখান হইতে খারিজ হইয়া ভাগলপুর জেলাভুক্ত হইয়াছে।

নি। এ জেলায় কোন২ নদী আছে?

প। জেলার মধ্যে প্রধান বারদ, আত্রেয়ী, করতোয়া, বলেশ্বর, ইত্যাদি অনেক নদ নদী আছে।

---

১১ পাঠ।

জেলা বীরভূমির বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কোন ২ পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। এ জেলার উত্তর সীমা জেলা ভাগলপুরের সীমায় লাগাও; পূর্ব্ব সীমা মুরশিদাবাদ ও নবদ্বীপ জেলার সীমায় লাগাও; দক্ষিণ সীমা অজয় নদ, যে নদেতে বর্দ্ধমান ও জঙ্গলমহল পৃথক্ হইয়া আছে; প সীমা রামগড়ের সীমায় লাগাও।

নি। এখানে লোক কত হইবে?

প। ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে এই জেলার লোক এক বার গণা গিয়াছিল, তাহাতে জানা গিয়াছে যে এ জেলাতে ১৩ লক্ষ লোক আছে,

তাহার মধ্যে তিন ভাগের এক ভাগ মুসলমান, দুই ভাগ হিন্দু।

নি। এ জেলায় কি ২ জন্মে?

প। এই জেলার প্রধান সামগ্রী ধান্য আর চিনি, এবং তথাতে লৌহের আকর আছে। সেখানে যথেষ্ট কয়লা আর লৌহ জন্মে; কিন্তু ইউরপে যে লৌহ জন্মে সে সর্ব্বকার্য্যের উত্তম, এই প্রযুক্ত প্রায় অনেক লোকে তাহাই কেনে।

নি। এ জেলায় প্রধান নগর কি ২ আছে?

প। এ জেলায় প্রধান নগর সিউড়ী, নাগর, সুরুল, বৈদ্যনাথ, ইত্যাদি; সিউড়ীতে জজ্ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব থাকেন। মুসলমানদের বঙ্গ দেশ অধিকার কালে নাগরে জেলার কাছারি ছিল। সুরুল নগরে শ্রীযুক্ত কোম্পানী বহাদরের নিজের কুটী আছে।

নি। এখানকার কোন ২ নদী প্রধান?

প। সেখানকার প্রধান নদী অজয় ও মোড়া; এই জেলার নদীতে বিস্তর জল থাকে না; এই জন্যে বর্ষা ব্যতিরেকে নৌকার গমনাগমন অধিক হয় না; আর বর্ষাকালে লোকের যাতায়াত নিমিত্তে অনেক সাঁকো আছে।

---

১২ পাঠ।

জেলা ভাগলপুরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কোন পর্য্যন্ত?

পরমানন্দ। এই জেলার উত্তর সীমা ত্রিহুত জিলার লাগাও; দক্ষিণ সীমা রামগড় ও বীরভূমি জেলার সীমার লাগাও;

পূর্ব্ব সীমা পূরণিয়ার সীমার লাগাও ; পশ্চিম সীমা বেহার ও জেলা রামগড়ের সীমার লাগাও।

নি। এই জেলার লোকসংখ্যা ও বাণিজ্যের বিবরণ বল, শুনি।

প। তবে শুন ; ঐ জেলাতে লোক প্রায় বিশ লক্ষের অধিক আছে, তাহার মধ্যে চারি ভাগের এক ভাগ মুসলমান, তিন ভাগ হিন্দু। এই জেলাতে ধান্য ও কার্পাস অনেক জন্মে; কিন্তু লোক অতি বিস্তর এই প্রযুক্ত আহার্য্য দ্রব্যের অল্প হয় ; আর যব, তামাকু, গোম, আলু, নীল, ইত্যাদি যথেষ্ট জন্মে। এবং এই স্থানে কোম্পানী বহাদরের রেসম ও ভাগলপুরী কাপড় এবং সোরা ইত্যাদি ক্রয় হয়। এই জেলাতে পাহাড়িয়া লোক অনেক আছে ; তাহাদের ভাষা ভিন্ন, তাহারা পর্ব্বতহইতে শুড়িকাষ্ঠ, ও জ্বালানি কাষ্ঠ, পাতুরিয়া কয়লা, মোম, মধু, তুলা, ইত্যাদি দ্রব্য আনিয়া বিক্রয় করিয়া কাপড়, ধান্য, মৎস্য, ধাতুদ্রব্য, তৈল, লবণ, মসালা, প্রভৃতি ক্রয় করিয়া লইয়া যায়।

নি। এ জেলার প্রধান নগর কি২ ?

প। এই জেলার প্রধান নগর ভাগলপুর, সেই থানে জজ্ এবং কালেক্টর সাহেব লোক থাকেন ; ঐ নগরেতে লোক আনুমানিক ন্যূনাধিক ত্রিশ হাজার আছে, এবং রাজমহল, মুঙ্গের, ইত্যাদি নগর ও আছে।

---

১৩ পাঠ।

জেলা পূরণিয়ার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলার সীমা কত দূর ?

পরমানন্দ। এ জেলার উত্তর সীমা মোরঙ্গে সীমার লাগাও। দক্ষিণ সীমা ভাগলপুরের সীমানার লাগাও, পদ্মাবতী নদী পর্য্যন্ত ;

পর্য্যন্ত; পূর্ব্ব সীমা দিনাজপুরের সীমার লাগাও; পশ্চিম সীমা ত্রিহুত জেলার সীমার লাগাও। পূর্ব্বে এই পূরণিয়া জেলার নাম ছিল ধর্ম্মপুর।

নি। এ জেলাতে লোক কত?

প। ষোল বৎসর পূর্ব্বে এই জেলায় ঊনত্রিংশ লক্ষ লোক গণা গিয়াছিল; তাহার মধ্যে নয় আনা হিন্দু, সাত আনা মুসলমান।

নি। তথাকার উৎপন্ন বস্তু কিং?

প। এই জেলার বলদ অতি বড়ং হয়, কিন্তু ইহার পশ্চিম অঞ্চলে আরও বড়ং হয়। এই জেলায় ধান্য, নীল, ঘৃত, তৈল, গোম, যথেষ্ট জন্মে, আর মোরঙ্গ পর্ব্বতহইতে বড়ং চৌকর দোকর ইত্যাদি বাহাদুরী কাষ্ঠের আমদানী হইয়া বাণিজ্যের জন্যে নানা স্থানে চালান হয়। আর জেলাতে রেসমী পট্টবস্ত্র ও কার্পাসক বস্ত্র অনেক জন্মে।

নি। এ জেলার মধ্যে প্রধান নগর কোনং?

প। এখানকার প্রধান নগর পূরণীয়া, নাথপুর, কস্‌বা, ইত্যাদি; কিন্তু জেলার বিচারস্থান নিজ পূরণিয়াতে, তথাকার জজ্ কালেক্টর শহরেতেই আছেন; ঐ শহরেতে অনুমান চল্লিশ হাজার লোক আছে।

নি। এ জেলার প্রধান নদী কত?

প। এ জেলার প্রধান নদী কুশী ও কঙ্কা। এই দুই নদী নেপালের পাহাড়হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া পূর্ব্ব গামিনী হইয়া গঙ্গাতে মিলিয়াছে। মোরঙ্গহইতে অনেক বাহাদুরী কাষ্ঠ কুশী বহিয়া বাহির হয়, এই কাষ্ঠ কুশীর দুয়াবার কাষ্ঠ নামে প্রসিদ্ধ; ইহার কিছু মূল্য অধিক; কারণ ঐ দুয়াবার কাষ্ঠ বড় শক্ত ও ছে লম্বা।

১৪ পাঠ।

জেলা দিনাজপুরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। জেলা দিনাজপুরের সীমা কত দূরে লইয়া?

পরমানন্দ। দিনাজপুর জেলার পূর্ব্ব সীমা রঙ্গপুরের সীমার লাগাও; পশ্চিম সীমা পূরণিয়ার সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা জেলা রাজসাহীর সীমার লাগাও। এই জেলা তিন কোণা, ইহার এক কোণা উত্তর দিকে প্রায় কোচ বিহার পর্য্যন্ত গিয়াছে, সেই জন্যে কেবল তিন দিকের সীমার বিবরণ লেখা গেল।

নি। এই জেলাতে লোক বা কত, আর কোনং বস্তু জন্মে?

প। ১৯ বৎসর হইল এক বার গণা গিয়াছিল, যে সেখানে তিন লক্ষ লোক আছে; তাহার মধ্যে এগার আনা মুসলমান, পাঁচ আনা হিন্দু; এই জেলার লোক প্রায় দুঃখী। আর নিজ জেলাতে ধান্য, পাটকোষ্টা, কোঁচড়া তামাকু, সর্ষা, মন্দ কাগজ, চেটাই, মেকলী, সূতা, ইত্যাদি অনেক জন্মে।

নি। এই জেলাতে প্রধান কোনং নগর আছে?

প। এ জেলার প্রধানং নগরের নাম দিনাজপুর, মালদহ, রাজগঞ্জ, ভবানীপুর, প্রভৃতি; নিজ দিনাজপুরে জজ্ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব থাকেন, এবং তথাতে লোক প্রায় ত্রিশ হাজার আছে। মালদহে শ্রীযুত কোম্পানী বহাদরের কাপড়ের কুঠী আছে; ঐ মালদহেতে যে সকল পাকা অট্টালিকা আছে সে সমুদয় প্রায় গৌড় সহরের পুরাতন ইটের। মোং রাজগঞ্জে অনেক প্রকার বাণিজ্য হয়; ভবানীপুর প্রভৃতি বৎসর এক বারং লোকের মেলা হয়, তাহাতে প্রায় লক্ষাবধি লোক আসিয়া নানা দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় বিক্রয় করে।

নি। এ জেলার কোনং নদী প্রধান ?

প। দিনাজপুরের পশ্চিমাংশে প্রধান নদী মহানন্দা ও পুনর্ভবা, এই দুই নদী পূরণিয়া ও দিনাজপুরের সীমার মধ্যে ব্যবধান আছে; ও তাহার পূর্ব্বাংশে করতোয়া নামে যে নদী সে রঙ্গপুর ও দিনাজপুরের মধ্যখানে হইয়া গিয়াছে।

---

১৫ পাঠ।

জেলা রঙ্গপুরের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এ জেলা কেমন স্থান?

পরমানন্দ। এ জেলা বাঙ্গালার উত্তর সীমার শেষ; ইহার উত্তরে আর বাঙ্গালার সীমা নাই। এই রঙ্গপুরের উত্তর সীমা কোচ ও ভোটের দেশের সীমার লাগাও; দক্ষিণ সীমা ময়মনসিংহ ও রাজসাহী জেলার সীমার লাগাও; পূর্ব্ব সীমা আসাম দেশের ও গারো পর্বতের পশ্চিম সীমার লাগাও; পশ্চিম সীমা দিনাজপুরের সীমার লাগাও। এই জেলার নিজ উত্তরে কোচ বেহারের সীমা, সেখানকার রাজধানীতে শ্রীযুত কোম্পানী বহাদরের নিযুক্ত এক জন সাহেব আছেন; তাঁহার ভার এই আছে, যে সেখানকার রাজার ঠাঁই নিয়মিত কর গ্রহণ করিয়া সদরে চালান করেন।

নি। এ জেলায় লোক কত আছে?

প। রাঙ্গামাটী ও বিজনীর কতক দেশ এই জেলা ভুক্ত আছে; ইহাতে সর্ব্বসমেত ২৭ লক্ষ লোক হইবে; তাহার মধ্যে অর্দ্ধেক হিন্দু, অর্দ্ধেক মুসলমান।

নি। এ জেলাতে কোনং দ্রব্য জন্মে?

প। এই রঙ্গপুরে চূর্ণ, পান, গোম, তামাকু, পলুপোকা, লাহার পোকা, বাঁশ, ইত্যাদি অনেক জন্মে; এবং এই রঙ্গপুরের পর্ব্বতে ব্যাঘ্র, হস্তী, ভালুক, বানর, ইত্যাদি হিংসক জন্তু যথেষ্ট আছে।

নি। এই জেলার প্রধান নগর কিং?

প। প্রধান নগর রঙ্গপুর; তাহারি নিকটে ধাপ নামে এক গ্রাম আছে, ঐ ধাপে জজ্ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব থাকেন; আর মঙ্গলহাট, গোয়ালপাড়া, এই দুই প্রধান নগরও আছে। এই জেলায় আসাম দেশীয় অনেক লোক আসিয়া বাণিজ্য করে।

নি। এই রঙ্গপুর জেলাতে প্রধান নদী কিং আছে?

প। এই জেলার প্রধান নদী তিস্তা, ইহার যথার্থ নাম ত্রিস্রোতা; এই নদী রঙ্গপুরের উত্তরহইতে ২৫০ ক্রোশ আসিয়া পদ্মার সঙ্গে মিলিয়াছে। আর করতোয়া নামে অন্য এক নদী দিনাজপুর ও রঙ্গপুরের সীমার মধ্যস্থানে থাকিয়া দুই জেলাকে পৃথক্ করিয়া তিস্তাতে মিলিয়াছে।

---

১৬ পাঠ।
হিন্দুস্থানের নদীর বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, বঙ্গ দেশের সকল জেলার বিবরণ শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, এখন অনুগ্রহ করিয়া হিন্দুস্থানের যেং প্রধান নদী আছে তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ বল শুনি।

পরমানন্দ। তবে বলি শুন, এই হিন্দুস্থানে অনেক নদী আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান গঙ্গা। এই গঙ্গা হিন্দুস্থানের উত্তর হিমালয় পর্ব্বতহইতে নির্গত হইয়া তের শত ক্রোশ পর্য্যন্ত আসিয়া কলিকাতার দক্ষিণে ভারত সমুদ্রে মিলিয়াছে; আর যমুনা, গোগরা, শোণ, গণ্ডকী, কুশী, ইত্যাদি কতক নদী এই গঙ্গাতে মিলিয়াছে।

• নি। গঙ্গার সমান দীর্ঘ পুষ্ট নদী আর আছে কি না?

প। এ দেশের মধ্যে গঙ্গা অতিশয় দীর্ঘ নদী বটে; কিন্তু অন্যং দেশে ইহাহইতেও দীর্ঘ নদী আছে। আসিয়ার মধ্যে চীন দেশে হোআনহো নামে যে এক নদী আছে, সে দীর্ঘে সত্তের শত পঞ্চাশ ক্রোশ; ঐ দেশে আরও এক নদী আছে, সেও দীর্ঘে উনিশ শত ক্রোশ। এবং দক্ষিণ আমেরিকাতে এক নদী আছে, তাহার নাম আমাজন, সে পৃথিবীর সকল নদী অপেক্ষায় বড়, সে যেখানহইতে বাহির হইয়াছে, সেখানহইতে দুই হাজার এক শত ক্রোশ চলিয়া আসিয়া মহাসাগরে মিলিয়াছে।

নি। এই ক্ষণে আরং নদীর বিশেষ বিবরণ কিছু বল।

প। তবে প্রথমে ব্রহ্মপুত্র নদের বৃত্তান্ত শুন; এই ব্রহ্মপুত্র হিন্দুস্থানের মধ্যে এক প্রধান নদ, এই নদের জন্মস্থান গঙ্গার উৎপত্তি স্থানের প্রায় নিকট। আর বলি শুন, পদ্মা নামে গঙ্গার যে এক প্রবল ধারা বাহির হইয়াছে, সেই পদ্মা এই ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে মিলিয়া ত্রিপুরার নিকট দিয়া বাঙ্গালার মহাখালে প্রবেশ করিয়াছে।

নি। ব্রহ্মপুত্র আর গঙ্গাতে লম্বায় সমান কি না?

প। ব্রহ্মপুত্রের জন্মস্থান আর গঙ্গার জন্মস্থান এই দুই নিকট বটে, তৎপ্রযুক্ত দীর্ঘেতে সমান, তথাপি কোনং স্থানে উভয়েতে এক হাজার পঞ্চাশ ক্রোশ অন্তর। তাহার বীজ এই, যে গঙ্গা বাহির হইয়া দক্ষিণগামিনী হইয়াছে; আর ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্ব অঞ্চলে অনেক দূর ফিরিয়া আসিয়া সমুদ্রের সঙ্গে মিলিয়াছে। এই ব্রহ্মপুত্র তিব্বত দেশ দিয়া পূর্ব্ব ভাগে গিয়া চীন দেশের সীমা দিয়া চলিয়া আসিয়া হঠাৎ আরবার পশ্চিমে আসাম দেশ হইয়া বঙ্গ দেশের লক্ষ্মীপুরের নিকটে আসিয়া সমুদ্রে মিলিয়াছে।

নি। আর কোন প্রধান নদী যদি থাকে তবে তাহার বিশেষ বল

প। হিন্দুস্থানের প্রধান আর এক নদ সিন্ধু। সিন্ধু নদ হিন্দুস্থান দেশের উত্তর পশ্চিম সীমা, ঐ নদ হিমালয় পর্ব্বতহইতে বাহির হইয়া এক হাজার ক্রোশ আসিয়া ইণ্ডিয়ন্ অর্থাৎ ভারত সমুদ্রে মিলিয়াছে; তাহার সঙ্গে পথ ঘটিত শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিতস্থা, এই পাঁচ নদীর মিলন হইয়াছে। এই পাঁচ নদীর মধ্যস্থিত যে সকল দেশ তাহাকে পঞ্জাব বলে।

নি। ভাল, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ও সিন্ধু এই তিন ছাড়া আর কোন প্রধান নদী আছে কি না?

প। আছে, তবে শুন। নর্ম্মদা নামেতে এক নদী আছে, সে নদী রাজমহলের পর্ব্বতহইতে বাহির হইয়া পশ্চিম দিকে ছয় শত পঞ্চাশ ক্রোশ গিয়া সুরাষ্ট দেশের উত্তরে ভারত সমুদ্রে মিলিয়াছে। দ্বিতীয়া গোদাবরী, সে বোম্বাইর নিকটহইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব ভাগে সাড়ে সাত শত ক্রোশ গিয়া কর্ণাট দেশের উত্তরে ভারত সমুদ্রে মিলিয়াছে। তৃতীয়া কৃষ্ণা, এই কৃষ্ণা কর্ণাট দেশের ঘাট নামে পর্ব্বতহইতে বাহির হইয়া পূর্ব্ব দিকে প্রায় ছয় শত ক্রোশ গিয়া ভারত সমুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়াছে; এই সকল নদী ছাড়া হিন্দুস্থানে আরও অনেক ক্ষুদ্রং নদী আছে।

নি। ওহে এ পর্য্যন্ত শুনিয়া তুষ্ট হইলাম, এখন নদীতে জীবের যে উপকার হয় তাহা বিশেষ করিয়া বল শুনি।

প। নদীতে জীবের কত উপকার তাহা দেখ। নদীর জল খাইয়া জীবজন্তু সকল বাঁচে, এবং স্নানাদি করিয়া শরীর শীতল করে; আর নদীর উপর দিয়া নৌকা যোগে দেশ বিদেশে গিয়া নানা দেশহইতে বাণিজ্য করিবার জন্যে নানা সামগ্রী আনে; আর যেং ভূমির উপরে নদীর জল অর্থাৎ বন্যা উঠে, সে সকল ভূমিকে এমত উর্ব্বরা

করে যে তাহাতে সকল শস্য জন্মে, আর গাছ সকল সতেজ হইয়া বড় সফল হয়। এই প্রকার নদী সকল সকলেরি ভাল করে; অধিক আর কি বলিব? মহাত্মা পুরুষের সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে দৃষ্টান্ত হয়, কেননা নদী যেমন সকলের উপকার আর আহ্লাদ জন্মায়, তেমনি মহাত্মাও পরের উপকারের নিমিত্তে বাঁচে।

---

১৭ পাঠ।

হিন্দুস্থানের পর্ব্বতের বিবরণ।

নি। ওহে, তুমি যে কথা কহিতেছ তাহা যথার্থ মানিলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি, যে হিন্দুস্থানে কোনং পর্ব্বত আছে?

পরমানন্দ। হিন্দুস্থানে কএকটা পর্ব্বত আছে, তাহার মধ্যে প্রধান পর্ব্বত হিমালয়; এই পর্ব্বত শ্রেণী হিন্দুস্থানের উত্তর সীমা হইয়া প্রায় চারি হাজার ক্রোশ পর্য্যন্ত গিয়াছে; ঐ হিমালয়হইতে সিন্ধু, গঙ্গা, গোগরা, ব্রহ্মপুত্র এই সকল প্রধান নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। আর পৃথিবীর অন্যং পর্ব্বত অপেক্ষায় এই পর্ব্বত উচ্চ। পূর্ব্বে ভূগোল-বেত্তারা দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ নাম পর্ব্বত দেখিয়া এবং তাহার উচ্চতা মাপিয়া অন্যং পর্ব্বতশৃঙ্গহইতে ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গ উচ্চ এই মত জ্ঞান করিতেন; কারণ শৃঙ্গ সমেত ঐ পর্ব্বত মাপিয়া দেখিয়াছিলেন, যে উচ্চ চৌদ্দ হাজার হাত। কিন্তু তাহার পর লার্ড হেষ্টিংস বহা-দরের আজ্ঞাতে কএক জন সাহেব লোক হিমালয় পর্ব্বতের উচ্চতা মাপিয়াছিলেন; সেই মাপাতে জানা গিয়াছে, যে হিমালয় পর্ব্বতের এক শৃঙ্গ ঊর্দ্ধে আঠারো হাজার হাত; অতএব এই ক্ষণে সকলেই হিমালয় পর্ব্বতকে উচ্চতম করিয়া মানেন।

নি। হিন্দুস্থানে আর কোন প্রধান পর্ব্বত আছে কি না?

প। হিন্দুস্থানের অন্য প্রধান পর্ব্বত রাজমহলের পর্ব্বত; সেই পর্ব্বতহইতে শোণ আর নর্ম্মদা নদীর উৎপত্তি। আর দক্ষিণ দেশে ঘাট নামক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, সে সমুদ্রহইতে ৫০ ক্রোশ দূরে থাকিয়া হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমা অবধি উত্তরে সুরাষ্ট্র দেশ পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া আছে; সে দক্ষিণ উত্তরে দীর্ঘে ৭৮০ ক্রোশ, ঊর্দ্ধে দুই হাজার হাত। কিন্তু এই দুই হাজার হাত উচ্চতাতেই মেঘের গমন রোধ করে, এই নিমিত্তে পূর্ব্বের বাতাসে চলিয়া আইসে যে মেঘ সে ঐ পর্ব্বতে রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের পশ্চিম দিকে বর্ষিতে পারে না; এবং পশ্চিমের বাতাসে চলিয়া আইসে যে মেঘ সেও ঐ পর্ব্বতে রুদ্ধ হইয়া পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকে বর্ষিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন দেশে২ আরও ক্ষুদ্র২ পর্ব্বত আছে।

নি। ভাল২ এখন তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পর্ব্বতে জীবদের কি২ উপকার হয়?

প। পর্ব্বতে যে জীবদের কত উপকার সে কথা কি বলা যায়? পর্ব্বতের ঝোরাতে এই নদী সকলের সৃষ্টি হইয়াছে, যে নদী নহিলে এক দণ্ড কাল চলে না। আরও শুন, পর্ব্বতে নানা গাছ আছে, এবং সেই সকল গাছের মধ্যে অনেক মহৌষধ আছে। আর বড়২ শাল, শিশু, সেগুণ, প্রভৃতি কাষ্ঠেতে যত উপকার হয় তাহা আর বলিয়া বুঝাইব কি। মানুষের পরম উপকারী পশু সকল পর্ব্বতে আছে, আর পর্ব্বতের গর্ব্ভে নানা ধাতুর আকর আছে, যে সকল ধাতু সর্ব্বদা ব্যবহারে লাগে। আর বলি শুন, সমুদ্র যত বড় প্রকাণ্ড তাহাও জান, এমত যে সমুদ্র তাহাকে ও পর্ব্বত দিয়া বাঁধা যায়। আর দেখ, পর্ব্বত থাকিলে দেশের কিবা শোভা, এবং তাহার

শৃঙ্গের উপর উঠিতে পারিলে ঈশ্বরের চমৎকার সৃষ্টি দেখিয়া জ্ঞান আর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মে।

নি। ওহে ভাই, পর্ব্বত যে কত উপকারক তাহা শুনিলাম; আর ঈশ্বর যে কোন বস্তু নিরর্থক সৃষ্টি করেন নাই, তাহাও বিলক্ষণ বুঝিলাম।

---

১৮ পাঠ।

হিন্দুস্থানের বাণিজ্যের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ভাল, এই হিন্দুস্থানের লোকদের যে পূর্ব্বাপেক্ষায় এত ধনবৃদ্ধি হইতেছে ইহার কারণ কি?

পরমানন্দ। ইহার একটি কারণ এই, যে পূর্ব্বকার রাজাদের আমলে প্রজাদের উপরে নানা প্রকারে লুট ডাকাইতি ইত্যাদি অনেক উৎপাত ঘটিত, তাহাতে প্রায় কাহারও ধন স্থির ছিল না; এইক্ষণে ইংরাজের আমলে সে সকল উৎপাত নাই, অতএব দিনেং লোকদের ধন বাড়িতেছে। দ্বিতীয় আরও এক কারণ বাণিজ্য; দেখ, অন্য দেশের লোকেরা এ দেশের সামগ্রীর অনেক প্রয়োজন রাখে, এই হেতুক তাহা কিনিবার জন্যে বৎসরং যথেষ্ট ধন আনে, সে তাবৎ ধন এ দেশে ছড়াইয়া পড়ে, সুতরাং অনেকে ধনী হইতেছে।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানের যেং বস্তু লইয়া অন্যং দেশের লোকদের অধিক বাণিজ্য হয়, সে কোনং বস্তু?

পরমানন্দ। তবে বলি শুন। প্রথম নীল। ত্রিশ বৎসরের অধিক এ দেশে ঐ নীলের চাস কর্ম্মের বৃদ্ধি হইয়াছে; কাপড় রঙ্গাইবার জন্যে এই নীল প্রয়োজন। অনুমান হয় যে বৎসরেং আশী

হাজার মোন নীল প্রস্তুত হয়। যদি এক২ মোনের মূল্য দেড় শত টাকা করিয়া ধরা যায়, তবে সর্ব্ব সমেত হিসাব করিলে বৎসরেতে এক কোটি বিশ লক্ষ টাকারও অধিক হয়।

নি। ভাল, নীলের কথা শুনা গেল, দ্বিতীয় কোন বস্তু তাহা বল?

প। দ্বিতীয়, তুলা। পূর্ব্বে তুলা বাঙ্গালায় অনেক জন্মাইত; এখন দোয়াবে অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তিদেশে তুলা অধিক জন্মে; তুলার বস্তা করিয়া জাহাজের অল্প স্থানের মধ্যে বোঝাই করিবার জন্যে কলিকাতায় আসিয়া কলদ্বারা গাঁইট বন্দি হয়, তাহাতে পাঁচ২ মোনী বড়২ বস্তা অতি ছোট২ হয়। পূর্ব্বে চীন দেশে প্রতি বৎসর অনেক তুলা চালন হইত, এই ক্ষণে বৎসর পাঁচেক হইল ইংলণ্ডেও অধিক যাইতেছে, এবং তথাতে সেই তুলার সূতা হইয়া নানা প্রকার কাপড় জন্মিতেছে, ও তাহাতে যথেষ্ট লোকের প্রতিপালন হইতেছে।

নি। তৃতীয় কোন বস্তু?

প। তৃতীয়, আফিম। প্রতি বৎসর মগধ দেশেও কাশীতে আফিম অনেক জন্মে। আফিমের বাণিজ্য কোম্পানী ছাড়া আর কাহারও করিবার সাধ্য নাই। প্রথমে যত আফিম জন্মে তাহা এক বার কোম্পানী ক্রয় করেন, পরে সিন্দুক বন্ধি করিয়া নিলামে লাট বন্ধি হইলে মহাজনের লাটেতে ক্রয় করিয়া জাহাজদ্বারা ভিন্ন দেশে পাঠাইয়া দেন। আফিম কি প্রকারে জন্মে, তাহাও বলি শুন। পোস্ত নামেতে এক শস্য আছে, তাহার ক্ষেত হয়, ঐ ক্ষেতে গাছ হইয়া প্রত্যেক গাছে অনেক ফল প্রসব করে; ঐ সকল ফল বৈকালে ক্ষুদ্র২ অস্ত্র বিশেষদ্বারা চিরিয়া রাখিতে হয়, রাত্রি যোগে ঐ সকল ফলের চেরা চাঁই দিয়া রস বাহির হইয়া ফলের

গায়ে জমিয়া থাকে, প্রাতঃকালে সেই জমা রস চাঁচিয়া তুলিয়া একত্র করিয়া রৌদ্রে শুকাইলে আফিম হয়।

নি। ভাল, আর কিছু যদি থাকে তবে বল শুনি।

প। বলি, চতুর্থ, বস্ত্র। হিন্দুস্থানে প্রতি বৎসর বস্ত্র যথেষ্ট জন্মে, তাহার মধ্যে ঢাকার অঞ্চলে অতি চিকণ২ বস্ত্র জন্মে। গঙ্গা নদীর উত্তরাংশে এক প্রকার বস্ত্র জন্মে যাহাকে খাসা বলে। বাঙ্গালার দক্ষিণ পশ্চিম ভাগে লক্ষ্মীপুরের নিকটে বাপ্তা নামে আর এক প্রকার বস্ত্র জন্মে। মেদিনীপুর ও উড়িস্যার অঞ্চলে এবং তাহারই নিকটে মহারাষ্ট্র প্রদেশে শাণ নামে এক প্রকার বস্ত্র জন্মে। বীরভূমিতে গড়া জন্মে। আর আমেরিকা দেশে কাপড় বড় একটা জন্মে না, তথাকার লোকদের কৃষিকর্ম্ম অধিক, শিল্প ব্যবসায় অল্প, এই প্রযুক্ত সেখানকার মহাজনেরা কলিকাতায় যথেষ্ট টাকার কাপড় কিনিয়া লইয়া যায়। সে দেশে এ দেশীয় টাকার চলন নাই, এই জন্যে তাহারা ডালর আনে; কিন্তু সংপ্রতি ইউরপ ও আমেরিকার লোকেরা আপনার২ দেশে কাপড় জন্মাইবার জন্যে বড় যত্ন করিতেছেন।

নি। ওহে ভাই, পঞ্চম আর কিছু আছে কি না?

প। শুন, বলি। পঞ্চম, রেশম। রামপুর বোয়ালিয়া, ও কুমারখালি, ও জঙ্গীপুর, ও কাশীমবাজার, ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে কোম্পানীর কুঠীতে রেশম যথেষ্ট জন্মে; সেই রেশম নানা দেশে চালান হয়, সেইখানে তাহাতে নানা রঙ্গ দিয়া নানা প্রকার পাটের কাপড় প্রস্তুত করে। এ রেশম কি প্রকারে জন্মে, তাহা বলি, শুন। প্রথমে ক্ষেত্রে তুত নামে এক প্রকার গাছ প্রস্তুত করে, ডাল সমেত তাহারই পাতা কাটিয়া পলু নামে এক পোকাকে খাইতে দেয়; সেই সকল পোকা ঐ পাতা খাইতে২ ক্রমেতে বড়২ হইয়া যে

প্রকারে মাকড়সা আপনার উদরহইতে সূতা বাহির করে, সেই প্রকারে আপনারং পেটহইতে সূতা বাহির করিয়া আপনার শরীরকে বেষ্টন করিয়া তাহারি মধ্যে আপনি বদ্ধ হয়, আর এমনি বাঁধা পড়ে যে আপনার বাহির হইবার পথও রাখে না। অনন্তর উপযুক্ত সময় বুঝিয়া সেই গুটিকা সকল উষ্ণ জলে নিক্ষেপ করিলে ভাবেতে কীট গুলি মরিয়া যায়, পরে যন্ত্রদ্বারা সেই সূতা উঠাইলে তাহাকেই রেশম বলে। গুটিকা প্রস্তুত হইলে উপযুক্ত সময়ে যদি উষ্ণ জলে না ফেলা যায়, তবে ঐ মধ্যখানের কীট সকল প্রজাপতি হইয়া মুখ দিয়া গুটি কাটিয়া উড়িয়া পলায়, ইহা হইলে সকল বৃথা হয়।

নি। ওহে ভাই, এ সকল বিবরণ শুনিয়া চরিতার্থ হইলাম, আর আপনার লঘুত্ব স্বীকার করা ভাল ইহারি একটি উপদেশ পাইলাম। দেখ ভাই, যে একটি ক্ষুদ্র পোকা ইহারি কীর্ত্তি দেখ; এমন সুচমৎকার সূতার সৃষ্টি করে, যে মানুষও তেমন করিতে পারে না, আর সেই সূতার কাপড়ে মানুষদের পরিধান বস্ত্র হইয়া কিবা আশ্চর্য্য শোভা দেয়; অতএব মানুষদের যে অহঙ্কার তাহা নাশ হউক।

প। ভালং তুমি যে উপদেশ করিলা তাহা যথার্থ করিয়া মানিলাম।

PART IV.

Dialogues

ON

GEOGRAPHY, ASTRONOMY, &c.

ভূগোল এবং জ্যোতিষ্ ইত্যাদি বিষয়ক

কথোপকথন।

চতুর্থ ভাগ।

৪ ভাগ।

প্রথম পাঠ।

হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, তোমার ঠাঁই হিন্দুস্থান দেশের বিবরণ, ও লোকসংখ্যা, এবং পর্ব্বত, ও নদ, নদী, আর উৎপন্ন বস্তু সকলের নানাবিধ বিবরণ শুনিয়া পরমাপ্যায়িত হইলাম, এই ক্ষণে ইতিহাস ছলে এ দেশের পূর্ব্বকালের বিবরণ কিছু শুনিতে বাঞ্ছা হয়, অনুগ্রহ করিয়া বল।

পরমানন্দ। তবে মনোযোগ কর, গত ২৩০০ বৎসর হইল দারা নামে পারসী দেশের রাজা আসিয়া হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল অধিকার করিয়াছিলেন। ঐ দারা যখন রাজা হইয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস নিশ্চয় ছিল না; কারণ এই, যে সংস্কৃত পারসী এবং গ্রীক ও অন্যং জাতীয় ভাষায় দেশের পূর্ব্বং বিবরণের শ্লোক রচনার বড় আমোদ দিল, এই প্রযুক্ত আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস গ্রন্থ হইত না; কিন্তু দারা রাজার আমলে গ্রীক ভাষার সংস্থান হইলে তাহাহইতে সাহেব লোকেরা তর্জমা করিয়া সংগ্রহ করিয়াছেন, যে দারা রাজা হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়া তদ্দেশীয় রাজাদের ঠাঁই কর লইতেন। পরে ২১৫০ বৎসর হইল সেকন্দর শাহ নামে গ্রীক দেশের এক রাজা পারসী দেশ জয় করিয়া সিন্ধু নদীর ওপার পর্য্যন্ত গিয়া পঞ্জাব পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার এত দূর ইচ্ছা ছিল, যে বঙ্গ দেশ পর্য্যন্ত আইসেন, এবং আসিতে উদ্যতও হইয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্য সকল বর্ষা প্রযুক্ত পথে দুই মাস দশ দিন পর্য্যন্ত ব্যামোহ পাইয়া আসিতে স্বীকার করিল না, এই নিমিত্তে আসা হইল না।

নি। এই সেকন্দর শাহের পর আর কোন গল্প আছে কি না?

প। সেকন্দরের পর হিন্দু রাজারা ইউরপীয় লোকদের সঙ্গে কেবল বাণিজ্য বিনা আর কোন ব্যবসায় রাখিতেন না, এই জন্যে তের শত বৎসর পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীন গল্প প্রায় জানা যায় নাই।

---

২ পাঠ।

মহম্মদ সুলতানের আগমনের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে ইহার পর আর কিছু লেখে কি না?

পরমানন্দ। লেখে এই, যে ৮২৭ বৎসর হইল, অর্থাৎ ইংরাজী এক হাজার শকে, কাবোল দেশের নিকটবর্ত্তি গজনির মহম্মদ সুলতান নামে অতি প্রসিদ্ধ এক রাজা সিন্ধু নদী পার হইয়া ১২ বার আসিয়া হিন্দুস্থানের উত্তর পশ্চিম অঞ্চল জয় করিয়াছিলেন।

নি। এই মহম্মদ আসিয়া প্রথম কোন২ দেশ জয় করিয়াছিলেন?

প। সুলতান মহম্মদ প্রথমে আসিয়া আট বৎসরে কেবল মুলতান দেশ জয় করেন, কিন্তু তাহার পর অল্প কালের মধ্যে লাহোর, দিল্লী, মথুরা, কনৌজ্ এই সকল দেশ আক্রমণ করিয়া জয় করিয়াছিলেন; পরে গুজ্জরাটে সোমনাথ, নাগরকোট, ইত্যাদি স্থানে প্রধান২ যে দেব মন্দির ছিল, তাহা এবং অন্য২ স্থানের অনেক২ দেব মন্দির সমূলে উৎপাটন করিয়া ও সেই খানকার২ দেব প্রতিমা সকল নষ্ট করিয়া প্রায় হিন্দুস্থানের অর্দ্ধেক দেশ উত্তপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজমীর দেশে যাওয়া কঠিন, এই প্রযুক্ত সে দেশের রাজ পুত্তদের উপরে আক্রমণ করিতে পারেন নাই। আর যে২ দেশ জয় করিয়াছিলেন, সেই সকল দেশের রাজাদের ঠাঁই

বৎসরং কর লইয়া স্বং অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ঐ সোমনাথের মন্দির একটা প্রধান দেবালয়; তথাতে দুই রাজার পাণ্ডা ছিল, ও দুই হাজার গায়ক গায়িকা ছিল। ঐ মন্দির রক্ষা করিবার জন্যে হিন্দুরা যুদ্ধ করিয়া পঞ্চাশ হাজার লোক মারা পড়িয়াছিল, শেষে পরাস্ত হইয়া প্রতিমা রক্ষার নিমিত্তে ব্রাহ্মণেরা আট কোটি টাকা পর্য্যন্ত দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু মহম্মদ তাহা না মানিয়া করাত দিয়া প্রতিমা খণ্ডং করিয়া তাহার উদর মধ্যে আট কোটি টাকাহইতেও অধিক মূল্যের রত্ন পাইয়াছিলেন।

নি। ভাল, মহম্মদের পরে কে রাজা হইয়াছিলেন?

প। ছয় শত বৎসর হইল ইংরাজী ১২০৮ শকে আফগান বংশীয় কুটবদ্দীন নামে রাজা দিল্লীর হিন্দু রাজাদিগকে পরাস্ত করিয়া দূর করিয়া দিল্লীর রাজধানীর সিংহাসনে আপনি বসিয়া আধিপত্য করিতে লাগিলেন; তৎকালে লক্ষণ সেন নামে বঙ্গ দেশের এক রাজার রাজধানী নবদ্বীপে ছিল। ঐ কুটদ্দীন আপনার এক জন সেনাপতিকে ঐ নবদ্বীপে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন; সে হঠাৎ আসিয়া ঐ লক্ষণ সেনকে দূর করিয়া বঙ্গ দেশ অধিকার করিয়া গৌড় নগরে তাহার রাজধানী নিয়া আইল; এই রাজা লক্ষণ সেন বাঙ্গালা দেশের শেষ বাদশাহ ছিলেন; শেষে তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গিয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

নি। তবে বুঝি ক্রমেং মোগোলদের অধিকার বাড়িতে লাগিল?

প। তাহাই বটে, ক্রমেং মোগলেরা প্রতপ্ত হইতে লাগিল, তাহা বলি শুন। ঐ কুটবদ্দীনের হিন্দুস্থানে আসিবার সময় অবধি মোগলদের হিন্দুস্থানে আসিবার আরম্ভ হইল, শেষে যত্ন করিয়া দিনেং এমন প্রতাপান্বিত হইল, যে এক শত বৎসরের মধ্যে

আপন জাতীয় লোকদিগকে হিন্দুস্থানে সপরিবারে বাস করিবার আজ্ঞা দিলেক; সেই অবধি এবং ইংরাজদের অধিকার পর্য্যন্ত হিন্দুস্থানের প্রাচীন ইতিহাস সকল যুদ্ধ লুট ইত্যাদি বিষয়েতে পরিপূর্ণ আছে।

---

৩ পাঠ।

তৈমুরের হিন্দুস্থানে আগমনের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। তবে আরও যে আছে তাহা অনুগ্রহ করিয়া বল, শুনি।

পরমানন্দ। ক্রমেং সকলি বলিতেছি, শুন। ইংরাজী ১৩৯৭ শকে তৈমুরবেগ নামে এক জন তাতার দেশহইতে কতক গুলি সৈন্য সঙ্গে করিয়া সিন্ধু নদী পার হইয়া হিন্দুস্থানে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন; দ্বিতীয় বৎসরেতে দিল্লী শহর জয় করিয়া সেখানকার কতক লোককে শহরহইতে তাড়াইয়া দিয়া আর কতক লোকের প্রাণ দণ্ড করিলেন; এবং সৈন্যদিগকে আজ্ঞা দিয়া দিল্লীর পাশের দুই লক্ষ লোকের মাতা কাটাইয়া রাশীকৃত করাইলেন; এবং দুই দণ্ডের মধ্যে এক লক্ষ বন্দুয়ানের প্রাণ নষ্ট করিলেন, এই প্রকার দৌরাত্ম্য পূর্ব্বক হিন্দুস্থানের মধ্যে কিছু কাল বেড়াইতেং দেশের উপরে সম্পূর্ণ উৎপাত জন্মাইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

নি। আফ্গান বংশের বাদশাহীর পরে কে বাদশাহ হইয়াছিল?

প। তৃতীয় বাদশাহ যে মহম্মদ তিনি আফ্গান বংশের শেষ রাজা ছিলেন, তাঁহারই মৃত্যুর পরে তৈমুরবেগের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র সুল্তান বাবর নামে এক জন ইংরাজী ১৫২৫ শকে দিল্লীর সিংহাসনে বসিয়া মোগল জাতির প্রথম রাজ্যারম্ভ করাইয়াছিলেন।

নি। সুল্‌তান বাবরের পরে কে বাদশাহ্‌ হইয়াছিল?

প। তাঁহার পৌত্র আকবর নামে এক জন পঞ্চাশ বৎসরের পর দিল্লীর রাজা হইয়া যথা শাস্ত্র রাজ্য প্রতিপালন করিয়া প্রজাদিগকে বড় বশীভূত করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বড় জ্ঞানী ও বিচারপটু ছিলেন, এবং জোর করিয়া কোন লোককে স্বজাতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করান নাই। এই বাদশাহের আমলে আবুল ফজল নামে এক জন অতি জ্ঞানবান্‌ ছিল; সে আইন আকবরী নামে এক পুস্তক রচনা করিয়া তাহাতে হিন্দুস্থানের তাবৎ বৃতান্ত যথার্থ রূপে লিখিয়াছে।

নি। আকবরের সৈন্যেরা কোনং দেশ জয় করিয়াছিল?

প। ১৫৭৬ শকে আকবরের সৈন্যেরা প্রথমে বঙ্গ দেশ জয় করিয়াছিল, তাহারই চারি বৎসর পরে মোগলেরা বঙ্গ দেশের সুবা হইল; তাহার পর আকবরের মৃত্যুর পূর্ব্ব কান্ধার, কাশ্মীর, গুজরাট, সিন্ধু, বঙ্গ, উড়িয়া ইত্যাদি অনেকং দেশ জয় করিয়া এক রাজ্যের মধ্যে করিয়াছিল।

---

৪ পাঠ।

আওরংজেব্‌ নাম বাদশাহের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। তাহার পর কে বাদশাহ্‌ হইয়াছিল?

পরমানন্দ। ইংরাজী ১৬৫৮ শকে শাহ্‌ জাহনের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব্‌ নামে এক জন বাদশাহ্‌ হইয়া হিন্দুস্থানের তাবৎ দেশ এক রাজ্যের মধ্যে করিয়া স্বজাতীয় মোগলদের রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষায় বাড়াইয়াছিল।

নি। এ ব্যক্তি কেমন লোক ছিল?

প। এই আওরংজেব্ বাদশাহ্ অতি জ্ঞানবান্, কিন্তু এমনি নির্দ্দয় ও অন্যায়ী ছিল, যে আপনার পিতা শাহজাহন্ না মরিতে তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া, আর আপনার কতক গুলি ভাইকে নষ্ট করিয়া, ও অন্য কতক গুলিকে দেশহইতে দূর করিয়া, আপনি বাদশাহী লইয়াছিল।

নি। কত দিন পর্য্যন্ত ইহার বাদশাহী ছিল?

প। এ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর সাম্রাজ্য করিয়া এক শত বৎসর বয়সে ১৭০৭ শকে মরিয়াছিল। ইহারই মৃত্যু অবধি মোগলদের রাজত্ব এ পর্য্যন্ত ক্রমেতে অল্প হইতেছে।

নি। এই মোগল জাতির রাজ্যশাসন কেমন ছিল?

প। তবে বলি, ইহাদের রাজত্ব হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখনকার মত বিচার করিত না, অনেক অবিচার ছিল। আর নিজের আয়ত্ত রাজাদের ঠাঁই কর লইত, এতাবন্মাত্র।

নি। এখন জিজ্ঞাসা করি, নাদিরশাহ্ নামে যে এক ব্যক্তি হিন্দুস্থানে আসিয়াছিলেন, ঐ ব্যক্তি কে?

প। নাদিরসাহ্ পারসী দেশের রাজা ছিলেন, তিনি ইংরাজী ১৭২২ শালে হিন্দুস্থানে আসিয়া দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদ শাহকে জয় করিয়া প্রায় মোগলের রাজ্যের শেষ করিয়াছিলেন।

নি। কিন্তু প্রথমে যে তিনি হঠাৎ আসিয়াছিলেন, সে কি জন্যে?

প। তাহা শুন। দিল্লীর বাদশাহ্ মহম্মদশাহকে দূর করিয়া, আপনি বাদশাহ হইব, এই ইচ্ছাতে নিজাম উলমূল্ নামে এক জন পারশী দেশহইতে কুলিখানকে হিন্দুস্থানে আনিয়াছিল। এই কুলিখান তাহার পরামর্শে হিন্দুস্থানে আসিয়া দুই লক্ষ মুসলমান এবং হিন্দু মারিয়া ফেলিলেন, এবং মহম্মদ শাহের ঠাঁই এক শত পঁচাশী কোটি টাকা লইয়া সিন্ধুর পশ্চিম অঞ্চল

নিজ আরম্ভ করিয়া মহম্মদ শাহকে দিল্লীর সিংহাসনেতেই রাখিয়া ইংরাজী ১৭৪১ শকে স্ব দেশে চলিয়া গেলেন। আর দিল্লীতে একটা লোকের মেলা হইয়া থাকে, এই কুলীথান সেই মেলা এক বার থামাইবার চেষ্টা করিয়াছিল; সেই সময়ে এক জন পিস্তল বন্দুকে গুলী পূরিয়া তাহার উপর ছাড়িয়া দিয়াছিল, তাহাতে সে বড় উন্মাদিত হইয়া সৈন্যদিগকে ডাকিয়া দিল্লীর তাবৎ লোককে মারিয়া ফেলিতে আজ্ঞা দিয়াছিল। সৈন্যেরা আজ্ঞা পাইয়া একে বারে মারিয়া ফেলিতে লাগিল, এই প্রকারে এক লক্ষ লোকের অধিক ও মারিল, এবং তাবতের ধন সম্পত্তি সকল লুটিয়া লইল।

নি। কোন অবধি মোগলের রাজত্বের হ্রাস হইয়াছিল?

প। তবে শুন, নাদির শাহের আমল অবধি মোগলদের রাজত্বের হ্রাস হইয়া উঠিল; তাহার প্রথম সূত্র এই, যে অনেকং মোগল রাজা কাহার ও অধীন না থাকিয়া আমরা আপনারাই স্বং প্রধান হইব, এই প্রকার ভাবিয়া বাদশাহে অনায়ত্ত হইয়া উঠিল, তাহাতে রাজ্য খণ্ডং হইয়া অনেকের অধীন হইল।

৫ পাঠ।

ভারত বর্ষে ইউরপ লোকদের আগমনের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ইউরপহইতে প্রথমে কোন জাতি এ দেশে আসিয়াছিল?

পরমানন্দ। সকলের প্রথমে পোর্তুগীশেরা এ দেশে আসিয়াছিল। পশ্চাৎ ওলন্দাজেরা আসিয়া পোর্তুগীশদের তাবৎ রাজ্যই প্রায় জয় করিয়া নিল। তাহার পরে ইংরাজ ও ফরাসীস্ ও দিনামার ইহারা ও ক্রমেং আসিয়া পৌঁছিল, তাহার বিবরণ কিছু বিস্তারিত

করিয়া বলি শুন। যত দিন পৃথিবীর ও আকাশের বিবরণ লোকে না জানিত, তত দিন জল পথে গমনাগমন বড় কঠিন ছিল, আর জাহাজ সকল সমুদ্রের মধ্যে দিয়া না চালাইয়া ধারেং চালাইত, সুতরাং দূর দেশে প্রায় যাইতে পারিত না। অতএব পূর্ব্বং সময়ে ভারত বর্ষের লোকদের সঙ্গে যে ইউরপের লোকদের বাণিজ্য ছিল, সে তট বর্ত্মে চলিত। পরে পৃথিবীর আকার আর আকাশের বস্তু সকলের গতিবিধি, এবং কোম্পাশের সৃষ্টি দিনেং যত ভাল রূপে জানা যাইতে লাগিল, ততই জল পথ সহজ হইতে লাগিল। ইংরাজী ১৪১২ শাল অবধি ১৪৬৩ শাল পর্য্যন্ত পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করাতে পোর্ত্তুগীশেরা সাত শত ক্রোশ পর্য্যন্ত আফ্রিকার পশ্চিম সীমায় পৌঁছিয়াছিল; আর যাইতেং বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছিল, যে তীর ক্রমেতে পূর্ব্ব দিকেই গিয়াছে; তাহাতে বরঞ্চ আরও তাহাদের এই ভরসা বাড়িল, যে এই দিকে গেলে বুঝি নিতান্ত ভারত বর্ষের পথ পাওয়া যায়, অনন্তর কলম্বসের আমেরিকা দর্শনের পাঁচ বৎসর পরে পোর্ত্তুগীশদের রাজার আদেশে ১৪৯৭ শালের ৮ জুলাইতে গামা নামে এক জন প্রধান নাবিক টাগস্ নদীহইতে জাহাজ খুলিয়া দিয়া কিছু কালের মধ্যে গিয়া উত্তম আশা অন্তরীপের নিকটে পৌঁছিল। সেখানে গিয়া দেখে যে পর্ব্বত প্রমাণ সমুদ্রের ঢেউ উঠিতেছে, তাহাতে নাবিকেরা অভরসা পাইয়া গামার পায়ে ধরিয়া বলিল, যে এ সমুদ্র নিতান্ত অগম্য, অতএব এই স্থানহইতে ফিরিয়া চল, গামা সে কথা না মানিয়া জাহাজ চালাইবার আজ্ঞা দিল; তাহাতে নাবিকেরা মনেং ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিকূল আচরণের চেষ্টা করিতে লাগিল। গামা তাহার সন্ধান পাইয়া প্রধান নাবিকদের পায়ে বেড়ি দিয়া কয়েদ করিলেন, এবং আপনার ভাই আর আপনি হালি ধরিয়া উত্তম-

আশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করিলেন। কিছু দিন পরে মুসলমানদের একটা উপদ্বীপে পৌঁছিলেন, পরে সেখানহইতে জাহাজ ছাড়িয়া অন্য এক উপদ্বীপে উপস্থিত হইলেন, তথাতেও না তিষ্ঠিয়া এক কালে ভারত বর্ষের দিকে জাহাজের মুখ ফিরাইয়া দিয়া দক্ষিণ দেশের কালিকত নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন; কিছু কাল ব্যাজে জাহাজে চড়িয়া আরবার স্ব দেশে চলিয়া গেলেন। তাহার গমনাগমনেতে দুই বৎসর দুই মাস কাল লাগিয়াছিল। ইউরপের লোকদের উত্তমাশা অন্তরীপ, অর্থাৎ কেপ, ঘুরিয়া সমুদ্র পথে ভারত বর্ষে আসার প্রথম সূত্র এই, আর মনুষ্যকৃত যত কর্ম্ম আছে তাহার মধ্যে একটা প্রধান কর্ম্ম এই। তাহার পর পোর্ত্তুগীশেরা এবং ইউরপের অন্যং জাতিরা ঐ পথ দিয়া ভারত বর্ষে যাতায়াত করিয়া পূর্ব্ব দেশের লোকদের সঙ্গে বাণিজ্যের বড় আড়ম্বর লাগাইয়া দিল। অনন্তর মিসর দেশ দিয়া যে ভারত বর্ষের বাণিজ্যের প্রথম পথ ছিল, সে পথে লোকদের গমনাগমন একে বারে রুদ্ধ হইল। পরে পোর্ত্তুগীশেরা ভারত বর্ষের স্থানেং কএকটা কুঠি করিল, ও বাণিজ্যেতে ভারত বর্ষ জাত সামগ্রী সকলের উপস্বত্ব ভোগ করিতে লাগিল; এই রূপে তাহাদের পরাক্রম বড় বাড়িয়া উঠিল। কিন্তু পূর্ব্বে এ দেশে তাহাদের যত অধিকার ছিল, তাহার মধ্যে এখন কেবল গোয়া নামে এক খানি ক্ষুদ্র নগর মাত্র আছে।

নি। ভাল, ইংরাজ লোকেরা যে প্রথমে এ দেশে আসিয়াছিলেন সে কত দিন হইল?

প। ইংরাজী ১৬০০ শালে ইংলণ্ডের বাদশাহ বাণিজ্য কর্ম্ম করিবার জন্যে কোম্পানীকে প্রথমে এক সনন্দ দিলেন; এই যে কোম্পানী শব্দ ইহার অর্থ শুন, অনেকে একত্র হইয়া বাণিজ্যাদি

কোন কর্ম্মের নিমিত্ত নিজেরং ধন সম্পত্তি আনিয়া সর্ব্বসাধারণে অর্থাৎ জৌতায় প্রবৃত্ত হয়, সেই সমুদয় ব্যক্তিকে এক কোম্পানী বলা যায়। যখন বাদশাহ কোম্পানীকে সনন্দ দিলেন, তখন তাহাদের সকলে জড়াইয়া মোটে কেবল ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ টাকার সংস্থান ছিল; সেই টাকাতে ঐ কোম্পানী নানা বিধ সামগ্রী ক্রয় করিয়া চারি খান জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া বাণিজ্যের নিমিত্তে এই দেশে আসিয়া ব্যবসায় কর্ম্ম করিতেং দিনেং মঙ্গল দেখিতে পাইলেন। পুনর্ব্বার এ দেশহইতে যখন যান, তখন এখানহইতে যেং সামগ্রী লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে ও দেশে গিয়া যথেষ্ট লাভ হইল; তাহাতে বাণিজ্য কর্ম্মে সাহস বাড়িতে লাগিল। পরে বাণিজ্য করিবার নিমিত্তে বাদশাহের কাছে পুনর্ব্বার আর এক সনন্দ পাইলেন, ও বারং কেনা বেচার ফেরা ঘোরাতে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে এক কোটি কুড়ি লক্ষ টাকা পুঁজী হইয়াছে। প্রথমে ওলন্দাজ এবং পোর্ত্তুগীশ ও ইংরাজ এঁহাদের বাণিজ্য করিবার জন্যে সমুদ্র তীরেতে মালবর ও করমেণ্ডল নামে দুই ঠাঁই ছিল, তাহারি মধ্যে এক জন সাহেব বড় চিকিৎসক ছিলেন; তিনি সুরত নামে এক ঠাঁই সেখানে থাকিতেন। পরে ইংরাজী ১৬৩৬ শালে মোংশাহ জহান্ নামে হিন্দুস্থানের বাদশাহের কন্যার বড় একটা উৎকট পীড়া হইয়াছিল; সেপীড়া আর অন্য কেহ ভাল করিতে পারিল না, পরে ঐ সাহেব সেই সমাচার পাইয়া আগরায় গেলেন; তিনি সেখানে পৌঁছিয়া ঈশ্বরের ইচ্ছায় তাঁহাকে সুন্দর রূপে সুস্থা করিলেন, তাহাতেই বাদশাহ সন্তুষ্ট হইয়া অনেক সম্পত্তিতে তাঁহার সম্মান করিয়া সাহেবের প্রার্থনাতে আপনার অধিকারের মধ্যে নিষ্করেতে সর্ব্বত্র বাণিজ্য করিবার এক সনন্দ দিলেন। সেই সনন্দ দেখিয়া বাঙ্গালার নবাব ও সম্মত

হইলেন, অনন্তর ইংরাজী ১৬৪০ শালে কোম্পানী বহারের দুই জাহাজ ইংলণ্ডহইতে বাঙ্গালায় আসিয়া পৌঁছিল। ঐ বারের বাণিজ্য কর্ম্মেতে লাভ হইয়া কোম্পানীর আরও সাহস বাড়িয়া উঠিল, আর যখন অধিক জাহাজের আমদানী হইবে তখন সেই সকল জাহাজ বোঝাই করিবার সামগ্রী পত্র কোথায় থাকিবে, এই জন্যে হুগলি মোং একটা কুঠী বানাইলেন। কালক্রমে এখন ঐ কোম্পানী বহারে দেশাধিপতি হইয়া কি রূপে প্রজারা সুখে থাকে এই নিমিত্তে সর্ব্বদা সচেষ্ট আছেন। অতএব বোধ হয়, যে নিতান্ত এ দেশের মঙ্গলের নিমিত্তে পরমেশ্বর এঁহাদিগকে এ পদে নিযুক্ত করিয়াছেন।

নি। ওহে তুমি যে কথা কহিতেছ সে বাস্তব, ইহা মানিলাম। অতএব ইংরাজের অধিকার কি রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহার আর ও কিঞ্চিৎ বিবরণ শুনিতে বাঞ্ছা করি।

প। ভাল, তাহা বলি শুন, পূর্ব্বে এ দেশের হিন্দু রাজারা মুরশিদাবাদের নবাব সিরাজুদ্দৌলা কর্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নবাবের রাজ্য ইংরাজের হাত হয় এই মন্ত্রণা করিয়া ইংরাজের সঙ্গে মিলিয়া কহিলেন, যে তোমরা নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এ দেশ জয় কর, আমরা ইহার সৎপরামর্শ দিব, ও তোমাদের পক্ষপাত করিব। এই মন্ত্রণা পাইয়া নানা উদ্দ্যোগে ইংরাজী ১৭৫৭ শকে ইংরাজেরা নবাব সিরাজুদ্দৌলাকে যুদ্ধে জয় করিয়া বঙ্গ দেশ ও উড়িষ্যার এক ভাগ এবং বেহার এই তিন দেশের দেওয়ানি ভার শাহা আলম বাদশাহইতে পাইলেন।

আর ১৭৭৫ শালে অযোধ্যার নবাব আসফদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি করিয়া কাশী জেলায় অধিকার পাইয়াছিলেন; ও ১৭৯২ এবং ১৭৯৯ শালে টিপুশাহকে দুই বার জয় করিয়া কর্ণাটের অনেক

রাজ্য অধিকার করিয়াছেন; ও ১৮০১ শালে এবং ১৮০৪ শালে ঐ অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ও মারহাট্টার সঙ্গে সন্ধি করিয়া এলাহাবাদ, ও আগারা, এবং রোহেলখণ্ড, এই তিন সুবা আমল করিয়াছিলেন; ও ১৮০২ এবং ১৮০৫ শালে গৈকাউর রাজার ও আনন্দরাওর সঙ্গে সন্ধি করিয়া সৌরাষ্ট্র, বারুচ, ইত্যাদি দেশ আমল করিয়াছিলেন।

নি। যে২ দেশ ইংরাজদের অধিকার হইয়াছে, তাহার মধ্যে কোন্২ ঠাঁই কোন্২ রাজধানীর অধীন, তাহা বুঝাইয়া বল?

প। তবে শুন, সুবে বাঙ্গালা, ও সুবে উড়িষ্যার এক ভাগ, ও সুবে বেহার, ও সুবে বাণারস, ও সুবে এলাহাবাদহইতে রাজপুখানা পর্য্যন্ত, কলিকাতার রাজধানীর অধীন। আর পশ্চিমে গুজ্জরাট দেশের খানিক, ও পুনা, ও কঙ্ক দেশ, এই সকল ঠাঁই বোম্বায়ের রাজধানীর অধীন। আর মান্দরাজের রাজধানীর অন্তর্গত দক্ষিণে কর্ণাট, তৈলঙ্গ, মানেয়ালমা ইত্যাদি স্থান।

---

৬ পাঠ।

হিন্দুস্থানের উত্তরে ও পূর্ব্বে যে২ দেশ আছে তাহার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে কোন্২ দেশ আছে?

পরমানন্দ। হিন্দুস্থানের উত্তরাংশে তিব্বত্, তাতার, চীন, জাপান, শ্যাম, ব্রহ্ম্মা, ইত্যাদি দেশ আছে।

নি। ইহার মধ্যে তিব্বত্ দেশ কেমন?

প। সে দেশ বাঙ্গালার নিজ উত্তরে, আর সেখানকার লোকেরা মহালামা নামে এক দেবতাকে পূজা করে। তাহাদের রীতি এই;

যখন যে ব্যক্তিকে মহালামা বলিয়া পূজা করে সে যদি মরে, তবে অধিকারিরা একত্র হইয়া অতি সুন্দর আকৃতি প্রকৃতি এমন কোন একটি ক্ষুদ্র বালককে দেখিয়া কহে, যে মহালামার আত্মা এই বালকেতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এই কথা বলিয়া, সেই বালককে মহালামার পদে বসাইয়া, তাহাকেই পূজা করে, তাহাদের মধ্যে এই রীতি চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের রাজধানী লাসা নামে এক নগর, সে চীনদের অধীন।

নি। ভাল, তবে তাতার দেশ কেমন আর কোন দিকে?

প। ওহে, সে অতি প্রকাণ্ড দেশ, এবং তিব্বতের নিজ উত্তরে। তাহার মধ্যে তিন ভাগ আছে, প্রথমতঃ স্বাধীন তাতার, অর্থাৎ সেখানকার লোকেরা আপনাদের বাদশাহের অধীন আছে। দ্বিতীয়তঃ চীনের তাতার, অর্থাৎ এই ভাগ চীন লোকের অধীন; ইহার উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চল চীন দেশের সহিত সংলগ্ন আছে। তৃতীয়তঃ রুষিয়া তাতার, অর্থাৎ সিবেরিয়া নামে প্রসিদ্ধ; এই ভাগ তিন ভাগের মধ্যে বড়, ইহার পশ্চিম অঞ্চলের সঙ্গে ইউরপের মিলন আছে; তাহার উত্তরে হিম সাগর আছে, সেখানে এমন শীত, যে ঐ সমুদ্রের মধ্যে কখনও জাহাজ চালান হয় নাই। তাতারে মানচ্যু ও কাল্‌মক্‌ ও মগল, এই তিন প্রকার জাতি আছে। সিবেরিয়ার উত্তরে ও পূর্ব্বেতে কতক জাতি আছে, তাহারা তাতারের অন্যং জাতিহইতে বিভিন্ন, ও তাহাদের মধ্যে অনেকে মুসলমানের মতে চলে। তাহাদের একটা প্রধান ভাষা আছে, তদনুযায়ী আর অনেক পৃথক্‌ং ভাষাও আছে। তাতার লোকদের প্রায় বসতির স্থিরতা নাই, কারণ এক ঠাঁইতে তাহাদের পশুর আহারের ঘাস ফুরাইলে তাম্বু সমেত স্ত্রী পুত্র ও গো মেষাদি লইয়া স্থানান্তরে গিয়া বাস করে; এই প্রকারে বৎসরের মধ্যে প্রায়

পোনের যোল বার লড়া চড়া করিয়া বেড়ায়। তাতার দেশে পশু জাতির মধ্যে ঘোড়াই প্রধান।

নি। ভাল, এখন চীন দেশের কথা কিছু বল, শুনি।

প। তবে মনোযোগ কর। এই চীন দেশ হিন্দুস্থানের উত্তর পূর্ব্ব অঞ্চলে; সে দীর্ঘেতে বারো শত ক্রোশ, প্রস্থে আট শত ক্রোশ; ইহার পূর্ব্ব ভাগে এবং দক্ষিণ ভাগে সমুদ্র, এবং উত্তর ভাগে চারি শত ক্রোশ পর্য্যন্ত লম্বা একটা প্রসিদ্ধ প্রাচীর, এবং শামো নামে বন আছে; ইহার পশ্চিম ভাগে তিব্বত দেশ। অনুমান হয়, যে সকলহইতে চীন দেশে লোক অধিক, আর তথাতে আঠার কোটি লোক আছে। চীন রাজ্য অতি পূর্ব্ব কালের, প্রায় চারি হাজার বৎসর পর্য্যন্ত সম ভাবে আছে। চীনেরা পিতৃলোকের পূজা করে, আর অনেকে বৌদ্ধমতে চলে। ঐ দেশের ভাষা বড় আশ্চর্য্য, এবং লেখা পড়ার জন্যে স্বর ও ব্যঞ্জন এমন বর্ণবিশেষ কিছু নাই; কিন্তু পূর্ব্ব অবধি তাহাদের এই প্রকার ব্যবহার আছে, যে সূর্য্য, চন্দ্র, জল, অগ্নি, কাষ্ঠ, প্রভৃতি বস্তুর নাম লিখিতে হইলে সেই২ বস্তুর আকার লেখে; এবং তদ্ভিন্ন ২১৪ দুই শত চৌদ্দ সঙ্কেত বিশেষ আছে, তাহাহইতে লিখিবার নানা সৃষ্টি করা যায়। চীন দেশে বিস্তর রেশম ও কাপড় জন্মে, কিন্তু সে দেশের বাণিজ্যের প্রধান দ্রব্য চা, সে ইউরপের সকল দেশেই প্রায় ব্যাপে, কিন্তু চীন দেশ ভিন্ন আর কোন দেশেতে জন্মে না। তথাকার লোকের চক্ষু কিছু ছোট, তাহাতেই সর্ব্ব জাতিহইতে তাহাদের ভেদজ্ঞান জন্মে। আর নাসিকার মধ্যখান অবধি কিছু চাপা ও তাহারা লম্বা২ একটা বেণী ধারণ করে, আর তাহাদের এমনি অভ্যাস যে চা ব্যতিরেকে জল পান করে না। সেখানে বিদ্যার চর্চা অধিক; ও সে দেশের কোন জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে কুলীন এমন বংশ নাই।

কিন্তু বিদ্যাদ্বারা কৌলিন্য মর্য্যাদা পায়; আর তথাতে যথেষ্ট ছাপাখানা ও অসংখ্য পুস্তক আছে।

নি। ভাল, এই ক্ষণে ব্রুহ্ম দেশের বিষয় কিছু বল।

প। ঐ ব্রুহ্ম দেশ বাঙ্গলার পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে; সে দীর্ঘে হাজার ক্রোশ পরিমাণ, প্রস্থে প্রায় ছয় শত ক্রোশ। সেখানে কত লোক আছে নিশ্চয় বলা যায় না, অনুমান হয় যে দেড় কোটি লোক হইবে। তথাতে অনেক খণ্ড আছে, সে সকল খণ্ডের মধ্যে প্রধান খণ্ড বণ্ড, যাহাকে লোকে পেগু বলে। পূর্ব্বে তথাকার রাজা সেই তাবৎ খণ্ডের অধিপতি ছিলেন। পরে সন ১১৬০ শালে ব্রুহ্ম দেশের বাদশাহের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে এক ব্যক্তি সকল অধিকারের উপরে অনেক দৌরাত্ম্য করিয়া সকল খণ্ড অধিকার করিয়া সকলের নাম রাখিয়াছিল ব্রুহ্ম দেশ। অল্প বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বৃদ্ধপ্রপৌত্র তাঁহারি সিংহাসনে বসিয়া প্রায় চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেখানকার লোকেরা বুদ্ধদেবের গৌদামা নামে এক অবতারের পূজা করে, ফলতঃ ইহারা বৌদ্ধ মতাবলম্বী। আর অন্যং দেশের বৌদ্ধ মতাবলম্বি পুরোহিতেরা ঐ দেশে গিয়া মত শিক্ষা করে। ঐ দেশের অক্ষর সকল দেবনাগরহইতে সংকলন করা, কিন্তু অক্ষরের আকার সকল সিংহলী অক্ষরের মত, এবং ঐ দেশের ভাষা চীনের ভাষার ন্যায়। সেখানহইতে অনেক সেগুণ কাষ্ঠ এ দেশে বিক্রেয়ের জন্যে আইসে। এই ব্রুহ্ম দেশের রাজধানী নগরের নাম অমরপুর, ঐ অমরপুর চট্টগ্রামের নিশ্চয় পূর্ব্ব ভাগে; তাহারি নিকট দিয়া ঐরাবতী নামে এক নদী রঙ্গুন নগরের নিকটে গিয়া সমুদ্রে মিলিয়াছে। সে নদী সমান্যা নয়, প্রায় গঙ্গার মত বড়। ঐ দেশের নামধারী ও রাজার ব্যবহারদ্বারা জানা যায়, যে পূর্ব্বে সেখানকার লোকেরা হিন্দুশাস্ত্রমতে চলিত, তাহার পরে বৌদ্ধ মতাবলম্বী হইয়াছে।

৭ পাঠ।

হিন্দুস্থানের পশ্চিম দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। হিন্দুস্থানের উত্তরে যেং দেশ আছে তাহা শুনিলাম; এখন জিজ্ঞাসা করি, যে তাহার পশ্চিমে কোনং দেশ আছে?

পরমানন্দ। তাহার পশ্চিমে বলোচনস্থান, কাবোল, পারশীক, আরব, তুরুক, ইত্যাদি দেশ আছে।

নি। ভাল, তবে একেং বল শুনি; সংপ্রতি বলোচনস্থান কেমন?

প। তবে বলি শুন; এই বলোচনস্থানের পূর্ব্ব সীমা সিন্ধু নদী, ও দক্ষিণ সীমা ভারত সমুদ্র, ও পশ্চিম সীমা পারশীক দেশের পূর্ব্ব, আর উত্তর সীমা কাবোল। ঐ দেশ দক্ষিণ উত্তরে লম্বা চারি শত ক্রোশ, ও পূর্ব্ব পশ্চিমে চৌড়া সাড়ে তিন শত ক্রোশ। এই দেশের মধ্যে কতক গুলা মরু ভূমি আছে, সে ভূমিতে শস্যাদি জন্মে না, যে হেতুক সে ভূমির নীচে মাটী নাই, কেবল বালি; আর কতক ভূমি পাতরেতে পরিপূর্ণ, কিন্তু কোনং ভূমি এমন উর্ব্বরা তাহা আর বলিবার নয়। আর ঐ দেশে কোন প্রসিদ্ধ নদী নাই। তথা দুই প্রকার লোক আছে, তাহাদের ভাষা ও ব্যবহার পরস্পর ভিন্নং। ঐ বলোচনের লোকদের বিক্রম বড়, তাহাদের মধ্যে কতক গুলি সরদারং লোক আছে, যে অনেক লোক তাহাদের বাধ্য; ও তাহাদের কর্ম্ম এই, যে সর্ব্বদা লুট দৌরাত্ম্য ইত্যাদি করিয়া কাল ক্ষেপ করে। আর এক প্রকার লোক আছে, তাহাদের খ্যাতি ব্রাহুহি, ইহারা প্রায় পর্ব্বতে থাকে, এবং গোমেষাদি পালন করিয়া দিনপাত করে; ইহারা মুসলমান জাতি।

নি। তবে কাবোল দেশ কেমন তাহা বল?

প। তবে শুন, ঐ কাবোলের রাজধানীর নাম পেশৌর, এ দেশ বলোচনস্থানের উত্তর। উহার পূর্ব্ব সীমা সিন্ধু নদী, দক্ষিণ সীমা বলোচনস্থান, উত্তর সীমা হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী, পশ্চিম সীমা কাণ্ডাহার দেশ। ঐ দেশের মাটী বড় উত্তম; তথাতে নানা বিধ উত্তমং বাগীচা আছে, সেই সকল বাগানে নানা বিধ ইউরপীয় ও হিন্দুস্থানীয় ফল ফলে। ইহার দক্ষিণে হিরাট নগর বলিয়া এক ঠাঁই আছে, ঐ হিরাট নগরের অঞ্চলে কেবল বালুকাময় ভূমি, সেই জন্যে সেখানে শস্যাদি কিছু জন্মে না।

নি। এই ক্ষণে পারশীক দেশের কথা কিছু বলিতে আজ্ঞা হউক।

প। এই পারশীক দেশ কেবল একটী দেশ নয়, অর্থাৎ দুই দেশ একত্র হইয়া এক দেশ হইয়াছে, তাহার মধ্যে প্রধান দেশ পারশী এই জন্যে সে রাজ্যেরও নাম পারশী হইয়াছে। এ দেশ দীর্ঘে এক হাজার পঞ্চাশ ক্রোশ, প্রস্থে আট শত আশী ক্রোশ। এ দেশ পূর্ব্বদিকে হিন্দুস্থানের সঙ্গে মিলিত, কাণ্ডাহার নামে খ্যাত, তাহার প্রধান নগরের নাম স্পাহান, এবং ঐ খানে সিরাজ নামে, আরো এক বড় নগর আছে। ঐখানকার অক্ষর ও ভাষা বাঙ্গালাতে সুন্দর রূপে চলিত আছে। ঐ দেশের লোক মহম্মদের মতে চলে, এবং আলী ও ফতেমা, আর উহাদের দুই পুত্র হাসেন, হোসেনকে মানে; ইহাদের পর মহম্মদের পদেতে আর যে তৃতীয় ব্যক্তি অভিষিক্ত হইয়াছিল ইহা মানে না। এই পারশী দেশের রাজ্য অতি প্রাচীন, বহু দিনের সংস্থাপিত; ইহার চারি হাজার বৎসরের বিবরণ অবধি পাওয়া যায়। হিজরী সনের ২০ শালে সে দেশের লোক সকল মুসলমান হয়। সংপ্রতি পঞ্চাশ বৎসর হইল ঐ দুই দেশ পৃথক্ হইয়াছে, এই ক্ষণে কাণ্ডাহারের পঞ্চম রাজা সিংহাসনে বসিয়া রাজ্য করিতেছেন। গত সাত আট শত বৎসর হইল কাণ্ডা-

হার দেশেতে গজনি নামে একটা মহা রাজ্য সংস্থাপন হইয়াছিল, ঐখানহইতে শাহবুদ্দীন নামে এক জন মুসলমান আসিয়া ক্রমেং ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিল।

নি। ভাল, আরব দেশ পারশী দেশের কোন দিকে?

প। সে দেশ পারশী দেশের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে, তাহারি পূর্ব্ব ভাগে পারশীয় মহাখাল, এবং ফরাত নদী; তাহার পশ্চিম ও দক্ষিণ এই দুই দিকে সূফ নামে মহাখাল, অর্থাৎ আরব সমুদ্র। এই আরব দেশ দীর্ঘেতে বারশত ক্রোশ পরিমাণ, প্রস্থে এক হাজার ক্রোশ পরিমাণ। এই দেশ তিন খণ্ড, তাহার মধ্যে এক খণ্ডের যে রাজ্য সে অতি পূর্ব্বকালের। সেখানকার লোক সকল আবরহামের পুত্র যে য়িশমাএল, তাহারি বংশ, যে য়িশমাএল বিষয়ে পূর্ব্বে এই কথা লেখা গিয়াছিল, যে য়িশমাএলের হাত সকল লোকের বিপরীতে হইবে,এবং সকল লোকের হাত তাহার বিপরীতে হইবে, এই কথানুসারে আরবের লোক সকল অদ্যাপি কখন কোন লোকের অধীন হয় নাই, কিন্তু পৃথক্ং হইয়াছে। আর তাহাদের এই এক স্বভাব আছে, যে সে দেশ দিয়া যদি অন্য দেশের লোক গমনাগমন করে, তবে তাহাদিগকে ধরিয়া কাপড় ইত্যাদি যাহাং থাকে সে সকল কাড়িয়া লয়; ইহাতেই সে দেশের নাম সর্ব্বত্র খ্যাত আছে। ঐ আরবের প্রধান নগর মহম্মদের জন্মস্থান মক্কা, এবং তাহারি কবরস্থান মদীনা, আর সানা, ও জদা, ও মস্কাট, এই দেশের লোকেরা মহম্মদের মতে চলে।

নি। এখন তুরুক দেশের বিবরণ কিছু বলিলে ভাল হয়।

প। তবে বলি শুন; সে দেশ আসিয়া দেশের মধ্যে, কিন্তু অত্যন্ত পশ্চিম। সে দেশের অন্তঃপাতী অনেক দেশ আছে; তথাপি সে সকল দেশেরই নাম তুরুক এই একটা প্রসিদ্ধি আছে। তাহার

পূর্ব্ব সীমা পারশী দেশ উত্তরে ককশস্ পর্ব্বত, যে পর্ব্বত রুষিয়ার সীমা, এবং এই দেশের সীমাকে বিভিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অনুমান হয়, যে ঐ ককশস্ পর্ব্বত হিমালয় শ্রেণীর পশ্চিম সীমা। ঐ তুরুক দেশ পশ্চিমেতে ভূমধ্যস্থ সমুদ্রদ্বারা ইউরপের সঙ্গে পৃথক্ আছে। ঐ তুরুকের পূর্ব্ব সীমাতে তিগ্রিস ও করাত নদী।

নি। পূর্ব্ব কালে এই তুরুক দেশে কোনং কর্ম্ম হইয়াছিল?

প। এ দেশের পূর্ব্বকার অনেক বড়ং কর্ম্ম আছে। এই ৫৮২৭ পাঁচ হাজার আট শত সাতাইশ বৎশর হইল প্রথমে সেই দেশে মাটার ধূলি লইয়া পরমেশ্বর মানুষের সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ নূহ, ও তাহার স্ত্রী, এবং বধূর সহিত তাহার তিন পুত্র ইহারা পরমেশ্বরের আজ্ঞানুসারে আপনার গোষ্ঠী বাঁচাইবার জন্যে এক জাহাজে চড়িয়া জলপ্লাবনের কালে রক্ষা পাইয়াছিল। তৃতীয়তঃ ৪২০০ বৎসর হইল যখন পরমেশ্বর পাপদমন করিবার জন্যে লোকদের ভাষা ভিন্নং করিয়াছিলেন, তখন সে দেশে তাবৎ লোকের পরিবার সকল ছত্র ভঙ্গ হইয়া নানা দেশ দেশান্তরী হইয়াছিল। চতুর্থ ৩৭০০ বসৎর হইল যখন লোক সকল দেবতার পূজা করিতে আরম্ভ করিল, তখন বৃদ্ধ আবরাহাম নামে এক মনুষ্যকে জন্মস্থান ছাড়িয়া ঐ দেশের এক প্রদেশে অর্থাৎ কনআন দেশে যাইতে আজ্ঞা করিলেন; আর কহিয়া দিলেন, যে সেখানে গিয়া আমার আরাধনা কর; আরো কহিলেন, যে তোমার বংশের সন্তান সন্ততি সকলে আমা-হইতে বর পাইবে, এই প্রতিজ্ঞা করিলাম। ঐ আবরাহাম মরিলে পর তাঁহার বংশ পরম্পরা, অর্থাৎ য়িহুদীয় লোক সকল, নানা যন্ত্রণা ভোগ করিতেং মিসর দেশে বাস করিতে লাগিল। দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে যন্ত্রণা ভোগ করিলে পর মোসহকে পাঠাইয়া

দিয়া ঈশ্বর তাহাদিগকে সেখানহইতে বাহির করিলেন, এবং পুনরায় ঐ কনআন দেশেতে আনিয়া সংস্থাপিত করিলেন; এবং এবরীয় ভাষাতে আপনার ব্যবস্থা তাহাদিগকে জানাইয়া আচার্য্যদের দ্বারা ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ স্থানেতে নয় শত বৎসর থাকিলে পরে বাবেলের রাজার হাতে যুদ্ধেতে পরাজিত হইয়া তাহারা তাঁহার দেশেতে গিয়া পড়িল, অর্থাৎ তিনি তাহাদিগকে কএদ করিয়া আপনার দেশে লইয়া গিয়াছিলেন। তাহার সত্তরি বৎসর পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে পুনর্ব্বার কনআন দেশে আনিলেন, ও খ্রীষ্টের জন্ম পর্য্যন্ত সেই স্থানে রাখিলেন। পঞ্চম ১৮২৭ বৎসর হইল, ঐ দেশের অন্তঃপাতি বীতলেখেম নগরে সিন্ধুহইতে ১৭৬০ ক্রোশ অন্তরে খ্রীষ্ট জন্ম লইয়াছিলেন, এবং তেত্রিশ বৎসর বয়ঃ পর্য্যন্ত সেই খানে বাস করিয়াছিলেন; কিন্তু য়িহুদীয় লোক তাঁহাকে মারিয়া ফেলিল। ইহার পর রোমানেরা আসিয়া য়িহুদীয়ের প্রধান নগর য়িরোশলম নষ্ট করিয়া গেল, তাহাতেই সকলে ছত্র ভঙ্গ হইয়া নানা স্থানে পড়িল; কিন্তু সেই সময়াবধি আজি পর্য্যন্ত তাহারা সর্ব্ব দেশেতেই একটা পৃথক্ জাতি হইয়া আছে, তাহাদের মধ্যে কতক লোক কলিকাতায় আছে। তুরুকী দেশের অত্যন্ত উত্তরাংশে আরমানি দেশ। পূর্ব্বেতে এ দেশের লোকের বড় পরাক্রম ছিল। তাহাদের ভাষা ও অক্ষর অন্যহইতে স্বতন্ত্র, তথাকার অনেক লোক বাঙ্গালায় আছে।

৮ পাঠ।

আসিয়ার উপদ্বীপের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এইক্ষণে আর এক কথা জিজ্ঞাসা করি, এই আসিয়াতে কত উপদ্বীপ আছে?

পরমানন্দ। উপদ্বীপ অনেক আছে, তাহার মধ্যে দুই তিন্ টার কথা বলি। প্রথমতঃ সুমাত্র উপদ্বীপ, এ উপদ্বীপ লম্বায় আট শত ত্রিশ ক্রোশ, চৌড়ায় এক শত পঁচাত্তর ক্রোশ। সে দেশের লোক এক প্রকার নয়, দুই তিন প্রকার আছে; কতক মালাই, তাহারা মুসলমানের মতে চলে, কিন্তু আসল সেই দেশের লোকেরা পূজা অর্চ্চা প্রায় কিছুই করে না। ঐখানেতে বিস্তর গোল মরিচ জন্মে। আর সেখানহইতে খাটং অতি সুন্দরং ঘোড়া সকল এ দেশে আইসে। ঐ সুমাত্র উপদ্বীপের অন্তঃপাতি বাঙ্কা উপ- দ্বীপহইতে রাঙ্গ আইসে, ঐখানেতে রাঙ্গের খানি আছে। ঐ সুমাত্রের মধ্যে আচীন নামে এক রাজ্য আছে, সে রাজ্যের লোক পূর্ব্বে বড় পরাক্রমী ছিল। ঐ স্থানে অনেক কাল পর্য্যন্ত ইংরাজের অধিকার,ও বাটী ঘর দ্বার ছিল, কিন্তু এখন তাহারা তাহা সন্ধিদ্বারা ওলন্দাজ লোককে দিয়াছে।

নি। ভাল, ইহা বিনা আর কোনং উপদ্বীপ আছে?

প। তবে বলি শুন, ঐ সুমাত্র উপদ্বীপের পূর্ব্ব অঞ্চলে যাবা নামে এক উপদ্বীপ আছে, সে উপদ্বীপ হলাণ্ডীয়দের অধিকার; সে দীর্ঘে পাঁচ শত যাটি ক্রোশ, আর প্রস্থে অষ্টাশী ক্রোশ। তাহার রাজধানী নগর বাটেবিয়া, সে একটা প্রধান বাণিজ্যের স্থান। আসল সে দেশীয় লোকদিগকে যাবানীয় বলে, এবং ঐ স্থানে মালাই লোকেরও বাস আছে; তাহারা মুসলমানদের মতে চলে। আর সেখানে চীন দেশের অনেক লোক আছে, তাহারা আপনা- দের দেশের ভাষা কহে, এবং আপন দেশের মতে দেবতা পূজা করে। যাবানীয়েরা পূর্ব্বে হিন্দু মতে চলিত, তথাতে এখনও হিন্দু- দের স্থাপিত প্রাচীন মন্দির ও দেব প্রতিমা আছে। এই যাবার নিকটে তিমোর নামে এক উপদ্বীপ আছে, সে দীর্ঘে এক শত পঁচা-

ন্তর ক্রোশ, প্রস্থে বাওয়ান্ন ক্রোশ। যাবার তিন শত ক্রোশ উত্তরে বর্ণিও উপদ্বীপ। ন্যূহলাণ্ড প্রকাশ হওনের পূর্ব্বে জ্ঞান ছিল, যে পৃথিবীর মধ্যে সকল উপদ্বীপহইতে এই বর্ণিও উপদ্বীপ বড়। এ দীর্ঘে আট শত ক্রোশ, এবং প্রস্থে পাঁচ শত ত্রিশ ক্রোশ। এখানকার লোক প্রায় কৃষ্ণ বর্ণ, ইহারা মহম্মদের মতাবলম্বী। এই উপদ্বীপে ইউরপের লোকের বসতি নাই, এবং বাণিজ্য অল্প; কিন্তু ইউরপীয় লোকেরা ঐখানে বসতি করিবার চেষ্টায় আছে। ঐ উপদ্বীপে চীন লোক অনেক আছে।

নি। ভাল, তবে আর কোন উপদ্বীপ আছে কি না?

প। হাঁ, আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুস্থানের দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ অর্থাৎ লঙ্কা, সে ইংরাজের অধিকার; সে দীর্ঘে ২৫০ ক্রোশ, প্রস্থে ১৪০ ক্রোশ। তাহার প্রধান নগর কলম্বো, সেখানকার লোকেরা প্রায় বৌদ্ধ মতে চলে। কিন্তু আসিয়ার অন্তঃপাতী এক প্রধান দ্বীপ আছে, যাহাকে ইংরাজী ভাষায় ন্যূহলাণ্ড বলে; সে ২৪০০ ক্রোশ দীর্ঘে, ১৭০০ ক্রোশ প্রস্থে, সে এত বড় প্রকাণ্ড স্থান, তথাচ ইংরাজী ১৬১৬ শাল পর্য্যন্ত অন্য দেশীয়েরা তাহা জানিতে পারে নাই। পূর্ব্বে পোর্ত্তুগীশেরা প্রধান নাবিক ছিল, তাহারাই প্রথমে ঐ দেশ জানিয়াছিল। পরে ১৭৭০ শালে কাপ্তেন কুক্ সাহেব ঐ দ্বীপকে বেষ্টন করিয়া প্রায় তাহার চারিদিকের নক্সা করিয়া আনিলেন। এবং তিনি আরো অনেকং উপদ্বীপের বৃত্তান্ত জানাইয়াছিলেন, তাহারি মধ্যে একটা উপদ্বীপের নাম ওয়েহী; সেই উপদ্বীপের লোকেরা অকারণে তাঁহার প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। ন্যূহলাণ্ডের লোকেরা অসভ্য বড়, কৃষি কর্ম্ম কি প্রকারে করিতে হয় তাহাও জানে না। কিন্তু সে দেশ স্থানে উত্তম, সেখানকার কোন লোকের পীড়া নাই। এইক্ষণে ইংলণ্ডীয়েরা সেখানে কতক সহর বসাইয়াছেন, সে সহর দিনেং ভাল হইতেছে।

৫ ভাগ।

ইউরপ ও আফ্রিকা ও আমেরিকা পৃথিবীর এই তিন ভাগের বৃত্তান্ত।

প্রথম পাঠ।

ইউরপের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ও হে ভাই, পৃথিবীর চারি খণ্ডের মধ্যে এক খণ্ড আসিয়ার বিবরণ শুনিলাম, এইক্ষণে আর এক খণ্ড যে ইউরপ, তাহার বিবরণ অনুগ্রহ করিয়া কিছু বল, শুনি।

পরমানন্দ। ভাল, তবে বলি, শুন। ইউরপ আসিয়ার উত্তর পশ্চিম দিকে, কিন্তু এই দুয়ের মধ্যে কোন সমুদ্র ব্যবধান নাই; ফলতঃ আসিয়ার পশ্চিম সীমার সঙ্গে ইউরপের পূর্ব্ব সীমার মিলন আছে। আর উত্তর সীমা হিম সাগর, পশ্চিম সীমা আট্লাণ্টিক সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্যস্থ সাগর; এই সমুদ্র মধ্যখানে ব্যবধান থাকাতে আফ্রিকা খণ্ডের সঙ্গে ভিন্ন হইয়া আছে। এই ইউরপ দুই হাজার নয় শত ক্রোশ দীর্ঘ, আর দুই হাজার আট-ষাট্টি ক্রোশ প্রস্থ। অনুমান হয় যে তথাতে পোনের কোটি লোক আছে। আসিয়াতে লোক বসতির পরে, অনেক দিন গতে ইউরপে বসতি হইয়াছিল। আসিয়ার পরিমাণ অপেক্ষায় ইউরপের পরি-মাণ তিন ভাগ ন্যূন, এবং লোকও তিন ভাগের এক ভাগ আছে; কিন্তু তথাকার লোকের পরাক্রম ও জ্ঞান বড়।

নিত। ইউরপের মধ্যে কত রাজ্য আছে?

প। ইউরপেতে চতুর্দ্দশ রাজ্য আছে, ক্রমেতে প্রত্যেকের নাম বলি, শুন। ১ ইংলণ্ড, ২ রুসিয়া, ৩ ফ্রাঁসীস্, ৪ হলাণ্ড, ৫ অষ্ট্রিয়া,

৬ প্রুষিয়া, ৭ স্পেন, ৮ তুরকী, ৯ স্বীদন, ১০ দেন্মার্ক, ১১ পোর্তুগাল, ১২ স্বিত্জেৰ্লণ্ড, ১৩ জর্ম্মণের ক্ষুদ্রং দেশ, ১৪ ইটালী।

২ পাঠ।

ইংলণ্ড দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে এইক্ষণে ইংলণ্ডের বিবরণ কিছু বল, শুনি।

পরমানন্দ। ইংলণ্ড একটা উপদ্বীপ, তাহার চারি দিকে সমুদ্র, সেই জন্যে আরং স্থানের সঙ্গে পৃথক্ আছে। সে দীর্ঘে প্রায় পাঁচ শত ক্রোশ, এবং প্রস্থেতে ৩০০ ক্রোশও হইতে পারে। এই উপদ্বীপের দুই ভাগ আছে, প্রথম ইংলণ্ড, দ্বিতীয় স্কটলণ্ড; পূর্ব্বে এই দুই ভাগে ভিন্নং দুইটা রাজ্য ছিল। ১৭০৭ শালে ঐ দুই দেশ এক রাজ্য হইয়া গিয়াছে। এই দুই স্থানের ভাষা এক প্রকার, অনুমান করি যে দুই স্থানেতে লোক ন্যূনাধিক এক কোটি তের লক্ষ আছে। এবং ইংলণ্ডের পশ্চিমাংশে ঐর্লণ্ড নামে আর একটা উপদ্বীপ আছে, সে উপদ্বীপ দীর্ঘেতে দুই শত যাইট ক্রোশ, প্রস্থে এক শত ত্রিশ ক্রোশ। সেখানে পঞ্চাশ লক্ষ লোক আছে। তথাকার ভাষা স্বতন্ত্র, কিন্তু ইংরাজী ভাষারও চলন আছে। এই তিন দেশ, অর্থাৎ ইংলণ্ড, এবং স্কটলণ্ড, ও ঐর্লণ্ড, এখন এক রাজ্য হইয়াছে। তাহার নাম গ্রেট বৃটিন বলে।

নি। ভাল, ইংলণ্ডের প্রাচীন গল্প কিছু জান? শুনিতে বাঞ্ছা করি।

প। হাঁ, জানিব না কেন? তবে শুন। অতি পূর্ব্বে যখন রূমী লোকেরা ইংলণ্ড উপদ্বীপে আসিত, তখন দেখিতে পাইত, যে ঐ দেশের লোক সকল প্রায় উলঙ্গ, ও নানা অঙ্গেতে চিত্রকরা পুত্তলিকার মত, তজ্জন্যে তাহাদের নাম পিক্ট, অর্থাৎ চিত্রকরা, রাখিয়াছিল; আর

দেশের নাম রাখিয়াছিল বৃটিন। পরে ইংরাজী শক আরম্ভ হই-বার ৫২ বৎসর পূর্ব্বে কাইসর নামে রুমী লোকদের রাজা আসিয়া ঐ দেশকে করতল স্থিত করিয়া সাড়ে চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত সেখানে রাজ্য ভোগ করিয়াছিলেন। পুনর্ব্বার ১০৬৬ শালে ফ্রাঁসীস্ দেশের উলিয়াম নামে এক সেনাপতি আসিয়া, দেশ অধিকার করিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। সেই উলিয়ামের সন্তানেরা এখনও সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের বংশ পরম্পরাতে সাড়ে সাত শত বৎসর রাজ্য ভোগ হইল। বোধ হয় যে রুমীদের আসিবার পূর্ব্বে ঐ উপদ্বীপের লোকদিগকে পৃথিবীর অন্য দেশের লোকেরা প্রায় জানিতও না; কিন্তু তথাচ উহারা লোক বড় অল্প ছিল না, যথেষ্ট ছিল। তাহাদের বাস এবং নীতি কি প্রকার ছিল, তাহা জান? তাহারা লতাপাতা দিয়া কুঁড়ে বাঁধিয়া তাহারি মধ্যে বাস করিত; আর বনের হরিণ ইত্যাদি পশু সিকার করিয়া তাহারি মাংস খাইয়া এবং দুগ্ধ পান করিয়া কাল কাটাইত! পুরোহিতেরা যেমন বিধান দিত, তদনুসারে দেবতাদের আরাধনা করিত; ঐ পুরোহিতদের নাম ড্রুইড। আর২ লোকদের উপরে তাহাদের বড় পরাক্রম ছিল। আর মাল এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী ইত্যাদি বিচার ও তাহারাই করিত। যে কোন বিষয় কেন হওক না, তাহারা যে নিষ্পত্তি করিয়া দিত, সকলে তাহাই মানিত; যদি না মানিত, তবে তৎক্ষণাৎ তাহার তথেষ্ট দণ্ড করিত। আর আপনাদের যে মত তাহাও আপন জাতি ছাড়া অন্যকে না বলিয়া অতি সংগোপনে রাখিত; এবং কখন২ সামান্য বনেতে, কখন বা কোন পর্ব্বতের গুহাতে গিয়া, বাস করিত; ও বনের ফল মূল খাইয়া কাল কাটাইত। আর তাহাদের এই এক নিয়ম ছিল, যে যুদ্ধেতে যে সকল লোক বদ্ধ হইত, ছুরি দিয়া

তাহাদের বক্ষঃস্থল চিরিত; তাহাতে যে রক্তধারা পড়িত তাহা দেখিয়া এমন হইবে, অমন হইবে, তেমন হইবে বলিয়া, এই প্রকারে কতক গুলা মিথ্যা ধ্যান লাগাইত।

নি। তবে এইক্ষণে সাহেব লোকদের মধ্যে তেমন ব্যবহার আর কিছুই দেখিতে পাই না; অতএব জিজ্ঞাসা করি, কি জন্যে ঐ সকল ব্যবহার উঠিয়া গিয়াছে?

প। ওহে, কি জন্যে উঠিয়া গিয়াছে, ইহার বিবরণ কিছু বলি শুন। এইক্ষণে সে দেশে সচরাচর চলিত যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম, তাহার প্রকাশক ব্যক্তিরা ইংরাজী পাঁচ শত নব্বই শালে আসিয়া প্রথমে ঐ ধর্ম্মের প্রকাশ করিয়াছিলেন; তাঁহারা দেশের বাদশাহকে শুনাইলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, তোমাদের যে কথা এ আমার বিচার্য্য বটে; কিন্তু এই মত গ্রহণ করিয়া আমার পূর্ব্ব পুরুষদের যে সকল নীতি আছে, তাহা কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব? সে যাহা হউক, আমাদের ভালর নিমিত্তে তোমরা এত দূর পর্য্যন্ত নানা দুঃখ কষ্ট পাইয়া আসিয়াছ; অতএব আমি প্রতিবন্ধকাচরণ করিব না, যেখানে ইচ্ছা সেইখানে গিয়া মত প্রকাশ কর। বাদশাহ যে এত দূর পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার কারণ বুঝি এই হইতে পারে, যে তিনি সেই ধর্ম্মপথ প্রদর্শকদিগকে ধার্ম্মিক, আর ভাল স্বভাব দেখিয়া এঁহারাই সত্যপথাবলম্বী মনেং এই স্থির করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ ধর্ম্মের প্রকাশ হইতেং কাল ক্রমে কতক গুলি লোক ঐ মতের মধ্যে আসিয়া ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, শেষে বাদশাহ আপনিও গ্রহণ করিলেন। আর বাদশাহের আজ্ঞা ও উপরোধ বড় মান্য বটে, তথাপি তিনি কোন প্রজাকে বলের দ্বারা সে মতের মধ্যে আনিলেন না; কারণ এই যে বলদ্বারা দৌরাত্ম্য প্রকাশ করা ধর্ম্ম পুস্তক বিরুদ্ধ কর্ম্ম, আর সে এক প্রকার অযথার্থ ধর্ম্মের নিদর্শন ও বটে।

নি। ভাল২ এইক্ষণে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন কি প্রকার?

প। ওহে, এই যে কথা জিজ্ঞাসা করিলা, এ বড় সুন্দর, তবে বলি শুন। ঐ দেশের রাজ্যশাসনের কর্ত্তা এক নয়; তিন, অর্থাৎ এক জন আর দুই সভা। এই তিনেতে এক বাক্য হইয়া রাজ্য প্রতিপালন করেন। তাহার বিশেষ শুন। রাজা মরিলে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা হন বটে, কিন্তু সভার অনুমতি বিনা হইতে পারেন না। আর রাজার যুদ্ধ করিবার এবং সন্ধি করিবার ক্ষমতা আছে, এবং রাজকর্ম্মে উপযুক্ত অনুপযুক্ত বুঝিয়া কার্য্যচ্যুত ও নিযুক্ত করিতে পারেন। কিন্তু এ সকল কর্ম্ম ব্যবস্থাতে যেমন লেখে তেমনি করিতে পারেন, ব্যবস্থা বিনা কোন কর্ম্ম করিতে পারেন না। অন্যায় করিয়া যে কাহাকে প্রাণ দণ্ড করিবেন, কিম্বা আর কিছু করিবেন, এমন হইতে পারে না। এবং সভার অসম্মতিতে কোন নূতন ব্যবস্থা চালাইতে পারেন না। সভাস্থদের কিং ক্ষমতা তাহা জান? তাঁহারা নূতন ব্যবস্থা চালাইতে পারেন, ও পুরাতন ব্যবস্থার বদল করিতে পারেন। আর সভা দুইটা কেন? তাহার বিশেষ শুন। বিশিষ্ট সন্তানদের এক সভা, আর সাধারণ লোকদের এক সভা; অর্থাৎ প্রথম সভাতে কুলীন মর্য্যাদাবন্ত লোক সকল বইসেন, আর দ্বিতীয় সভাতে দেশস্থ লোকেরা যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহাকেং পসন্দ করেন, এমন লোক ছয় শত হইতেও অধিক বইসেন। সভাস্থদের প্রধান কর্ম্ম এই, যে তাঁহারা প্রতি বৎসর হাসিল নির্ণয় করেন, এবং বিলক্ষণ বিবেচনা পূর্ব্বক ব্যবস্থা স্থির করেন; যে হেতুক তাঁহাদিগের অসম্মতিতে রাজা রাজস্ব কিম্বা হাসিল লইতে পারেন না। আর যদি কেহ ব্যবস্থা অতিক্রম করে, কি দেশের উপরে বিপদ ঘটায়, যিনি কেন হউন না, তাঁহার নামেতেই সভায় নালিশ হয়।

নি। তথাকার বিচারের রীতি কেমন, যৎকিঞ্চিৎ বল, দেখি?

প। সেখানে অনেকে একত্র বসিয়া মোকর্দ্দমার তজবীজ করেন, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে জুরির বিচার বলে। তাহার ধারা এই, যখন কোন লোক আসামী হইয়া বিচারস্থানে আইসে, তখন তাহারি প্রতিবাসিবর্গ বার জনকে বিচার দেখিবার জন্যে ডাকিয়া তাহাদিগকে জুরি করিয়া বসান। তাহার পর সাক্ষিরা যে প্রকারে সাক্ষ্য দেয়, তাহা সাক্ষিদের প্রমুখাৎ তাহাদিগকে বিলক্ষণ রূপে জানাইয়া বিচারকর্ত্তা জিজ্ঞাসা করেন, যে এ ব্যক্তি দোষী কি নির্দোষ? অনন্তর ঐ বার জনের বিচারানুসারে সে ব্যক্তি সাপরাধ নিরপরাধ নিশ্চিত হয়; কিন্তু আসামী যদি সেই বার জনের মধ্যে কাহাকেও অস্বীকার করে, তবে সেই স্থানে অন্য এক জনকে বসায়; এই প্রকারে যে বিচার করা, ইহার ফল কি? না, কেহ যে কাহারও উপরে অন্যায় করেন, ইহাতে সে পথ নাই।

নি। সে উত্তম বটে, এখন জিজ্ঞাসা করি, বৃটিন দেশের বাণিজ্য কর্ম্ম কি প্রকার?

প। তথাকার বাণিজ্য কর্ম্ম অতি ভারি, এমন ভারি যে সেখানকার বাণিজ্যের জাহাজ না যায় প্রায় এমন দেশ নাই। এক বৎসরে লণ্ডন সহরে নানা দেশহইতে এত দ্রব্য সামগ্রীর আমদানী হইয়াছিল, যে সমুদয়েতে একত্র করিলে তাহার মূল্য যাটি কোটি টাকা হয়। এবং লণ্ডন ছাড়া আরং নগরেতেও যত আমদানী রপ্তানী হইয়াছে, তাহার মূল্য হিসাব করিলে বিস্তর টাকা হয়।

নি। তবে সনং ইংলণ্ডের রাজস্ব কত জমা হয়?

প। সভ্য লোকদের আজ্ঞার মতে বৎসরং ভূমির খাজানাতে হাসিলেতে একত্র করিয়া চল্লিশ কোটি টাকা হইবেক।

নি। তথাতে বিদ্যালয় আছে কত?

প। সেখানে ভাগ্যবান্ লোকদের বিদ্যা শিখিবার জন্যে বিদ্যালয় অনেক আছে; কিন্তু তাহার মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রধান নগর এই দুইটা, অক্সফোর্দ্দ ও কাম্ব্রিজ; অক্সফোর্দ্দে সত্তরটা বিদ্যার আলয় আছে, এবং কাম্ব্রিজে যোলটা আছে। এই দুই স্থানেতে নানা প্রকার বিদ্যা ও নানা প্রকার ভাষা শিক্ষা হয়। আর টাকা খরচ করিয়া বিদ্যা শিক্ষা হয়, গ্রামেং এমন অনেক পাঠশালা আছে। কিন্তু বিনা মূল্যে বিদ্যা শিখাইবার জন্যে এখন দশ হাজার পাঠশালা হইয়াছে, সেই খানে গিয়া দুঃখি লোকদের বালকেরা বিনা মূল্যে পুস্তক আর বিদ্যা শিখিতে পায়।

নি। ইংলণ্ডেতে সৈন্য আর যুদ্ধের জাহাজ কত আছে?

প। এই ক্ষণে আর যুদ্ধ বিগ্রহ অধিক নাই, এই জন্যে সৈন্য কিছু কমান গিয়াছে, তথাচ এখনও লক্ষ সৈন্য প্রস্তুত; সে তাবৎই ইংলণ্ডের বাসিন্দা লোক, অন্য স্থানের নয়। ইংলণ্ডের লোকের যে পরাক্রম সে কেবল সৈন্যদ্বারা নয়, বরং জাহাজদ্বারাও বটে, কেননা তাহারা ঐ জাহাজদ্বারা সমুদ্রের উপরে গিয়া বিপক্ষ লোককে দমন করিয়া রাখে, এই প্রযুক্ত পৃথিবীর অতি দূর দেশীয় লোক সকল অন্তঃকরণেতে ভয় পায়। ভাবে এই, যে কি জানি কখন কোথা গিয়া উপস্থিত হয়। যুদ্ধের উদ্যোগ হইলে ছোট বড় প্রায় হাজার জাহাজ প্রস্তুত হয়; এবং তাহাতে প্রায় এক লক্ষ বিশ হাজার নাবিক লোক থাকে।

নি। গ্রেট্ বৃটনের কত জেলা, এবং প্রধান কোনং নগর?

প। তাহার প্রথম অবধি বলি শুন। প্রথমত ইংলণ্ড দেশের চল্লিশটা জেলা; আর ওএল্স নামে তাহার যে এক প্রদেশ আছে, তাহার মধ্যে বারটা জেলা আছে; এই সমুদায়ে বাওয়ান্নটা। এখন নগরের বিষয় বলি শুন; ইংলণ্ডের প্রধান নগর লণ্ডন। এই লণ্ডন

নগরে অনুমান দশ লক্ষ লোক আছে, কিন্তু ইংলণ্ড দেশের আর কোন নগরে লোক দেড় লক্ষের অধিক নাই। ২ লিবরপুল নামে সমুদ্রতীরে এক প্রধান নগর আছে। গত পাঁচ ছয় বৎসরাবধি ভারত বর্ষের সঙ্গে সে নগরের বাণিজ্য অনেক চলিতেছে, তথাহইতে বৎসরে ত্রিশ চল্লিশ খান জাহাজ ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। ৩ ইংলণ্ডের পশ্চিম ভাগে বৃষ্টল এক প্রধান নগর। ৪ মাঞ্চেষ্টর নামে পূর্ব্বে এক ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু এক শত বৎসরের মধ্যে তুলার ব্যবসায়েতে সে এক মহানগর হইয়াছে; বৎসরং বঙ্গ দেশহইতে ইংলণ্ড দেশে যত তুলা রপ্তানী হয়, তাহার অধিকাংশ ঐ নগরে উঠে, আর সেখানকান হাজারং লোকে ঐ তুলাতে কাপড় বানায়। ৫ বর্ম্মিংহাম নামে পূর্ব্বে এক খানি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু সে এখন কর্ম্মকারের ব্যবসায়েতে এক মহানগর হইয়াছে, এখন ঐ কর্ম্মে সেখানে ষাটি হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ৬ শেফিল্দ নামে এক নগর আছে, সে অস্ত্রাদির ব্যবসায়ে অতিশয় প্রধান স্থান হইয়াছে; সেখানে পঁয়তাল্লিশ হাজার লোক আছে। ৭ য়র্ক নামে নগরও প্রশংসনীয়, যে হেতুক সেই নগর পূর্ব্ব কালে ইংলণ্ডের উত্তর ভাগে প্রধান ছিল। ৮ বাথ নামে ইংলণ্ড দেশের অতি সুন্দর নগর, এবং তথাকার জলের বড় প্রশংসা, যে হেতুক সে জল রোগ প্রতীকার করে। এ সকল ছাড়া সমুদ্রতীরে পোর্ত্তস্মৌথ্ ও প্লিমৌথ্ ও ফাল্মৌথ্ ও হল্ ইত্যাদি নগর আছে।

স্কটলণ্ডের প্রধান নগরের নাম এডিন্বর্গ, তথাতে ৮৩০০০ লোক আছে, আর অনেক বিদ্যালয়ও আছে। ইহা ছাড়া গ্লাসগো, পর্থ, আবের্ডীন, ডণ্ডী, ইত্যাদি নগর আছে। সেখানকার বাণিজ্যের প্রধান সামগ্রী পরিধেয় বস্ত্র, ও আজাড়, ও সূতালী ইত্যাদি। ঐর্লণ্ড দেশে চারিটা ভাগ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম ভাগে বার জেলা;

দ্বিতীয়ে নয় জেলা; তৃতীয়ে পাঁচ জেলা; চতুর্থে ছয় জেলা। তথাতে সমুদায় বত্রিশটা জেলা আছে। তথাকার প্রধান নগর ডব্লিন, ইহা ছাড়া কর্ক, লণ্ডনডেরি, লিমেরিক, ইত্যাদি নগরও আছে।

নি। ভাল, এখন ইংলণ্ডের রাজধানী যে লণ্ডন নগর, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহার বিশেষ বিবরণ বল দেখি?

প। বলি শুন। ঐ সহর তেম্‌স্‌ নদীর নিজ তীরে, আর সমুদ্র তীরহইতে ৫৬ ক্রোশ অন্তরে। পূর্ব্বে যখন রোমাণেরা আসিয়াছিল, তখন ঐ নগর ছিল; কিন্তু এক হাজার বৎসর অতীত হইল ইংলণ্ডের মধ্যে আল্‌ফ্রেড নামে অতি বড় খ্যাত এক রাজা তিনিই ঐ নগরকে রাজধানী করেন; সংপ্রতি গত দুই শত বৎসরের মধ্যে সে পূর্ব্বাপেক্ষায় অতি বড় খ্যাত হইয়াছে। সে লম্বায় ছয় ক্রোশ, চৌড়ায় সর্ব্বত্র সমান নয়, কোন২ ঠাঁই এক ক্রোশ পরিসর, কোন স্থানে বা দুই ক্রোশ পরিসর। সহরের সরাণ পথ অতি লম্বা চৌড়া। ঐ সকল পথের তিন২ ভাগ; মধ্যখানের ভাগ বড়২ পাতর দিয়া গাঁথা, সেখান দিয়া কেবল ঘোড়া ও গাড়ি চলে; আর দুই পার্শ্বে অতি সুন্দর পাতর দিয়া গাঁথা পথ, সে কেবল মানুষের গমনাগমনের জন্যে। ঐ দুই পার্শ্বের পথের নীচে২ বড়২ নরদামা আছে, ঐ নরদামা বহিয়া সহরের ময়লা সকল তেম্‌স্‌ নদীতে পড়ে। ঐ লণ্ডন সহরের রাজ পথেতে ও গলিতে সমুদায়ে আট হাজার রাস্তা আছে, এবং কলিকাতার লাল দীঘির চারিদিকে যেমন অতি সুন্দর২ বাটী আছে, তেমনি চারি ভিতে সমান যাটি পাড়া ঐ সহরে আছে; এবং এক লক্ষ যাটি হাজার পাকা এমারত আছে। আর এ দেশে যেমন দূরহইতে জল আনিতে হয়, তেমন সেখানে নয়, নগরের মধ্যে দিয়া যে তেম্‌স্‌ নদী বহিতেছে, তাহারি কাছে২

এমনি একটাং কল বানাইয়া রাখিয়াছে ; সেই কলদ্বারা নগরের প্রতি ঘরেতে সীসার নল দিয়া জল আইসে।

ঐ লণ্ডন নগরেতে চারি শত গিরিজা ঘর আছে, আর বালকদের বিদ্যাভ্যাসের জন্যে তিন হাজার পাঠশালা আছে, আর লোকদের কুকর্ম্ম নিবারণার্থ আটটা সম্প্রদায় আছে, ও বিদ্যাবৃদ্ধির জন্যে ও তাহার উপকারের জন্যে বারটা সম্প্রদায় আছে, এবং বৃদ্ধ ও কাঙ্গালী লোকদের প্রতিপালনের নিমিত্তে অষ্টাদশ সম্প্রদায় আছে, এবং রোগী ও দরিদ্র ব্যক্তিদের ঔষধ দিবার জন্যে বিংশতি স্থান, আর এক শত চিকিৎসার আলয় আছে, তথাতে দরিদ্র লোকেরা বিনা মূল্যে ঔষধ পায়, এবং অন্ধ ও অথর্ব্ব অনাথ লোকেরা আহারাদি পায়। এই যে সকল সম্প্রদায়ের কথা কহিলাম, ইহা ছাড়াও দুঃখি দরিদ্র লোকদের নানা উপকার করিবার জন্যে অনেকং সম্প্রদায় নিযুক্ত আছে।

ঐ নগরেতে উৎকৃষ্টং ছয়টা রাজগৃহ আছে, আর সুপ্রীম কোর্টের বিচারের স্থান নয়টা আছে। তদ্ভিন্ন ছোটং বিচারস্থান বেয়াল্লিশটা আছে, এবং ব্যবস্থা শিখিবার জন্যে বড়ং চারিটা আলয় আছে ; তথাকার সিরিস্তার উকীলেরা গিয়া সেই স্থানেতে ব্যবস্থা শিক্ষা করে। ঐ সহরে চৌদ্দটা বড় পাঁচটা ছোট কারাগার আছে। আর বাদশাহ নিজে চারিটা স্থান করিয়াছেন, সেই স্থানে গিয়া লোকেরা চিত্র ইত্যাদি নানা শিল্পকর্ম্ম শিখিতে পায়। আর নানা ভাষার পুস্তকেতে পরিপূর্ণ আঠারটা সাধারণ পুস্তকালয় আছে।

লণ্ডন সহর সর্ব্বত্রের বাণিজ্যের স্থান। তেম্‌স্‌নদীর উপরে সম্বৎসরের মধ্যে তিপ্পান্ন কোটি টাকার জিনিশ পত্রের আমদানী রপ্তানী হয়, এবং লণ্ডন নগরের আমদানী রপ্তানী ছেয়ানব্বই কোটি টাকার হইয়া থাকে। লণ্ডনের তেম্‌স্‌ নদীতে চারিটা বৃহৎং সাঁকো

আছে। সেই সাঁকোর ফুকার দিয়া বড়২ নৌকা যাতায়াত করে; তাহার মধ্যে শেষে যে পুলটা করা গিয়াছে, তাহাতে আশী লক্ষ টাকা ব্যয় হয়।

ঐ নগরের প্রত্যেক পথে আলো জ্বলে, তাহাতে কোন লোকের রাত্রিতে গমনাগমনের ক্লেশ জন্মে না। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, যে রাস্তায়২ প্রদীপের আলো জ্বলিত, কিন্তু সংপ্রতি কএক বৎসরের মধ্যে এক সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাকে বলে গাস্; তাহাদ্বারা সর্ব্বত্র আলো হয়। ঐ গাস্ কি প্রকারে জন্মে তাহা শুন। নগরের মধ্যে স্থানে২ গাস্ প্রস্তুত করিবার জন্যে ঘর আছে; সেই ঘরেতে অনেক কয়লা কিম্বা তৈল জ্বালাইয়া তাহার ধূম জমা করে, সেই ধূম সীসার নলদ্বারা সর্ব্বত্র চালন করে। তাহার পর প্রত্যেক ঘরের মধ্যে যে ঐ পিত-লের নলের এক২ মুখ থাকে, সেই মুখ দিয়া ধূম বাহির হইতে থাকে। ঐ নলের মুখেতে অগ্নি সংযোগ করিবামাত্র হঠাৎ জ্বলিয়া উঠে, পরে যতক্ষণ ইচ্ছা হয় ততক্ষণ জ্বলে, মনে করিলে যদি নিবাইব তবে ঐ নলেতে এমন কল আছে যে সেই কল টিপিলে ধূম বন্ধ হয়, তাহা হইলেই আপনি নির্ব্বাণ হয়। শরীরের সর্ব্বত্র যেমন শিরা দিয়া রক্ত চলে, তেমনি ঐ সহরের সর্ব্বত্র নল দিয়া জল এবং আলো চলে।

নি। ও হে ভাই, এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া তুষ্ট হইলাম; ভাল, ইংলণ্ডীয়েরা পূর্ব্বে অতিবাদ অসভ্য ছিল, আর এই ক্ষণে যে এমত পরাক্রমী হইল, ইহার কারণ কিছু বলিতে পার?

প। সে কথা আর বলিব কি? শুন, এ জগতের কোন বস্তুই চিরদিন সমান থাকে না; ফলতঃ নদীর যেমন এক কূল ভাঙ্গে আর কূল গড়ে, তেমনি দিনে২ একের বৃদ্ধি অন্যের হ্রাস হয়। সে যাহা হউক তাহার বিশেষ কারণ যদি শুনিতে চাহ তবে এই কথা বলা

যায়; যে ঈশ্বর দয়া করিয়া তাহাদিগকে যে শাস্ত্র দিয়াছেন, সে শাস্ত্রের গুণ এই, যে অসভ্যতা ঘুচাইয়া মনেতে জ্ঞানের উদয় করে, আর উত্তম চর্য্যা জন্মায়, এবং যাহারা ঐ শাস্ত্র মানে তাহাদিগকে ঈশ্বর অবশ্য বাড়ান। বোধ হয়, যদি তাহারা ঐ শাস্ত্র না মানিয়া ত্যাগ করিত, তবে পূর্ব্ব দশাতেই উহাদের কাল যাপন হইত।

---

৩ পাঠ।

ফ্রাঁসীস্ দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। শুন, হে ভাই পরমানন্দ, এই ক্ষণে ফ্রাঁসীস্ দেশের কথা কিছু বল।

প। কোন দেশকে ফ্রাঁসীস্ বলে, তাহা জান? যে দেশে ফরাসিসেরা বাস করে, সেই দেশের নাম ফ্রাঁসীস্ দেশ। আট্লাণ্টিক সাগরের ত্রিশ ক্রোশ প্রস্থ যে একটা ফাঁড়ী আছে, সেই ফাঁড়ীতে ইংলণ্ড আর ফ্রাঁসীস্ পরস্পর পৃথক্ হইয়া আছে। ফ্রাঁসীসের সীমা দীর্ঘে প্রায় ছয় শত ক্রোশ, প্রস্থে পাঁচ শত ক্রোশ। এই পৃথিবীর মধ্যে ফ্রাঁসীস্ দেশের লোকেরা বরাবরই পরাক্রমী। ঐ দেশে দুই কোটি আশী লক্ষ লোক আছে।

নি। ফরাসিসদের রাজ্যশাসন কি প্রকার?

প। পূর্ব্বে এই দেশের রাজার ও মন্ত্রির স্বেচ্ছাক্রমে আজ্ঞানুসারে লোকদের শাসন হইত, কিন্তু সংপ্রতি ত্রিশ বৎসর হইল প্রজারা সকলে রাজার ও কুলীনের অন্যায় আর সহিতে না পারিয়া, রাজাকে মারিয়া ফেলিয়াছে। এই রূপে রাজ্য অরাজক হইলে বোনাপার্ত্ত নামে এক জন প্রধান সেনাপতি সে আপনি রাজা হইয়া সিংহা-

সনে বসিল, ও চৌদ্দ বৎসর পর্য্যন্ত ইউরপের অন্যং রাজা-
দের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া প্রায় অনেককেই নিঃশেষ করিল। ইহাতেই
অবশিষ্ট রাজারা সকলে এক পরামর্শ হইয়া ইংলণ্ডীয়দের সঙ্গে
মেল দিয়া বোনাপার্ত্তকে পরাজয় করিয়া পদচ্যুত করিল। শেষে
নিয়া গিয়া সেণ্ট হেলীনা নামে সমুদ্রের একটা উপদ্বীপের মধ্যে
কয়েদ করিয়া রাখিয়াছিল। অনন্তর ১৮২১ শালেতে তথাতেই
তাহার পরলোক হইয়াছে। আর যে রাজা পূর্ব্বে মারা গিয়াছি-
লেন, তাঁহারি ভ্রাতা এই ক্ষণে সিংহাসনে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন।
ফ্রাসীসের ভাষা প্রায় লাটিন ভাষাহইতে নির্গত হইয়াছে, যে
হেতুক পূর্ব্বে ফ্রাসীস্ দেশ ইংলণ্ড দেশের মত রোমাণের অধীন ছিল।
সে ভাষা অতি সুশ্রাব্য, অতএব ইউরপের সর্ব্ব দেশেতেই চলিত আছে।
ঐ ভাষাতে ন্যায় ও জ্যোতিষ্ প্রভৃতি অনেক সুন্দরং গ্রন্থ আছে।

নি। ফ্রাসীস্ দেশের মধ্যে প্রধান নগর কি?

প। তথাকার রাজধানীর নাম পারিস নগর। ঐ নগরে প্রায় ছয়
লক্ষ লোক আছে। লিওন নামে নগরে অনুমান এক লক্ষ লোক;
তথাতে রেসম, ও জরী, ও নানা প্রকার কাপড়ের শিল্প ব্যবসায়
অনেক আছে। এবং এই ছাড়া মার্সেল্স ও বোর্দো ইত্যাদি নামে
আরো কএকটা প্রধানং শহর আছে।

নি। এই ফ্রাসীস্ দেশের বাণিজ্য কেমন ধারা?

প। এক শত বৎসর হইল ফ্রাসীস্ দেশেতে বনাতের, ও কাপড়ের,
ও রেসমের, আর সূতা, ও রেসমী কাপড় ইত্যাদি বাণিজ্যের বড় কার-
খানা ছিল; এই ক্ষণে সে স্থানের উৎপন্ন বস্তুর মধ্যে প্রধান হইয়াছে
মদিরা। ঐ ফ্রাসীস্ দেশেতেই এখন মদিরা জন্মিবার জন্যে যথেষ্ট
দ্রাক্ষাক্ষেত্র আছে; ইউরপের মধ্যে আরং স্থান অপেক্ষায় সে
স্থানে অতি উত্তমং মদিরা জন্মিতেছে। আর ঐ ফ্রাসীসেতে দুই

তিনটা রূপার আকর আছে, এবং তামার ও সীসার কএকটা খানি আছে। আর এই দেশের অনেকং স্থানেতে লোহার খানি আছে। এই সকল ধাতু দ্রব্যেতে তাহাদের বাণিজ্য চলে।

---

৪ পাঠ।

রূসিয়া দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। এখন রূসিয়া দেশের বিবরণ কিছু বল শুনি?

পরমানন্দ। রূসিয়া দেশ অতি বড়; সে দীর্ঘেতে চৌদ্দ শত ক্রোশ, প্রস্থেতে আট শত আশী ক্রোশ। প্রায় দুই শত বৎসরের পূর্ব্বে ঐ দেশ ইউরপের লোকদের সুন্দর জানা ছিল না, কিন্তু প্রায় এক শত বৎসর হইল পিতর নামে তথাকার এক জন প্রধান রাজা আপনার রাজপদ ছাড়িয়া আসিয়া কতক কাল পর্য্যন্ত ইংলণ্ড দেশেতে এবং হলাণ্ড দেশে বাস করিয়া, নানা বিদ্যা ও শিল্প বিদ্যা সকল শিক্ষা করিয়া, পুনর্ব্বার আপনার দেশে গিয়া প্রজাদিগকে শিখাইয়াছিনেল। ঐ অবধি রূসিয়াদের পরাক্রম বাড়িতে লাগিল। ঐ দেশের লোক সংখ্যা তিন কোটি ষাটি লক্ষ। তথাকার অনেক স্থানেতে শীত বড় প্রবল। তাহার উত্তরাংশে আশ্বিন মাস অবধি ফাল্গুণ পর্য্যন্ত সূর্য্যের উদয়কাল বোধ হয় না; এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে অস্তকাল বোধ হয় না; এই দুই মাস ছাড়া দশ মাস সেখানে বরফ পড়ে।

নি। রূসিয়ার রাজশাসন কি প্রকার?

প। তবে বলি শুন, ঐ দেশের রাজার রাজ্যেতে একাধিপত্য যাহা করেন তাহাই হয়, রাজার আর মন্ত্রিগণের আজ্ঞানুসারে

সকল কর্ম্ম চলে। সেখানকার ভাষা ভিন্ন, সে ভাষা আর কোন জাতির ভাষার মত নহে। তাহাদের বর্ণমালা বত্রিশ অক্ষরে। সে দেশের ইতর লোকদের বিদ্যাভ্যাস অল্প ছিল, এখন ঐ দেশের আলেক্‌সান্ত্র নামে রাজা অনেক ব্যয় করিয়া সর্ব্বত্র প্রজাদের হিত এবং নীতি শিক্ষার চেষ্টা করিতেছেন।

নি। রুসিয়া দেশে প্রধান শহর কিং?

প। রুসিয়ার রাজধানী পিতর্সবর্গ নামে এক শহর প্রধান। এক শত বৎসর হইল পিতর নামেতে রাজা ঐ শহর বসাইয়াছিলেন। অনুমান হয় ঐ শহরে দুই লক্ষ লোক আছে। ঐ দেশের প্রাচীন রাজধানী মস্কো নামে শহর ছিল। আটার শত বার শালে বোনাপার্ত্ত রুসিয়ার প্রতি আক্রমণ করিলে সে স্থান অধিকার করিয়া শীতান্তে রুসিয়ার সহিত যুদ্ধ করিবে, এই ভয়ে রুসিয়ারা সে শহর আপনারাই জ্বলাইয়া দিয়াছিল। পূর্ব্বে ঐ শহরে ও পিতর্সবর্গের সমান লোক ছিল। আর বল্গা নামে নদীর তীরে আস্ত্রাখান নামে একটা মধ্যবিত্ত নগর আছে, সেখানেও লোক ন্যূনাধিক সত্তর হাজার হইবে।

নি। সেখানকার বাণিজ্যের সামগ্রী কিং, আর কি প্রকার চলিতেছে?

প। রুসিয়ার বাণিজ্যের সামগ্রী চর্ব্বী, ও লোম, এবং শণ, ও ধুনা, ও সাবান, ইত্যাদি। এবং দিনেং বাণিজ্য অতি সুন্দর রূপ চলিতেছে, ও বাড়িয়া উঠিতেছে। বাণিজ্যের জন্যে তাহাদের এখন চীন দেশ পর্য্যন্ত গমনাগমন হইয়াছে। প্রতি বৎসর তাহারা চীন দেশহইতে অনেক দ্রব্যজাত আনিয়া বেচা কেনা করে।

৫ পাঠ।

স্পেন ইত্যাদি দেশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। তবে এখন স্পেনের বৃত্তান্ত কিছু বল, শুনি।

পরমানন্দ। এই স্পেনের দক্ষিণ ও পূর্ব্ব ভাগে পৃথিবীর মধ্যস্থ সমুদ্র, পশ্চিমে পোর্ত্তুগাল দেশ, উত্তরে আট্লাণ্টিক সাগরের এক প্রদেশ। এ দেশ যেখানে অধিক লম্বা সেখানে দীর্ঘে পাঁচ শত আটাইশ ক্রোশ, আর যেখানে অধিক চৌড়া সেখানে প্রস্থে চারি শত চল্লিশ ক্রোশ। তথাকার লোকসংখ্যা এক কোটি। স্পানিয়ার লোক সকল প্রায় রোমাণ কাত্তোলিক মতে চলে। সে দেশের বিচারের ধারা বড় সুন্দর নয়, যে হেতুক সেখানে এই প্রকার আদালত যে ফরিয়াদির সঙ্গে আসামীর সাক্ষাৎ হইতে দেয় না, এবং আসামীকে ফরাদীর নামও শুনিতে দেয় না। আর সেখানকার ইতর লোকদের বিদ্যাভ্যাসের উপায় প্রায় নাই। ঐ রাজ্যেতে এত সৈন্য ছিল যে পূর্ব্বেতে তাহাদেরহইতে ইউরপের সর্ব্ব দেশের লোকদের ভয় ছিল, এইক্ষণে কেবল নাম মাত্র আছে। ঐ দেশে জাহাজও অল্প। স্পেনের প্রধান রাজধানী নগর মাদ্রিদ। ইংরাজী সাত শত শালে মুসলমানেরা আসিয়া, স্পেন দেশ জয় করিয়া, সাত শত বৎসরের অধিকও ভোগ করিয়াছিল।

নি। তবে ভাই, নেদর্লণ্ড রাজ্যের কথা কিছু বল, শুনি?

প। ঐ রাজ্যের মধ্যে দুইটা দেশ আছে; তাহার মধ্যে প্রথমে সাতটা মণ্ডল আছে, আর দ্বিতীয়ে দশটা মণ্ডল আছে। ঐ সাতটা শুলম জড়াইয়া প্রথমটার সামান্য এক নাম হলণ্ড, যে হেতুক তাহার প্রধান মণ্ডলের নাম হলণ্ড। ঐ দেশ দীর্ঘে এক শত বত্রিশ ক্রোশ,

প্রস্থে আশী ক্রোশ। ১৫৭২ শালে এই সাতটা মণ্ডল স্পেনের অধিকারহইতে ভিন্ন হইয়াছে। সেই জন্যে স্পেনের রাজা তাহাদের সঙ্গে অনেক কাল যুদ্ধ বিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু বিস্তর চেষ্টায় আয়ত্ত করিতে পারেন নাই, অতএব সে একটা স্বতন্ত্র রাজ্য হইয়া থাকিল এবং বাণিজ্য ব্যবসায়েতে ইউরপের মধ্যে তথাকার লোকেরা ও গণ্যগণনার মধ্যে এখন একটা প্রধান হইয়াছে। এই নেদর্লণ্ডের উত্তরে ও পশ্চিমে আট্লাণ্টিক সাগরের এক প্রদেশ আছে, এবং পূর্ব্বেতে জর্ম্মাণি দেশ ও দক্ষিণে ফ্রাসীস্ দেশ আছে। আসিয়ার অন্তঃপাতি সুমাত্রা যাবা ও আম্বায়না এই তিনটা উপদ্বীপ ঐ হলাণ্ডীয়েদের অধিকারে আছে। ঐ সপ্ত মণ্ডলের মধ্যে দরিদ্র সন্তানদের বিদ্যা শিখাইবার জন্যে এখন বিস্তর উপায় হইয়াছে, এবং ক্রমে২ অন্য দশ মণ্ডলেতে বুঝি হইতে পারিবে। ঐ সপ্ত মণ্ডলের লোকসংখ্যা আটাইশ লক্ষ, আর দশ মণ্ডলের লোকসংখ্যা উনিশ লক্ষ, সমুদায়ে দুয়েতে মিলিয়া সাত্ত চল্লিশ লক্ষ লোক নেদর্লণ্ডে আছে।

নি। নেদর্লণ্ডের কোনং নগর প্রধান ?

প। তবে শুন, আমস্তের্দাম নামে নগর সপ্ত মণ্ডলের মধ্যে প্রধান, সেখানে লোক আছে দুই লক্ষ। আর লৈদেন নামে একটা শহর আছে, সেখানে পঞ্চাশ হাজার লোক ও এক মহাবিদ্যালয় আছে। আর রোত্তের্দাম নাম নগরেতে পঞ্চাশ হাজার লোক আছে। হেগ নাম পূর্ব্ব কালের এক খান ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল, কিন্তু সে এখন রাজধানী হইয়াছে; সেখানে ছত্রিশ হাজার লোক আছে।*

৬ পাঠ।

আফ্রিকার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, এইক্ষণে আফ্রিকা নামে যে পৃথিবীর আর একটা ভাগ আছে তাহার বৃত্তান্ত কিছু বল, শুনি।

পরমানন্দ। তবে বলি, শুন। ঐ আফ্রিকা দেশ হিন্দুস্থানের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। এ দেশ ইউরপ অপেক্ষায় দীর্ঘ প্রস্থে বড়, কিন্তু পৃথিবীর অন্য তিনভাগহইতে এ ভাগেতে লোক অল্প; আর সভ্যতাতে এবং বিদ্যাতেও এ ভাগের লোকেরা খাট। এই আফ্রিকাতে আড়াই কোটি লোকের অধিক নাই। ইহার পূর্ব্ব সীমায় শূফ সমুদ্র ও ভারত সাগর, আর দক্ষিণ সীমাতেও ভারত সাগর, এবং পশ্চিমেতে আট্লাণ্টিক সাগর, আর উত্তর ভাগেতে পৃথিবীর মধ্যস্থ সমুদ্র। ঐ সমুদ্রের ব্যবধানেতে এ দেশ ইউরপের সঙ্গে ভিন্ন, কিন্তু উত্তর পূর্ব্ব কোণেতে আসিয়ার সঙ্গে মিলন আছে। এ দেশ দীর্ঘেতে চারি হাজার দুই শত ক্রোশ, এবং প্রস্থেও তাহারি সমান। আসল আফ্রিকার লোকদিগকে কাফ্রি বলে, মোটা ওষ্ঠ আর চাঁচর চুল দেখিয়া তাহাদিগকে চেনা যায়; ইহাদের বাসস্থান দেশের মধ্যখানে ও দক্ষিণাংশে। এবং ঐ দেশে আরো এক প্রকার লোক আছে, তাহারা আরবের বংশ। তাহাদের বাসস্থান দেশের উত্তর ভাগে ও উত্তর পূর্ব্ব ভাগে ও পশ্চিম ভাগে, সেই উত্তর ভাগের লোকেরা প্রায় মহম্মদের মতে চলে। তাহার মধ্যে থব্শী নামে একটা জাতি আছে, তাহারাই কেবল খ্রীষ্টিয়ান। সে দেশের উত্তর ভাগে ও মধ্য ভাগে অতিশয় গ্রীষ্ম, কেবল দক্ষিণ ভাগে অল্প শীত বোধ হয়। এবং আসিয়া দেশে যেমন মধ্যে২ এক জাই নদী আছে এ দেশে তেমন নাই। নদীর মধ্যে সে শ্রেষ্ঠ আছে নীলনদী।

সে নদী মিসর দেশ দিয়া চলিয়া গিয়া ভূমধ্যস্থ সাগরে মিলিয়াছে। নীজর ও জাইর নামে আর দুইটা নদী আছে। সেও প্রায় নয় শত ক্রোশ দীর্ঘ। এই আফ্রিকার মরু ভূমি পৃথিবীর আরং মরু ভূমিহইতে বড়, এবং মহা ভয়ানক; তাহার মধ্যে সাহারা নামে যে প্রধান মরু ভূমি, সে আট্লাণ্টিক সাগর অবধি মিশর দেশ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে আছে। সে লম্বায় দুই হাজার চারি শত ক্রোশ, প্রসরে ছয় শত ক্রোশ। এ সমুদয় ভূমি কেবল বালুকাময় ও কোন খানেং পর্ব্বতাকার বালির ঢিবি আছে। এই মরু ভূমিতে কোনক্রমে কৃষি কর্ম্ম চলিতে পারে না। আরবার তাহারি মধ্য খানে কোনং স্থানে উপদ্বীপের মত উর্ব্বরা ভূমি আছে, এই হেতুক কেবল লোকেরা যাতায়াত করিতে পারে। আফ্রিকার মধ্যে নানা রাজ্য আছে; প্রথমতঃ খব্‌স রাজ্য, দ্বিতীয়তঃ মিসর রাজ্য, তৃতীয়তঃ আফ্রিকার উত্তর ভাগেতে মুসলমানদের কতক রাজ্য। চতুর্থ আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগেতে উত্তমাশা অন্তরীপ, যাহাকে বলে কেপ, ঐ কেপ অবধি কতক গুলা দেশ। পঞ্চম আফ্রিকার পূর্ব্ব ভাগের কতক প্রদেশ। ষষ্ঠ ঐ দেশের অন্তঃপাতি নানা উপদ্বীপ।

নি। তবে খব্‌স দেশ কেমন?

প। তবে শুন। শূফ নামেতে যে এক সমুদ্র আছে, ও আদেল নামেতে যে এক ক্ষুদ্র রাজ্য আছে, ঐ দেশ পূর্ব্বদিকে সেই পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে জেঙ্গীরো আর আলাবা নামে দুইটা ক্ষুদ্র দেশ। ইহার পশ্চিম দিকে সেনারদেশহইতে যে ইহাকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে সেই পর্ব্বত ও একটা মরু ভূমি। এবং ইহার উত্তর দিকে কতক গুলা ক্ষুদ্র দেশ, যে সকল দেশেতে খব্‌স দেশ আর মিসর দেশ পরস্পর ভিন্ন হইয়া আছে। এ দেশ পাঁচ শত ক্রোশ দীর্ঘে, ও চারি শত আশী ক্রোশ প্রস্থে।

নি। ভাল, তবে মিশর দেশ কি প্রকার, তাহা বল। দেখি ?

প। তাহার উত্তর ভাগেতে ভূ মধ্যস্থ সাগর আছে, ঐ সমুদ্র ব্যবধান আছে ; এই জন্যে ইউরোপের সঙ্গে এ দেশ ভিন্ন ; এবং পূর্ব্ব ভাগে শূক্ষ সমুদ্রদ্বারা আসিয়া দেশের সঙ্গে ভিন্ন। এই দেশেতে লোক বসতি হইয়াছে চারি হাজার বৎসর, আর পূর্ব্বে বিদ্যাতে ও পরাক্রমেতে সে অতি প্রশংসার স্থান ছিল ; কিন্তু এখন অন্য দেশের অপেক্ষায় নীচ হইয়া পড়িয়াছে। এই দেশের প্রধান নগর কাহিরা, অনুমান হয় কাহিরাতে তিন লক্ষ লোক আছে ; সেই নগরই প্রায় আফ্রিকার রাজধানী, যে হেতুক আফ্রিকার আর কোন নগরে এক লক্ষ লোকও নাই। এই দেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল আলেক্সান্দ্রিয়া নগর ; সে নগর আলেক্সান্দ, কি না সেকন্দর বাদশাহ, বসাইয়াছিলেন, সেই হেতুক অন্যত্রে ঐ সহরের সেকন্দর বাদশাহ বলিয়া ধ্বনি আছে ; সে এখন প্রায়ঃ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর পূর্ব্বে রোসেত্তা ও দামিএত্তা নামে দুইটা নগর ছিল, সে দুইটা ও এখন ভাঙ্গা ভগ্নের তলে পড়িয়াছে। ঐ দেশের প্রধান নদীর নাম নীল নদী, ঐ নদীর দ্বারা সে দেশের ভূমি বড় উর্ব্বরা। তাহাতে ভূমির এত উপকার হয়, যে প্রায় বৃষ্টির অপেক্ষা রাখে না।

নি। মিশর দেশের কোন বিশেষ আশ্চর্য্য আছে ?

প। বটে, তবে বলি শুন। পূর্ব্বকালে ঐ দেশে অনেকং আশ্চর্য্য কর্ম্ম হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে পিরামিদ নামে যে কর্ম্ম সে একটা বৃহৎ কর্ম্ম। ঐ পিরামিদটা বস্তু কি তাহা জান ? সে একটা অতি উচ্চ স্তম্ভ বিশেষ ; সে নীচে চারি কোণা, কিন্তু ক্রমেং তাহার অগ্র ভাগ সূচির মত ও সূক্ষ্ম হইয়া উঠিয়াছে। এই আকারের পিরামিদ সেঁ স্থানে অনেক আছে, তাহার মধ্যে প্রধান যে পিরামিদ নীচের ভাগ চারি দিগে লম্বায় পাঁচ শত হাত, এবং ঊর্দ্ধেও পাঁচ শত

হাত। ঐ সকল পিরামিদ যে কে গাঁথাইয়াছিল, এবং কি জন্যেই বা গাঁথাইয়াছিল, তাহার নিশ্চয় হয় না। ইংরাজী ১৮১৮ শালেতে ইতালি দেশের এক ব্যক্তি বড় চেষ্টা করিয়া একটা পিরামিদ খুদিয়া মধ্যখান পর্য্যন্ত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু দেখিলেন, যে সেখানে কেবল কতক গুলা হাড়মাত্র পাওয়া গেল। তখন লোকেরা অনুমান করিলেক, যে এ কেবল কবরস্থান মাত্র। কম বেশ প্রায় চারি হাজার বৎসর হইল যে সকল পিরামিদ তৈয়ার হইয়াছে, সে এমন শক্ত করিয়া গাঁথা গিয়াছে যে এত কাল গেল এবং কতশত ঝড় বৃষ্টি তুফান, ও কতবার দেশ দেশান্তরের রাজাদের সঙ্গে পরস্পর বিরোধ বিসম্বাদ গেল, তথাপি সে এখন পর্য্যন্ত ও নিটুট হইয়া আছে। আর এই দেশেতে পাতরেতে খোদা অতি বৃহৎ কায় মানুষের একটা আকার আছে, যে এখনও চীতপাত্র হইয়া পড়িয়াছে। সে যে কত বড় সে কথা আর কি বলিব, তাহার কাণের উপরে দাঁড়াইয়া মানুষে তাহার নাক লাগাল পায় না, এই প্রকার অনেকং ছবি সে দেশে আছে। এ সকলও যে কে করিয়াছে তাহারো নিদর্শন কিছু নাই।

নি। ওহে ভাই, এ কথা সুনিয়াতো বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম, আর তাহাতে এই জ্ঞানও পাইলাম, যে ঈশ্বরের রাজ্য বিনা আর সকলি অনিত্য; যে হেতুক দেখ দেখি এই পৃথিবী মণ্ডলেতে অতিশয় খ্যাত্যাপন্ন এবং মহা প্রতাপী ছিল যে এই মিসর রাজ্য, সেও এখন সকলহইতে খাট হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু, এখন আর একটা জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, কি না আফ্রিকার পশ্চিমে কোনং দেশ আছে?

প। ঐ ভাগের বিষয় সকল বিস্তর বাহুল্য মতে জানা যায় নাই, কেবল নাম মাত্র সুনা গিয়াছে। তাহা বলি শুন। ঐ ভাগের মধ্যে প্রধানং এইং সকল দেশ আছে, প্রথম জলোপ, দ্বিতীয় ফৌলা,

তৃতীয় গিনি, চতুর্থ মান্দিঙ্গো, পঞ্চম কোরমান্তি, ষষ্ঠ বেনিন; সপ্তম কঙ্গো ও আঙ্গোলা রাজ্য। এ সকলের বিশেষ২ কিছু জানি না, অতএব বলিতে পারিব না; কিন্তু কেহ২ বলে, যে জলো-পেরা উদ্যোগী ও যোদ্ধা বড়, এবং মান্দিঙ্গো লোকেরা নম্রস্বভাব। পূর্ব্বে ইউরপের লোকেরা ঐ দেশে গিয়া, অতি অন্যায় করিয়া লোক ধরিয়া আনিয়া, দেশ বিদেশে নিয়া গিয়া গোলাম করিয়া বিক্রী করিত। কতক বৎসর হইল ইংগ্লণ্ডের রাজা ঐ বাণিজ্যের বারণ করিয়াছেন; আর স্পানিয়ারদিগকে বত্রিশ লক্ষ টাকা দিয়া সে দেশেও ঐ অন্যায় বাণিজ্য বারণ করিয়া দিয়াছেন; এবং অন্য২ জাতিরা যে তাহা আর না করে এ জন্যে অনেক চেষ্টা পাই-তেছেন। আর ইংগ্লণ্ডের লোকেরা সে দেশে গিয়া ঐ গোলামি করা দায়ে থাকিয়া মুক্ত যে কাফ্রি সকল তাহাদিগকে বাসস্থান ইত্যাদি দিয়া তাহাদের বিদ্যা শিখাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

নি। ভাল, তবে ঐখানকার দক্ষিণ ভাগের বিবরণ কিছু বলি-বেন?

প। আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগেতে উত্তমাশা নামে অন্তরীপ আছে, যাহাকে বলে কেপ’। তিন শত বৎসর হইল ঐ অন্তরীপ জানা গিয়াছে, সে এখন ইংগ্লণ্ডীয়দের অধিকার। সেখানে কম বেশ প্রায় বিশ হাজার গোরা লোকের বাস আছে, আসল ঐ দেশীয় লোকেরা পৃথিবীর সকল লোকের কাছে নীচ ছিল, এক্ষণে ইউরপীয় লো-কদের চেষ্টার দ্বারা সেখানকার লোকেরা বিদ্যা শিখিয়া ক্রমে২ উচ্চ পদ পাইতেছে।

নি। আফ্রিকার মধ্যে কোন২ উপদ্বীপ আছে?

প। ঐখানে উপদ্বীপ কএকটা আছে, তাহার মধ্যে প্রধান উপ-দ্বীপ মাদাগাস্কর। সেটা দীর্ঘে সাত শত বিশ ক্রোশ, এবং প্রস্থে এক

শত আশী ক্রোশ, সে আপন দেশের রাজার অধীন। যে সকল মণ্ডল আছে সেই সকল মণ্ডলের যাহারা কর্ত্তা তাহাদেরই আপনং আয়ত্ত। তথাকার লোক সকল দেবপূজক, এবং বড় অসভ্য অর্থাৎ বড় ওরোম্বা; এক্ষণে সেখানকার রাজা ইংগ্লণ্ডহইতে নানা বিদ্যাতে বিদ্বান এমন কতক গুলি লোক আনাইয়া প্রজাদিগকে অনেক প্রকার শিল্প বিদ্যা ও লেখা পড়া এবং ধর্ম্ম পুস্তক শিখাইতেছেন। ইহার পূর্ব্ব দিগে পেম্বা নামে একটা উপদ্বীপ আছে। তৃতীয় কোমরা নামে দ্বীপ সমূহ। চতুর্থ মাদাগাস্করের পূর্ব্ব ভাগে মরিসিয়স ও বোর্বণ উপদ্বীপ। পঞ্চম আফ্রিকারপশ্চিমে সেন্ত হেলীনা, সে ইংগ্লণ্ডীয়দের অধিকারে; বোনাপার্ত্ত সেই স্থানে বন্দি হইয়া ১৮২১ শালে মরিয়াছেন। ষষ্ঠ, সান্ত তমস নামে খ্যাত একটা ক্ষুদ্র উপদ্বীপ, সে পোর্ত্তুগীশদের অধিকারে। সপ্তম, কেপ্ ডে বের্দ নামে উপদ্বীপ। অষ্টম, ঐ সকল ভাগের উত্তরে কানেরি, সে কতক গুলা উপদ্বীপ; তাহার একটার নাম তেনেরিফ, ঐ তেনেরিফে এমন একটা পর্ব্বত আছে, যে সমুদ্রহইতে সাত হাজার দুই শত হাত উচ্চ, ও যাটি ক্রোশ দূরে থাকিয়া দেখা যায়। নবম, মাদেরা উপদ্বীপ, সে দীর্ঘে ৪৫ ক্রোশ, প্রস্থে ১৮ ক্রোশ; সেখানহইতে তদ্দেশ নামে খ্যাত অত্যুত্তম মদিরা আইসে। তথাকার লোকসংখ্যা চৌষট্টি হাজার।

---

৭ পাঠ।

আমেরিকার বিবরণ।

নি। ও হে ভাই পরমানন্দ, আসিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর তিন ভাগের বিষয়শুনিয়া তো আপ্যায়িত হইলাম; এখন বাকী চতুর্থ ভাগ আমেরিকা তাহার বিবরণ কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি?

প। ভাল, তাহাও বলি, শুন। পূর্ব্বেতেই বলিয়াছিলাম, সে একটা স্বতন্ত্র দ্বীপ। তিন শত পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল, অর্থাৎ ইংরাজী ১৪৯২ শালে, জগতের অন্যং খণ্ডের লোকে প্রথমে ঐ দ্বীপকে জানিয়াছিল; ইহার পূর্ব্বে কেহ জানিত না। সেই আশ্চর্য্য কর্ম্মের বিবরণ কিছু বলি, শুন। চুম্বক্ পাতরের গুণ প্রকাশের দুই শত বৎসর পরে জিনোয়া দেশেতে এক ব্যক্তি জন্মিয়াছিল, তাহার নাম হইল কলম্বস। তখন ইউরপের মধ্যে পোর্ত্তুগীশেরা প্রধান নাবিক ছিল। কিছু দিনের পর কলম্বস পোর্ত্তুগীশদের সঙ্গে জাহাজে যাতায়াত করিতেং জাহাজ চালাইবার কর্ম্মে বড় নিপুণ হইয়া উঠিল; আর মনেং ঠাহরাইয়া স্থির করিল, যে ইউরপের অজ পশ্চিমে গেলে নিশ্চয় ভারত বর্ষে যাওয়া যায়, অতএব তাহার চেষ্টা করা উচিত। কিন্তু তখনকার অতি বড়ং যে জাহাজ, সেও তিন হাজার মোন বোঝাই নয়, এমন মহাজনী নৌকা অপেক্ষায় বিস্তর বড় ছিল না, এবং তৎকালে এত ভাগ্যবান মহাজনও ছিল না; অতএব সে বিষয়ের সহায়তার জন্যে তাহাকে কোন রাজার উপাসনা করিতে হইল। তাহাতে অনেকের কাছে নানা প্রকার চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, আর কোন খানে তো কিছুই হইল না; শেষেতে স্পানিয়ার রাজার রাণীর অনুগ্রহ পাইয়া ক্রমেতে তাবৎ দ্রব্যের আয়োজন প্রস্তুত হইলে ১৪৯২ শনের ৩ আঁগষ্টেতে কলম্বস জাহাজে আরোহণ করিলেন। তিনি যখন জাহাজে উঠেন, তখন সমুদ্র তীরেতে অনেক লোক একত্র হইয়া তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধির নিমিত্তে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কলম্বস জাহাজে উঠিয়া নিরালা পশ্চিম মুখে, জাহাজ চালাইয়া দেশান্তরে যাত্রা করিলেন, আর নাং ১ অক্টোবরের মধ্যে ঐ জাহাজ ১১৫৫ ক্রোশ পথ চলিয়া গিয়াছিল; কিন্তু ইহার মধ্যে ২১ দিন পর্য্যন্ত মৃত্তিকা না দেখিতে পাইয়া

নাবিকেরা যথেষ্ট খেদ করিয়া পুনর্ব্বার দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্যে বিস্তর চেষ্টা করিলেক; কেননা তাহাদের মনের মধ্যে এমনি এক খানা অভরসা জন্মিয়া উঠিল, যে ইহার সঙ্গে গেলে আমরা বুঝি আর বাঁচিয়া দেশে যাইতে পারিব না; এই জন্যে সকলেই মনেং ঠাহরাইল, যে কলম্বসকে সমুদ্রের মধ্যে ভাসাইয়া দিয়া আমরা জাহাজ লইয়া ফিরিয়া যাই। কলম্বসও বিবেচনা করিয়া দেখিলেন, যে বিনয়দ্বারা কিম্বা আজ্ঞাদ্বারা আরতো ইহাদিগকে থামাইয়া রাখা যায় না; এই হেতুক সকলের সম্মুখে এইটা প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে তিন দিনের মধ্যে যদি নূতন দেশ না পাই তবে একান্ত ফিরিব। তিনি কি ভরসায় অমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, না তৎকালে জল মাপিবার রসী সমুদ্রের মধ্যে ফেলিয়া মাটী পাওয়া গেল; এবং সমুদ্রের উপরে ভাসিয়া আসিতেছিল যে এক থলুয়া নূতন ফল ও কতক গুলা ছেঁড়া বেত, তাহা পাওয়াতে কলম্বসের আরো অধিক ভরসা জন্মিয়াছিল। ১১ অক্তবরে সন্ধ্যাকালে কলম্বস জাহাজের পালি জড়াইতে আজ্ঞা দিলেন। সেই রাত্রিতে কেহ আর চক্ষুর পাতা না বুজিয়া সকলেই সতর্ক থাকিল, কিন্তু কলম্বস রাত্রি দুই প্রহর সময়ে অতি দূরে একটা আলো চলিতেছে দেখিলেন; তৎকালে আগা জাহাজের লোকেরা দেশং করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল। তখনি জাহাজের লোকেরাও সেই আনন্দ ধ্বনির প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল। পর দিন প্রাতঃকালে ১২ অক্তোবরে দেড় ক্রোশ অন্তরে তাহারা তৃণ বৃক্ষাদিতে জড়িত একটা উপদ্বীপ দেখিতে পাইল। দেখিবামাত্র আনন্দেতে ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল, ও গান করিতে লাগিল, আর জাহাজের সমস্ত লোক কলম্বসের পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। তাহার পর জাহাজের উপরহইতে নৌকা নামাইয়া গান ও বাদ্যের সহিত দাঁড় টানিতেং সকলে কিনা-

রায় গেল, এবং কলম্বসের উদ্যোগেতেই নূতন দেশ দেখা গেল, সেই জন্যে প্রথমে তাঁহাকেই কিনারায় নামাইল; অনন্তর সকলে বাদ্য যন্ত্রাদি লইয়া সেই ভূমিতে নামিয়া পুনর্ব্বার হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিল, এবং সেইখানে স্পানিয়ার রাজার নামে নিশান তুলিয়া সে দেশ ঐ রাজার নামে অধিকার করিল। এই রূপে আমেরিকা দেশ প্রথমে জানা গিয়াছিল। তাহার পর ক্রমে২ স্পানিয়ারা এবং ইউরপের অন্য২ জাতিরা সেখানে গিয়া বসতি করিতে লাগিল। আমেরিকার প্রথম দর্শন কালে কলম্বসের সঙ্গে গিয়াছিল যে আমেরিকস বেস্পুসিয়স নামে এক জন নাবিক, সে দুই বৎসর বাদে পুনর্ব্বার দেশে আসিয়া সেই নূতন দেখা দেশের বিবরণ সকল প্রথমে ছাপাইয়াছিলেন, এই হেতুক তাহারি নামানুসারে ঐ দেশের নাম হইল আমেরিকা।

নি। ওহে ভাই, এই যে প্রকরণটি বলিলা সে তো আশ্চর্য্য বটে। ভাল, আমেরিকার সীমানা লম্বা চৌড়ায় কোন দিগে কত ক্রোশ, আর সেখানে কোন প্রকার লোক কত আছে?

প। সে দক্ষিণ উত্তরে লম্বায় সাড়ে সাত হাজার ক্রোশ, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে চৌড়ায় তিন হাজার নয় শত ক্রোশ। আসল আমেরিকার লোকেরা বড় অসভ্য, তাহাদের নিয়ত বসতির স্থান নাই, সর্ব্বদা বনে২ পশ্বাদি মারিয়া ও মৎস্যাদি ধরিয়া কাল কাটায়। আর আমেরিকাতে যে সকল ইউরপের লোক আছে, তাহাদিগকে এখন লোকে আমেরিকান অর্থাৎ মারকিন বলে; তাহারাই প্রায় সে দেশকে পরিপূর্ণ করিয়া আছে, এবং প্রতি বৎসর ইউরপের নানা স্থানের অনেক২ লোক স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া গিয়া সেখানে বাস করিতেছে; অনুমান হয়, যে পূর্ব্বে সেখানে ত্রিশ লক্ষ লোকের অধিক ছিল না, এক্ষণে তিন কোটি লোকের কম নাই। সে দেশেতে

বৎসরং যত লোক বৃদ্ধি হয়, পৃথিবীর মধ্যে আর কোন ঠাঁইতেই তেমন নয়। এই আমেরিকার ভাগ আছে দুই, উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা।

নি। ভাল, উত্তর আমেরিকা কেমন ঠাঁই?

প। উত্তর আমেরিকার পূর্ব্বে আট্লাণ্টিক মহাসাগর, পশ্চিমে পাসিফিক্ সাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আমেরিকাও পানামা নগর, তাহার উত্তর হিম সাগর, উত্তর পশ্চিম ভাগে বেরিং মোহানার দ্বারা আসিয়ার সঙ্গে বিভক্ত হইয়াছে। সেখানে যে সকল লোক আছে তাহারা প্রথমে ইংগ্লণ্ডহইতে আসিয়া ঐখানেতে বাস করিতেছে এই হেতুক তাহাদের ভাষা ও ব্যবস্থা ইত্যাদি প্রায় ঠিক ইংরাজ লোকদের সমান। তাহাদের দুই রাজসভা আছে, কিন্তু তাহাতে ইংগ্লণ্ডের মত রাজা এক জনও নাই, এবং বিশেষং লোকের বিশেষং মর্য্যাদার পদবী নাই; তবে কি না ঐ সভার মধ্যে একং জনকে বাছিয়া নিয়া চারিং বৎসরের নিমিত্তে রাজার পদে নিযুক্ত করে। তিনি মাসের মাস চারি হাজার টাকা দরমাহা পাইয়া ঐ চারি বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিতে পান। আর প্রত্যেক লোক আপনার মতে ঈশ্বরের সেবা করিতে পারে, এবং বিচার কর্ম্ম সুন্দর রূপে চলে। প্রত্যেক ব্যক্তি আপনারং উপার্জ্জিত ধন নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পায়; ফলতঃ প্রজাদের উপরে রাজার দৌরাত্ম্য নাই, ও ছলেতে কিম্বা বলেতে দণ্ড করিয়া ধন লওয়া নাই। যুদ্ধের উদ্যোগ না থাকাতে তখন সৈন্য সামন্ত কোথাও কিছু নাই; কিন্তু যদি যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন প্রত্যেক জন আপনং দেশ রক্ষার নিমিত্তে যুদ্ধ করিবার জন্যে আপনা আপনি আসিয়া তৈয়ার হয়। তাহারা যুদ্ধের জাহাজ বানাইতে চাহিলে অনায়াসে বানাইতে পারে, কেননা জাহাজের কাষ্ঠ ও সাজ সরঞ্জম সকলি ঐ দেশে মেলে; এবং

তথাকার নাবিকেরাও ইংগ্লণ্ডের নাবিকদের মত সাহসিক। অধিক আর কি বলিব? তাহারা সকল বিষয়েতেই ইংগ্লণ্ডীয়দের সঙ্গে অবিশেষ। তথাতে টোল চৌবাড়ী অনেক আছে, আর সে দেশের প্রায় কেহই মূর্খ হইতে পারিবে না, কেননা ইতর লোকদের বিদ্যার নিমিত্তে সকলে একান্ত চেষ্টা করে, এবং খয়রাতী পাঠশালা প্রায় সকল স্থানেতেই আছে।

নি। সেখানকার কোনং নগর প্রধান?

প। তথাকার প্রধান এক নগর বাসিঙ্টন, সে সর্ব্ব মণ্ডলের রাজধানী। দ্বিতীয়, ফিলাদেল্‌ফিয়া, অনুমান হয় এই নগরে লক্ষ লোক আছে। তৃতীয়, ন্যূয়র্ক্, অনমান ইহাতেও কম বেশ এক লক্ষ বিশ হাজার লোক আছে। চতুর্থ বষ্টন, সেখানেও আন্দাজী চল্লিশ হাজার লোক আছে। ইহা ছাড়া অনেকং নগরও আছে। এক্ষণে আমেরিকার বাণিজ্য প্রায় পৃথিবীর সকল ভাগেতেই চলিতেছে।

নি। ও হে, সে দেশতো উত্তম বটে, আর বিদ্যাতে এবং সুধারাতে দেশের কিং উপকার হয় তাহা আমি সুন্দর রূপে বুঝিলাম। ভাল, ঐ দেশের হ্রদ ও নদ নদীর বিশেষ কিছু বলিতে পার?

প। উত্তর আমেরিকার হ্রদ এমন বড়, যে তাহাকে প্রায় সমুদ্র বলা যায়; পৃথিবীর মধ্যে আর কোন এমন বড় হ্রদ নাই। সে সকল হ্রদের নাম এইং, সুপীরিয়র, ও মিচিগান, ও হুরোণ, ও এরি হ্রদ, ইহারা দীর্ঘে সাড়ে তিন শত ক্রোশ, প্রস্থে এক শত ক্রোশ। এখানকার প্রধান নদী মিসিসিপি, এ নদী লম্বায় বার শত ক্রোশ। দ্বিতীয় নদীসান্ত লারন্স। তৃতীয় নদী, বোর্বণ। চতুর্থ নদী পশ্চিম ভাগে ওরিগান। অনুমান হয় যে এই চারি নদীর জন্মস্থান পরস্পর এক শত ক্রোশের অধিক অন্তর নয়। পঞ্চম, ওহীও নামে এক অতি সুন্দর নদী; সে নদী দীর্ঘে এগার শত ক্রোশ চলিয়া আসিয়া মিসিসিপি নদীর

সঙ্গে মিলিয়াছে। এ সকল ছাড়া মিসুরী ও দেলাবার ও হদ্‌সন ইত্যাদি অন্যং নদীও আছে।

নি। উত্তর আমেরিকাতে স্পানিয়ার্দের কোনং দেশ অধিকার ছিল?

প। এই সকল দেশ। প্রথমতঃ মেক্‌সিকো, ইহার একটা নামান্তর আছে নবস্পানিয়া। দ্বিতীয়তঃ নব মেক্‌সিকো। তিন শত বৎসর হইল স্পানিয়ারা ঐ সকল দেশ আপনাদের অধিকারের মধ্যে করিয়া নিয়াছিল, এখন ঐ দেশের লোক সকল স্পানিয়ার্দের অধিকারে অতিশয় দুঃখ ক্লেশ পাইয়া স্বতন্ত্র হইয়াছে। সে দেশে সোণা রুপার আকর আছে, এই প্রযুক্ত সে অতি প্রসিদ্ধ স্থান; কিন্তু সে দেশের ইতর লোকদের প্রায় বিদ্যাভ্যাস নাই, এবং তাহারা প্রায় সকলেই অজ্ঞতাতে ও দুষ্মেতে ডুবিয়া রহিয়াছে। পূর্ব্ব ও পশ্চিম ফ্লরিডা স্পেন লোকের অধিকার ছিল, কিন্তু কতক বৎসর হইল তাহারা সন্ধি দ্বারা ঐ দেশ আমেরিকার লোকদিগকে দান করিয়াছে।

নি। তথাতে কোনং দেশ ইংলণ্ডীয়দের অধিকার?

প। তথাতে ইংলণ্ডীয়দের অধিকার কানডা, ন্যুবুন্সিক ইত্যাদি কতক গুলি স্থান আছে। আর গ্রীনলণ্ড নামে এক দেশ আছে; সে দেন্মার্কদের অধিকার; তাহাকে এখনও আমেরিকার সামিল গণিতে হয়, কেননা সে উত্তর পূর্ব্ব ভাগে আমেরিকার সঙ্গে মিলিত আছে; সে দেশ পর্ব্বতে ও বরফেতে ও হিমেতে জড়িত।

নি। ভাল, উত্তর আমেরিকার কথা তো শুনিলাম, এখন দক্ষিণ আমেরিকার কথা কিছু বল দেখি, শুনিতে বাঞ্ছা করি।

প। ঐ দেশ লম্বায় সাড়ে তিন হাজার ক্রোশ, প্রস্থে দুই হাজার সাড়ে চারি শত ক্রোশ। এই বৃহৎ দেশ স্পানিয়া ও পোর্ত্তুগীশ এই

দই জাতির অধিকার ছিল, কিন্তু ক্রমেং মেক্‌সিকো দেশের মত, কতক প্রদেশ স্বতন্ত্র হইতেছে। এই দেশে অন্যং দেশ অপেক্ষায় বড়ং নদী আছে, এবং অতি বড় আশ্চর্য্য পর্ব্বত আছে। প্রথম নদী আমাজন, সে দুই হাজার আট শত ক্রোশ চলিয়া আসিয়া আট্লাণ্টিক সাগরে মিশিয়াছে; দ্বিতীয় রীও দে লা প্লাতা, অর্থাৎ রূপা প্রসবিনী নদী; এ নদী আমাজন নদীহইতে দীর্ঘে ছোট। তৃতীয় ওরোনুকো নামে নদী, এ নদীও আট্লাণ্টিক সাগরে আসিয়া মিলিয়াছে। এই দেশে আন্দেশ নামে অতিশয় লম্বা এক পর্ব্বত শ্রেণী আছে, ইহার যে অতিশয় উচ্চ শৃঙ্গ আছে সে সমুদ্রহইতে মাপিতে ঊর্দ্ধে তের হাজার পাঁচ শত বিশ হাত উচ্চ হইবে। এদেশে আরো এক অগ্নিময় পর্ব্বত আছে, সেও বড় ন্যূন নয়, ঊর্দ্ধে বার হাজার হাত।

নি। এ দেশের লোকসংখ্যা কত?

প। এই বৃহৎ দেশে স্পানিয়ার্দের অধিকার যে ছিল তাহাতেএক কোটি বিশ হাজার লোক আছে। এই খানে সোনা রূপার আকরের রাজস্ব সনং তিন কোটি টাকা আদায় হয়। এ দেশের ইতর লোকদের প্রায় বিদ্যা নাই। এখাকার রাজধানী লীমা নামে নগর, অনুমান করি ঐ নগরে পঞ্চাশ হাজার লোক আছে। এবং এ দেশেতে পোর্ত্তুগীশদের অধিকারের নাম ব্রাজীল, সে দীর্ঘে ও প্রস্থে আটার শত ক্রোশ, অর্থাৎ চারি দিগে সমান; ইহার প্রধান নগর রীও জানেরো; এই দেশে হীরার আকর আছে, কিন্তু সে হীরা ভারত বর্ষের হীরার সমান নয়। আর এখানকার লোক সংখ্যা সত্তর লক্ষ।

নি। দক্ষিণ আমেরিকাতে আর কোন জাতির অধিকার আছে কি না?

প। হাঁ, আছে, কায়েন্‌ নামে এক দেশ ফরাসিসদের অধিকার, তথাতে এ দেশের বাণিজ্যের প্রধান বস্তু রক্তবর্ণ গোল মরিচ।

দুই হাজার গোরা আছে। দেড় শত বৎসর হইল সূরিনাম নামে খ্যাত এক ক্ষুদ্র দেশ হলাণ্ডীয়দের অধিকার হইয়াছে, অনমান হয় সেখানেও দুই হাজার গোরা আছে! তথাতে কোন দ্রব্যের আকর নাই। এই সকল ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকাতে ক্ষুদ্রং বন্য জাতি আছে, তাহাদের সবিশেষ কিছু জানা যায় নাই। দক্ষিণ আমেরিকার নিকটে উপদ্বীপ অতিশয় ক্ষুদ্র।

ষষ্ঠ ভাগ।

জ্যোতিষের বিস্তারিত কথা।

১ পাঠ।

সৌর জগতের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, পৃথিবীর নানা বিবরণ শুনিয়া মনেং পরম সন্তুষ্ট হইলাম; এখন আকাশের বস্তু সকলের মধ্যে কি না জ্যোতিষের মধ্যে যেং বস্তুর নিরূপণ হইয়াছে, তাহা যদি কিছু বলিতে পার, তাহা শুনিতে বড় ইচ্ছা হয়।

পরমানন্দ। ভাল, তবে তাহারো কিঞ্চিৎ বলি, শুন। সকলের আগে সূর্য্য এবং সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘোরে যে গ্রহ সকল, তাহাদের কথা কহা উচিত।

নি। তবে সূর্য্য কি প্রকারে আছে, এবং তাহার গতি বিধি কি প্রকার?

প। সূর্য্য নিশ্চল, অর্থাৎ চলে না, এবং অজীবন, ফলতঃ তাহার জীবাত্মা নাই; আর সর্ব্বদা ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে যে গ্রহ সকল, তাহাদের মধ্যখানে সূর্য্য স্থাপিত আছে। তাহারি তেজেতে গ্রহ তেজস্বী হইতেছে। ঐ সূর্য্যের মণ্ডল পৃথিবী মণ্ডলহইতে দশ লক্ষ গুণে বড়, এবং পৃথিবীহইতে আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে আছে।

নি। ভাল, পৃথিবীহইতে সূর্য্য যে কত দূর পণ্ডিতেরা ইহা কেমন করিয়া জানিলেন?

প। কি প্রকারে জানেন তাহার একটি উপায় এই। আলোর গতি ধরিয়া গণনা করিয়া ফল স্থির করিয়াছেন; তাহাতেই জানিতে পারি-

য়াছেন, যে পৃথিবীহইতে সূর্য্য কত দূর অন্তরে। আর তাঁহারা বলেন; যে পৃথিবী মণ্ডলহইতে সূর্য্য মণ্ডল দশ লক্ষ গুণেতে বড়। ইহাতে যদি বল, যে তবে একখানি ক্ষুদ্র থালের আকারের মত দেখা যায় কেন, সেই জন্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ একটা দৃষ্টান্ত বলি শুন। যেমন কোন স্থূল এবং দীর্ঘ কায় যুবা পুরুষ এক জন বড় উচ্চ কোটার উপর উঠিলে নীচের লোকে তাহাকে একটি ছোট বালকের মত দেখিতে পায়, তেমনি পৃথিবীহইতে আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে আছে যে সূর্য্য, সে অতি বৃহৎ হইলেও একখানি থালের ন্যায় দেখা যায়।

নি। ভাল, তবে গ্রহ সমুদয়েতে কত গুলি, আর তাহাদের নামই বা কিং?

প। পূর্ব্বে জানা গিয়াছিল, যে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, কেবল এই মাত্র; পরে ১৭৮১ শালে আর একটা গ্রহ দেখা গিয়াছিল, তাহার নাম জর্জ্জিয়ম; এবং তাহারি আর কএক বৎসর পরে আরো চারিটা গ্রহ জানা গিয়াছে, ক্রমশঃ তাহাদের নাম বলি শুন। একটার নাম শীরিশ, দ্বিতীয়টার নাম পাল্লাস, তৃতীয়টার নাম জুনো, চতুর্থটার নাম বেষ্টা; এই চারিটা গ্রহ কেবল চক্ষু দিয়া দেখা যায় না, দূরবিণ দিয়া দেখা যায়।

নি। গ্রহদের স্থিতি এবং গমনের রীতি কি প্রকার?

প। গ্রহ সকল সূর্য্যহইতে বিশেষ২ অন্তরেতে শূন্যের উপরেই স্থাপিত আছে; আর তাহাদের গতি হইয়াছে দুই প্রকার, দিনের গতি ও বৎসরের গতি। তাহার মধ্যে প্রথমে বৎসরের গতি বলি শুন। প্রত্যেক গ্রহ যে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া ঘোরে, সেই জানিবা গ্রহদের বার্ষিক গতি; যেমন এই পৃথিবী হইয়াছে যে এক গ্রহ, সে তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনেরো দণ্ডেতে সূর্য্যকে এক

বার প্রদক্ষিণ করিয়া ঘুরিয়া আইসে, তাহাতেই পৃথিবীর লোকের ঐ পরিমিত দিনেতে ও দণ্ডেতে এক পূর্ণ সম্বৎসর হয় ; এইতো বৎসরের গতি বলিলাম, শুনিলা? এখন দিনের গতি বলি, শুন। গুহ সকল যখন প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, তখন চাকার মত আপনারা ঘূরিতে২ প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, সেই ঘোরার নাম দিনের গতি ; যেমন পৃথিবী ষাটি দণ্ডের মধ্যে আপনি এক বার চাকার মত ঘোরে, তাহাতেই এক দিবা রাত্রি হয়। ফলিতার্থ কি? সূর্য্য নিজে অচল, সে এক স্থানেতেই স্থির আছে ; পৃথিবী ও আর২ গুহ সকল ইহারা ঘূরিতে২ সূর্য্যের চারিদিকে বেড়ায়, এই ঘূর্ণনেতে ক্রমে২ পৃথিবীর সর্ব্ব দেশেই সূর্য্যের জ্যোতি লাগিতেছে। যখন যে দেশে জ্যোতি লাগিতেছে, তখন সেই দেশে দিন প্রকাশ হইতেছে ; আর যখন যেখানে জ্যোতি না লাগিতেছে, তখনি সেখানে রাত্রি হইতেছে। ইহাতে যদি বল, পৃথিবী যে ঘোরে এ কথা সম্ভব নয়, কেননা সাক্ষাতে দেখিতে পাই যে পৃথিবী যেমন তেমনি আছে, আর সূর্য্য দেখিতেছি পৃথিবীর চারিদিকে ঘূরিয়া বেড়াইতেছে ; তবে ঐ কথার প্রত্যুত্তর শুন। দেখ, কোন লোকের গাড়িতে কিম্বা নৌকাতে চড়িয়া অতি বেগে যাইতে হইলে, সে আপনা আপনি অবশ্য এমত জ্ঞান করে না যে আমি চলিতেছি, যেমন তেমনি ঠিক বসিয়া আছি ; বরঞ্চ এমন জ্ঞান হয়, যে সম্মুখের ঘর, দ্বার, গাছ, পালা সকল আমার নিকট আসিতেছে ; তেমনি পশ্চিমাবধি পূর্ব্বমুখে পৃথিবীর গতি অতি বেগে, এই প্রযুক্ত আমাদের চক্ষুর দৃষ্টিতে বোধ হয় যে সূর্য্য পূর্ব্বহইতে পশ্চিমে যাইতেছে। এইক্ষণে কহা গিয়াছে, যে দিনের গতি ও বৎসরের গতি। সেই উভয়ের উদাহরণ এক কালে দেই, অবধান কর। দেখাদেখি, গাড়ীতে চড়িয়া একটা বাটীর চারি দিকে ঘূরিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হইলে, সেই গাড়ী ঐ বাটীর চারি দিকে এক

বার ঘূরিয়া আসিতে২ তাহার চাকা নিজ আলের উপরে কত বার ঘোরে। ইহা ঠাহরাইয়া দেখিলেই পৃথিবী যে দিবারাত্রি ষাটি দণ্ডের মধ্যে ঐ চাকার মত এক ২ বার ঘূরিতে ২ তিন শত পঁয়ষট্টি বারে সূর্য্য মণ্ডলকে এক বার প্রদক্ষিণ করে, ইহা অনায়াসে জানা যায়। এই দুই প্রকার গতি ধরিয়া বিবেচনা করিলেই দিনের গতি ও বৎসরের গতি বোধ হয়। সংক্ষেপে আরও একটা উদাহরণ বলি, শুন। যেমন একটা ভাঁটা ফেলিয়া দিলে এক কালে গড়াইতে২ দূরে যায়, তেমনি জানিবা পৃথিবীর দিনের গতি আর বৎসরের গতি।

নি। ভাল ২ ও কথাতো স্পষ্ট রূপে বুঝিলাম; কিন্তু আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, পৃথিবী যদি শূন্যান্তরে আছে তবে পড়ে না কেন?

প। সে পড়ে না কেন? না সৃষ্টিকর্ত্তার এমনি এক খানি নিয়ম আছে, যে এক বস্তুর শক্তিতে অন্য বস্তু আকৃষ্ট থাকে, ফলিতার্থ যে বস্তু বড় হয় সে ক্ষুদ্র বস্তুকে আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া রাখে। এখন দেখ, সূর্য্যমণ্ডল অপেক্ষায় পৃথিবীমণ্ডল দশ লক্ষ গুণে ছোট, এই হেতুক সূর্য্যের আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া সে আছে। সূর্য্য যদি তাহাকে টানিয়া না রাখিত, তবে ক্রমেতে পৃথিবীর অধঃপতন অবশ্যই হইত।

নি। ভাল, যে কথা বলিলা তাহা বুঝিলাম, তবে আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি। পৃথিবী গোলাকার হইয়া যদি শূন্যের উপরে সর্ব্বদা ঘূরিতেছে, তবে পৃথিবী স্থিত যে বস্তু সকল, অর্থাৎ স্থাবর জঙ্গমাদি, ইহারা সকল কেন অধোগত হয় না?

প। ওহে, এ কথা তুমি বলিতে পার, কিন্তু ইহার মধ্যে একটি চিকণ কথা আছে, সেই কি না, যাহা আগে বলিলাম, যে এক বস্তু অন্য বস্তুকে আকর্ষণ করে। অতএব দেখ, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে স্থাবর জঙ্গমাদি সকল বস্তুই গাঁথা আছে। ইহার একটা নিদর্শন

বলি, অনুভব কর। পৃথিবীহইতে কোন বস্তু উচ্চ করিয়া তুলিতে গেলে ভার বোধ হয় কেন? তাহার বীজ এই, পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে সদাই টানিতেছে, সেই জন্যে যত টানে ততই ভার বোধ হয়। আরও দেখ, যদি কোন লোক উর্দ্ধ ভাগেতে এক খান ঢেলা কিম্বা ইট ইত্যাদি নিক্ষেপ করে, তবে যত ক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার সঙ্গে বেগ থাকে, তত ক্ষণ উপরে উঠে, আর বেগনিবৃত্তি হইবা-মাত্র পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী-তেই পড়ে। এই আকর্ষণের নিয়ম নিউতন নামে মহাখ্যাত এক জন ইংরাজ জ্যোতির্ব্বিৎ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার ফল যদি প্রত্যক্ষ করিতে চাহ তবে একটুকি চুম্বক পাতর আর একটুকি লৌহ আন; তবে দেখিতে পাইবা, যে চুম্বকের আকর্ষণী শক্তিতে লৌহ খণ্ড আকৃষ্ট হইবে।

নি। তুষ্ট হইলাম, এখন জিজ্ঞাসা করি, সূর্য্য যদি সকলের মধ্য-খানে আছে, তবে গ্রহদের মধ্যে কোন গ্রহ সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী?

প। বুধ নামে যে গ্রহ সেই অন্যং গ্রহ অপেক্ষায় সূর্য্যের নিকটে আছে; তথাপি সে সূর্য্যহইতে তিন কোটি পঁচিশ লক্ষ ষাটি হাজার ক্রোশ অন্তরে। এই বুধ গ্রহের বিস্তার দুই হাজার আট শত সাঁইত্রিশ ক্রোশ। সে চৌরাশী দিনেতে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে; ঐ চৌরাশী দিনকে তাহার এক পূর্ণ সম্বৎসর মানিতে হইবে। বুধ গ্রহ যে সমুদয় গোল ইহা এখানহইতে দেখা যায় না, কারণ সে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী, এই প্রযুক্ত তেজে ঢাকা থাকে, সর্ব্বাবয়ব দেখা যায় না।

নি। সূর্য্যহইতে শুক্র গ্রহ কত দূরে?

প। শুক্র গ্রহ সূর্য্যহইতে পাঁচ কোটি আটানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার ক্রোশ অন্তরে। এ গ্রহ দুই শত চব্বিশ দিনেতে সূর্য্যকে এক-

বার প্রদক্ষিণ করে, আর সাতায় দণ্ড বাওয়ায় পলেতে আপনি এক বার চাকার ন্যায় ঘোরে। এ প্রায় পৃথিবীর সমান বড়।

নি। ভাল, পৃথিবীর আর কোন্ বিবরণ আছে?

প। তবে শুন, পূর্ব্বে যেমন বলা গিয়াছে যে সূর্য্যহইতে পৃথিবী আট কোটি ছত্রিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর, আর আড়াই দণ্ডের মধ্যে একান্ন হাজার ক্রোশ ভ্রমণ করিতে২ তিন শত পঁয়ষট্টি দিন পোনের দণ্ড একত্রিশ পলেতে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে, ইহাতেই আমাদের এক বৎসর হয়; এবং ষাটি দণ্ড দিবা রাত্রিতে আপনি একবার চাকার মত ঘোরে, তাহাকে আমরা এক দিন বলি। পৃথিবীর বিস্তার সাত হাজার ক্রোশ; আর এই পৃথিবীর চন্দ্র নামে একটা উপগ্রহ আছে, সে উনত্রিশ দিন সাড়ে সাতাইশ দণ্ডে পৃথিবীকে এক বার বেষ্টন করিয়া আইসে, তাহাতে এক চান্দ্র মাস হয়।

নি। এইক্ষণে মঙ্গল গ্রহের বিবরণ কিছু বল।

প। শুন ভাই, বলি। মঙ্গল গ্রহ সূর্য্যহইতে বার কোটি সাত ষট্টি লক্ষ বিশ হাজার ক্রোশ অন্তরে, এবং ছয় শত সাতাশী দিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া এক পাক ঘুরিয়া আইসে, তাহাতে আমাদের এক বৎসর দশ মাস বাইশ দিনেরও কিছু অধিক হয়, এবং এক ষট্টি দণ্ড সাড়ে সাঁইত্রিশ পলেতে আপনি চাকার মত এক পাক ঘোরে। এই মঙ্গল গ্রহ পৃথিবীহইতে কিছু ছোট, ইহার বিস্তার তিন হাজার ছয় শত ছেয়াশী ক্রোশ। ইহাকে অতিশয় রক্তবর্ণ দেখা যায়। এ গ্রহের কোন উপগ্রহ নাই।

নি। তবে সূর্য্যহইতে বৃহস্পতি কত দূর অন্তরে?

প। সূর্য্য আর বৃহস্পতিতে পরস্পর তেতাল্লিশ কোটি ক্রোশ অন্তরে। এই বৃহস্পতি বার বৎসরে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করে, ও পাঁচিশ দণ্ডেতে আপনি চাকার মত এক পাক ঘোরে। এ গ্রহ পৃথিবীহইতে

চৌদ্দ শত গুণ বড়। এই গুহের চারি উপগুহ আছে; দূরবিণ দিয়া দেখা যায়, যে এই গুহের গায়েতে জরির পটুকার মত কি চক্২ করে।

নি। তবে শনি গুহের বিষয় কিছু বল।

প। শনি গুহ সূর্য্যহইতে ঊনাশী কোটি বিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তর। সে ঊনত্রিশ বৎসরে সূর্য্যকে এক পাক প্রদক্ষিণ করে, আর পঁচিশ দণ্ড চল্লিশ পলে আপনি চাকার মত এক পাক ঘোরে। এ গুহ পৃথিবী অপেক্ষায় নব্বই গুণ বড়; কিন্তু দূরবিণ না হইলে লোকে ভাল মতে প্রায় দেখিতে পায় না। এই গুহের উপগুহ সাতটা আছে।

নি। ভাল, তবে জর্জিয়ম নামে যে গুহ প্রথমে কে তাহার অনুসন্ধান করিয়াছিল?

প। ১৭৮১ শালেতে হর্স্কেল নামে এক সাহেব প্রথমে ঐ তারার অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এই নিমিত্তে ঐ সাহেবের মর্য্যাদার জন্যে সকলে ঐ তারার আর একটা নাম হর্স্কেল রাখিয়াছে। সেই গুহ সূর্য্যহইতে এক শত আটান্ন কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ অন্তরে। এ গুহ তিরাশী বৎসরেতে সূর্য্যকে একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আইসে। এই গুহের উপগুহ ছয়টা আছে, কিন্তু দূরবিণ ছাড়া প্রায় চক্ষুতে দেখা যায় না।

নি। এ সকল ছাড়া আর যে চারিটা উপগুহের কথা বলিয়াছিলা, তাহার বিশেষ বিবরণ বল।

প। তবে ক্রমে বলি। প্রথম শারীশ, দ্বিতীয় পাল্লাস, তৃতীয় জুনো, চতুর্থ বেষ্টা। এই কএকটা গুহ বিশেষ২ সময়ানুক্রমে দেখা গিয়াছিল। ইহার মধ্যে শারীশ ও বেষ্টা ইহারা সূর্য্যহইতে বাইশ কোটি অষ্টাশী লক্ষ ক্রোশ অন্তরে। এবং জুনো সূর্য্যহইতে ছাব্বিশ কোটি চল্লিশ লক্ষ ক্রোশ দূরে। পাল্লাস চব্বিশ কোটি ক্রোশ অন্তরে আছে। এ সকল তারা অতি ছোট দেখা যায়

২ পাঠ।

ঋতুর বিষয়।

নি। এইক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, যে এই পৃথিবীতে দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি এবং ঋতুভেদ কিসেতে হয়, তাহা বলিতে পার?

প। সে সকল পৃথিবীর বক্র গতি প্রযুক্ত হয়। তাহার বৃত্তান্ত শুন। ভূগোল বেত্তারা পৃথিবী ভাগ করিবার জন্যে তাহার মধ্যখানে পূর্ব্ব পশ্চিমে একটা রেখা কল্পনা করিয়াছেন, তাহারি দক্ষিণ উত্তর উভয় পার্শ্বে নব্বই২ অংশ করিয়া সমুদয়ে এক শত আশী অংশ করিয়াছেন। একং অংশেতে ষাটি ক্রোশ পরিমিত ভূমি। সেই রেখার সমসূত্র পাতন্যায়ে ঊর্দ্ধে শূন্যেতেও একটা রেখা কল্পনা করেন, তাহার নাম বিষুব রেখা। ১১ আশ্বিন ও ১১ চৈত্র সূর্য্য সেই রেখার উপরে থাকে, সেই প্রযুক্ত ঐ দুই দিনে দিবা রাত্রি সমান হয়। আর পৃথিবী যদি সর্ব্বদা সমান ভাবে ভ্রমণ করিত, তবে সূর্য্যের তেজ সদা সমভাবে রেখা ভূমির উপরে লাগিত, এবং শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি ছয় ঋতুর ভেদ হইত না, আর ১২ মাস দিবা রাত্রি সমান হইত; তাহা না হওয়াতে রেখাস্থানহইতে ১১ আশ্বিন অবধি ১১ পৌষ পর্য্যন্ত ক্রমে সাড়ে তেইশ অংশ বক্রগমন করে, তাহাতে সূর্য্যের দক্ষিণ গতি বোধ হয়। এবং সেই দিন অবধি ক্রমেং ফিরিয়া আসিয়া ১১ চৈত্রে বিষুব রেখার নীচে দাঁড়ায়। পুনর্ব্বার সেই দিন অবধি ১১ আষাঢ় পর্য্যন্ত ক্রমেতে সাড়ে তেইশ অংশ বক্র ভাবে চলে, তাহাতে সূর্য্যের উত্তর গতি বোধ হয়; অনন্তর ঐ ১১ আষাঢ় অবধি উত্তরহইতে মুখ ফিরাইয়া ১১ আশ্বিনে বিষুব রেখার নীচে আসিয়া দাঁড়ায়। ঐ দক্ষিণ গতির নাম দক্ষিণায়ন, ও উত্তর গতির নাম উত্তরায়ণ। পৃথিবীর এই বক্র গতি প্রযুক্ত ঋতুভেদ হয়,

ও দিন রাত্রি ছোট বড় হয়। কিন্তু লোকত এই প্রসিদ্ধ আছে, যে সূর্য্যের গতি বিশেষে ঐ সকল ঘটে, ফলতঃ তাহা নয়, তবে কি? না পৃথিবীর গতি বিশেষেতে যে ঋতুভেদ ও দিবা রাত্রির হ্রাস বৃদ্ধি এই স্থির সিদ্ধান্ত জানিবা।

নি। ওহে ভাই, তুমি যে কথা কহিলা সে প্রমাণ বটে। আর যাহাতে অনায়াসে দিবা রাত্রিভেদ ও ঋতুভেদ হয়, পরমেশ্বর ইহার কিবা আশ্চর্য্য উপায় সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কেমন অসীম চমৎকার বুদ্ধি প্রকাশ হইতেছে! ইহা এক বার দেখ, এমন আর কখন কেহ দেখে নাই। ভাল, পৃথিবীর দিনের গতির বিষয়ে আর কিছু বলিতে পার?

প। বলি শুন। চাকা যেমন আলের উপরে ঘোরে, পৃথিবীও সেই প্রকার পশ্চিমহইতে পূর্ব্বাভিমুখে ঘূরিতেং এক দণ্ডের মধ্যে ১৫ অংশ অর্থাৎ ৯০০ ক্রোশ পর্য্যন্ত সূর্য্যের সম্মুখে ঘূরিয়া আইসে, তাহাতে ক্রমেং তাবৎ দেশই সূর্য্যের সম্মুখে পড়ে। এখন বুঝিয়া দেখ, লণ্ডন নগরহইতে প্রায় ৯০ অংশ পূর্ব্বে কলিকাতা, তৎপ্রযুক্ত কলিকাতাস্থ লোকেরা যখন সূর্য্যোদয় দেখিতে পায় তাহার ১৫ দণ্ড পরে লণ্ডনের লোকেরা তাহা দেখিতে পায়, এই পরিমাণানুসারে বঙ্গ দেশে যখন দুই প্রহর বেলা, ইংলণ্ড দেশে তখন প্রাতঃকাল হয়।

৩ পাঠ।

ধূমকেতুর বিষয়।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে এখন ধূমকেতুর বিবরণ কিছু বল?

পরমানন্দ। ধূমকেতু সূর্য্যের চতুর্দিকে ঘোরে, ঐ ধূমকেতু দুই একটা নয়, অর্থাৎ অসংখ্য ধূমকেতু আছে; অনুমান হয় সৌর জগ-

তের মধ্যে সাড়ে চারি শতের কম নাই, অধিক যে হউক। ইহা-দিগকে ধূমকেতু বলে কেন? না ঝুঁজার ন্যায় ইহাদের একটা২ লাঙ্গুল আছে, কিন্তু কখনং বিনা লাঙ্গুলে গ্রহদের মত গোল আকারও দেখা যায়। ইহাদের গতি সমান নয়, কখন সম্মুখে চলে, কখন বা পশ্চাৎ চলে; কোন সময়ে আসলেই চলে না, স্তম্ভিত ন্যায় থাকে। কোন২ জ্যোতির্ব্বেত্তারা বলেন, যে ধূমকেতু কৃষ্ণবর্ণ, ফলতঃ তাহাতে সূর্য্যতেজ লাগিলে সে আলো হয়। আর লাঙ্গুলের বিষয়ে অনেকে অনুমান করিয়াছেন, যে সূর্য্যের তেজেতে সেই লাঙ্গুলাকার দেখা যায়, কিন্তু সূর্য্যের কেমন তেজ লাগিলে তেমন হয়, তাহা নিশ্চয় জানা যায় নাই। ধূমকেতু কোন২ সময়ে যে বেগে ধায় এ কথা প্রায় বিশ্বাস হয় না, কিন্তু ১৭৭০ শালের জুলাই মাসে ব্রাইডোন নামে এক সাহেব একটা ধূমকেতু দেখিয়াছিলেন, সেটা ২৪ ঘন্টার মধ্যে এত দূর পর্য্যন্ত দৌড়িয়াছিল, যে অনুমানে ঐ ধূম-কেতু দিবা রাত্রি ষাইট দণ্ডের মধ্যে তিন কোটি ক্রোশ পথ চলিতে পারে। কোনং ধূমকেতু সূর্য্যের এত নিকটে যায়, যে তাহার শরীর টা একেবারে সূর্য্যের উত্তাপে ভাজা২ হইয়া উঠে। নিউটন সাহেব গণনা করিয়া দেখিয়াছিলেন, যে ১৬৮০ শালের ধূমকেতু জ্বলন্ত লৌহ পিণ্ড অপেক্ষায় দুই হাজার গুণ উত্তপ্ত।

সৌর জগতের যাবদ্বস্তুর মধ্যে ধূমকেতু বিষয়ের অনুমানের নিমিত্তে যথেষ্ট ভাবনা জন্মিয়াছে। ধূমকেতুর আকার অতি বিকট, এই হেতুক পৃথিবীর সৃষ্টি অবধি লোক সাধারণের মনে দেখিবা মাত্র ভয় জন্মে, কেননা তাহার উদয়েতে দেশের উপরে যুদ্ধভয় ও মারীভয় প্রভৃতি আপদ ঘটে, এই মত বুঝিয়া তাহাকে দুর্দ্দশার আদি চিহ্ন স্বরূপ করিয়া জানে। যাবৎ পর্য্যন্ত লোক সকল অজ্ঞান ছিল, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ সকল মিথ্যা ভয় পাশেতে বাঁধা ছিল; এখন ধূমকেতুর যথার্থ নির্ব্বাচনে সেই বন্ধনহইতে মুক্ত হইয়াছে।

৪ পাঠ।

রাশি চক্রের বিষয়।

নিত্যানন্দ। এখন রাশিচক্রের বিষয় যদি কিছু জান, তবে বল।

পরমানন্দ। তবে বলি শুন, পূর্ব্বে কহা গিয়াছে যে বিষুব রেখার উভয় পার্শ্বে যে সাড়ে তেইশ অংশ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বক্র গতি হয়, তাহার নাম ক্রান্তি; এই ক্রান্তির উভয় পার্শ্বে মোটে সীমা যে সাতচল্লিশ অংশ তাহার মধ্যে যে গোলাকৃতি স্থান, সেই স্থানের বার ভাগ হইয়াছে; এবং তাহাতে যে সকল তারা দেখা যায় তাহারাও তদ্রূপে বার ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাহার নাম রাশি, অর্থাৎ ক্রান্তির বার প্রকার চিহ্ন। তাহার নাম এইং মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বিছা, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ, মীন। সূর্য্য যখন যে কোন রাশিতে প্রবেশ করে তখনি একটা নূতন মাস হয়, এবং লোকেও বলে যে আজি সংক্রান্তি, যেহেতুক সূর্য্য অমুক রাশিতে গেলেন, ফলতঃ তাহা নয়, কিন্তু পৃথিবী রাশিতে প্রবেশ করে।

---

৫ পাঠ।

তারার বিষয়।

নিত্যানন্দ। তবে আরং সকল তারা যে দেখা যায় এ কেমন?

পরমানন্দ। গ্রহ সকল যেমন সর্ব্বদা ঘূরিতেছে তারা সকল তেমন নয়, তাহারা স্বং স্থানেতেই আছে। এই যে তারা তাহাদের সংখ্যা নাই, কিন্তু চক্ষু দিয়া এক সময়ে এক হাজার তারার অধিক দেখা যায় না। তারা সকল নিজের তেজে তেজস্বিনী, অর্থাৎ আপনা-দের তেজে আপনারা প্রকাশ পায়। কোনং পণ্ডিতেরা মনে করেন, যে একং তারা একং সূর্য্যের সমান, অর্থাৎ সূর্য্যের চারি দিকে

যেমন রাশিচক্র ভ্রমণ করে, তেমনি প্রত্যেক তারার চতুর্দ্দিকেও এক২ রাশিচক্র ভ্রমণ করে। তারাগণ পৃথিবীহইতে অতি দূরে আছে; যে তারা পৃথিবীর অধিক নিকট, সেও পৃথিবীহইতে দেড় লক্ষ ক্রোশ অন্তরে আছে। আর ঐ তারাগণ অপরিমিত শূন্যেতে স্থাপিত হইয়া আছে। সূর্য্যহইতে এক তারা যত দূর অন্তরে, আরবার অন্য তারা তাহাহইতে তত দূর অন্তরে আছে। অনুমান করি, তারা যদি একটা২ লোক বিশেষ হইত, তবে তারাতে ও সূর্য্যতে এত দূর অন্তর, যে তারাস্থিত লোকেরা সূর্য্যকে তারার মত ক্ষুদ্র দেখিতে পাইত। আর অন্য২ তারাকে যেন একটা২ অগ্নির কণার মত দেখিতে পাইত। আর আমাদের দৃষ্টিতে যে সকল তারা এক সমান দেখা যায় না, তাহার বীজ এই, কোন তারা অধিক দূরে ও কোন তারা অল্প দূরে আছে; অতএব বুঝিয়া দেখ, যে তারা কিছু নিকটে সে বড় দেখা যায়, ও যে কিছু দূরে আছে, সুতরাং সে ক্ষুদ্র দেখা যায়। এই হেতুক জ্যোতির্ব্বেত্তারা তারার পর্য্যায় ছয় নিরূপণ করিয়াছেন, যথা যে সকল তারা কিছু নিকটে ও তেজস্বিনী দেখা যায়, তাহাদিগকে প্রথম পর্য্যায়ের মধ্যে গণনা করিয়াছেন, এই রীতিতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে২ যত তারা আছে তাহাদিগকে দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ষষ্ঠ পর্য্যায় পর্য্যন্ত গণিয়াছেন। দূরবিণের দ্বারা দেখা যাইতেছে, যে নিশ্চল তারা অসংখ্য, যে হেতুক দূরবিণ যন্ত্র যত বড় হয় ও উৎকৃষ্ট হয় তাহাতে ততই অধিক তারা দেখা যায়।

৬ পাঠ।

গ্রহণের বিষয়।

নি। ভাল, তবে গ্রহণ কি প্রকারে হয়?

প। এক গ্রহের ছায়া অন্য গ্রহের উপরে লাগিলে গ্রহণ হয়।

ফলতঃ যখন পৃথিবী আর সূর্য্যের মধ্যস্থলে চন্দ্র থাকে, তখন চন্দ্রের ছায়া সূর্য্যেতে লাগে, তাহাতেই সূর্য্যগ্রহণ হয়; কিন্তু সূর্য্য মণ্ডলহইতে চন্দ্র মণ্ডল ছোট, এই প্রযুক্ত চন্দ্রের ছায়াতে সূর্য্যের সমস্ত মণ্ডল ঢাকা পড়ে না, সেই হেতুক সূর্য্য গ্রহণে সর্ব্বগ্রাস হয় না। আর যখন চন্দ্র সূর্য্যের মধ্য খানে পৃথিবী থাকে, তখন পৃথিবীর ছায়াতে চন্দ্রকে ঢাকে, তাহাতেই চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্র মণ্ডল অপেক্ষায় পৃথিবী মণ্ডল বড়, এই প্রযুক্ত তাহার ছায়া লাগিয়া কখনং সর্ব্বগ্রাস হয়, অর্থাৎ চন্দ্রের সমুদয় মণ্ডল ঢাকা পড়ে। প্রতি বৎসরে গ্রহণ দুই বারের ন্যুন হয় না, এবং সাত বারের অধিকও হয় না; আর সকল গ্রহণ সর্ব্ব দেশে দেখা যায় না, প্রত্যেক গ্রহণ সর্ব্ব দেশ সাধারণ কখন হয় না।

৭ পাঠ।

চন্দ্রের বিষয়।

নি। গ্রহণ শুনিলাম, চন্দ্রের আর কোন বিবরণ যদি জান তবে বল?

প। চন্দ্র পৃথিবীহইতে তের গুণ ছোট, অর্থাৎ পৃথিবীর তের ভাগের এক ভাগ যত বড় চন্দ্র তত বড়; এই প্রযুক্ত পৃথিবী তাহাকে আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। ঐ চন্দ্র ঊনত্রিশ দিনেতে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া এক পাক ঘোরে, ইহাতেই আমাদের চান্দ্র মাস হয়। চন্দ্র নিজে কালো, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের তেজ লাগে, এই জন্যে উজ্জ্বল দেখা যায়; ইহা চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি ধরিয়া দেখিলেই জানা যায়; ইহা যদি না হইত, অর্থাৎ চন্দ্র যদি নিজে তেজস্বী হইত, তবে প্রতি দিনই পূর্ণচন্দ্র দেখা যাইত। ফলিতার্থ চন্দ্রের যে

দিকে সূর্য্যের তেজ লাগে, আর পৃথিবী ও চন্দ্রের গতি বিশেষে দিনেং তাহার যত টুকিং দেখা যায়, তত টুকিং চন্দ্র বাড়িতে থাকে; শেষ পর্য্যন্ত বাড়িয়া আরবার কৃষ্ণ পক্ষেতে যত টুকিং কম দেখা যায়, তত টুকিং ঘাটিতে থাকে; এই রূপ অমাবস্যা পর্য্যন্ত ঘাটিয়া শেষ হয়। ইহাতেই চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি জানা যায়, নতুবা আসল মণ্ডলের কিছু ক্ষয় হয় না, এবং বৃদ্ধিও হয় না। আর কেবল এই জগতের জীবের জন্যেই যে চন্দ্রের সৃষ্টি হইয়াছে, এমনও বোধ হয় না; বরং অনেক জ্ঞানবান্ পণ্ডিতেরা এমন ঠাহরান, যে এই জগতের মত চন্দ্রেতেও অনেক জীব আছে; আর এই জগতে যেমন উচ্চ নীচ চাঁই আছে, দূরবিণ দিয়া দেখা যায় সেই প্রকার চন্দ্রেতেও আছে। সে যাহা হউক ঈশ্বরের এমনি দয়া যে দিনেতে সূর্য্যের দ্বারা আর রাত্রিতে চন্দ্রের দ্বারা আলো প্রদান করিয়া আমাদের অন্ধকার ঘুচাইতেছেন।

---

৮ পাঠ।

জোয়ার ভাটার বিষয়।

নিত্যানন্দ। ভালং এখন আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এই জোয়ার ভাটা কিসেতে হয়?

পরমানন্দ। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে, যে সকল বস্তু ছোট বড়র অনুসারে পরস্পর আকর্ষণ করে; অতএব পৃথিবী চন্দ্রকে আকর্ষণ করে, চন্দ্রও পৃথিবীকে কিঞ্চিৎ আকর্ষণ করে। এই যদি মনস্থির থাকিল, তবে এখন বলি শুন। পৃথিবীর জল স্বভাবতঃ চঞ্চল, এই প্রযুক্ত চন্দ্রের আকর্ষণেতে আকৃষ্ট হইয়া নীচহইতে উপরে ধায়। ঐ টানের বেগ যত ক্ষণ থাকে তত দূর পর্য্যন্ত উপরে দৌড়িয়া আইসে; ইহা-

কেই জোয়ার বলে। আর ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে সেই জল যে ক্রমে ২ নামিতে থাকে তাহাকেই ভাটা বলে।

নি। তবে এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল; এই গঙ্গাতে যেমন জোয়ার ভাটা খেলে আর২ ঠাঁইতেও কি তেমনি হয়?

প। হয়, আর ইউরপের পঞ্জিকাকার জ্যোতির্বিদেরা প্রতি দিন জোয়ারেতে কোন সময়ে কয় হাত কয় আঙ্গুল জল বাড়িবে, তাহা নিরূপণ করিয়া পঞ্জিকাতে লিখিয়া থাকেন?

---

৯ পাঠ।

বিদ্যুৎ ও বজ্রপাতের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই পরমানন্দ, বিদ্যুৎ আর বজ্রপাত কিসেতে হয়? যদি বলিতে পার, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল।

পরমানন্দ। তবে বলি, আকাশ মণ্ডল বিদ্যুতে পরিপূর্ণ আছে, কিন্তু ঐ বিদ্যুৎ মেঘেতে ঢাকা থাকে, এই জন্যে সর্ব্বদা দেখা যায় না। যখন বড় ঝড় হয়, তখন বাতাসে মেঘকে নিয়া পৃথিবীর নিকটে উড়াইয়া ফেলে, তাহাতেই পৃথিবীতে এমন কোনো বস্তু আছে, যে সে বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে। সেই দ্রব্যের আকর্ষণী শক্তিতে ঐ বিদ্যুৎ আকৃষ্টা হইয়া অতি বেগে ধায়, সেই বেগের ধমকে মেঘ যখন ফাটে, তখনি বিজাতীয় শব্দ হয়, সেই বিদ্যুৎ-পতনের নাম বজ্রপাত বলে।

নিত্যানন্দ। ভাল, তবে দেখিতে পাই, যে আগে বিদ্যুতের আলো দেখা যায়, তাহার পরে শব্দ শুনা যায়; অতএব জিজ্ঞাসা করি, সে দুই কি এক কালে হয় না?

প। ওহে ভাই, তবে সে কথা আমি বলি। যখন মেঘকে ফাটাইয়া বিদ্যুৎ নির্গতা হয়, তখনই শব্দ জন্মে বটে; কিন্তু শব্দ জন্মিবা মাত্র আমরা শুনিতে পাই না, কিছু বিলম্বে শুনিতে পাই। কারণ শব্দ অপেক্ষায় আলো শীঘ্র চলে, অর্থাৎ শব্দের শক্তি এই, যে আড়াই পলের মধ্যে বারো ক্রোশ চলে, কিন্তু আলো ১০০০০০০ ক্রোশ চলে; অতএব আলো ও শব্দ এককালে নির্গত হয় বটে, কিন্তু এককালে সাক্ষাৎকার হয় না।

নি। ভাল, যদি কেহ জানিতে চায়, যে আপনার নিকটহইতে বিদ্যুতের আলো কত দূর অন্তরে, তবে সে কি প্রকারে জানিতে পারিবে?

প। আগে তাহাকে এইটি ঠিক রাখিতে হইবে, যে বিদ্যুতের আলোক দর্শনের কত ক্ষণ পরে শব্দ শুনা গেল; তাহার পর হিসাব করিয়া দেখিবে, যদি আড়াই পলের পরই শব্দ শুনা গেল, তবেই জানিবে যে বিদ্যুৎ প্রায় বারো ক্রোশ অন্তরে আছে।

নি। বিদ্যুৎ বিষয়ে আর কোন কথা থাকে তবে বল?

প। ঐ বিদ্যুতের পতন প্রায় উচ্চতর বস্তুর উপরেই হয়, এই জন্যে ঝট্কার সময়ে গাছের তলায় থাকা উচিত নয়। কোনং বস্তুর এমনি স্বধর্ম্ম আছে, যে আরং বস্তু অপেক্ষায় বিদ্যুতের অগ্নিকে অতিশয় আকর্ষণ করে; ধাতুদ্রব্য যত আছে সে তাবতেরই ঐ স্বভাব, ইহার এই এক প্রমাণও পাওয়া যায়; যদি খাপে লাগান তলোয়ারের উপরে বজ্রপাত হয়, তবে ভিতরের তলোয়ার পুড়িয়া যায়, খাপ অমনি বজায় থাকে, কখনং এমনি হয়। আর কোনং পণ্ডিতেরা এক কল সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই কল ঘূরাইলে বিদ্যুতের অগ্নির স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে থাকে; এবং ঐ কল ঘূরাইবার সময় যদি কোন ব্যক্তির গাত্রে লাগে, তবে তৎক্ষণাৎ

বিদ্যুতের ঝিঞ্জিনীর মত ঝিঞ্জিনী লাগে। আর যখন ঐ কলের সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন পণ্ডিতেরা এইটি জানিবার জন্যে বড় যত্ন করিয়াছিলেন, যে ঐ কলহইতে যে অগ্নিকণা নির্গত হয়, তাহার স্বভাব বিদ্যুতের অগ্নির স্বভাবের মত কি না? অনেক যত্নের পর আমেরিকা দেশের ফ্রাঙ্ক্লিন নামে অতিশয় জ্ঞানবান্ এক জন সাহেব তিনি ভাবিয়া এই স্থির করিলেন, যে কোন বস্তু যদি মেঘের সঙ্গে যোগ করা যায়, এবং সেই বস্তু মাটিতে আর কোন বস্তুর সঙ্গে বদ্ধ থাকে, তবে বিদ্যুতের অগ্নি মেঘহইতে নির্গত হইবামাত্র সেই বস্তুর উপরে পড়িবে, আর তাহারি গা বহিয়া মাটির উপরকার সেই বস্তুতে আসিয়া লাগিবে; এই বিবেচনাতে ঐ সাহেব ১৭৫২ শালে একটা মাঠের মধ্যে গিয়া একটা লৌহ-শলাকা মৃত্তিকাতে উচ্চ করিয়া গাড়িলেন, এবং বড় মেঘের আড়ম্বর দেখিয়া সেই সময়ে একটা ঘুড়ি উঠাইয়া দিলেন, ও ঐ লৌহ শলাকার সঙ্গে ঘুড়ীর দড়ি বাঁধিয়া রাখিলেন; তাহার পর খানিক বিলম্বে দেখিতে পাইলেন, যে ঐ দড়ির গা বহিয়া কতক অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়িতে লাগিল; তাহাতেই তিনি জানিতে পারিলেন, যে বিদ্যুতের অগ্নির সঙ্গে আর ঘুড়ীর সঙ্গে যোগ হইয়াছে, আর তাহারি দড়ীর সঙ্গে যোগ হইয়া এই লৌহ শলাকায় আসিয়া লাগিয়াছে। ইহা সটীক বুঝিয়া তিনি এবং অন্যং পণ্ডিতেরা বিদ্যুতের অগ্নির যথার্থ স্বভাব জানিতে পাইয়াছিলেন।

নি। ভাল, তবে আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, বল। সহর কলিকাতার অনেকং সাহেব লোকের ঘরের দেওয়ালের কাছেং একটাং লোহার উচ্চং শীক পোঁতা আছে দেখিয়াছি, সে কিসের জন্যে?

প। তবে বলি শুন, ঐ ফ্রাঙ্ক্লিন সাহেব বজ্রপাতের অগ্নিভয়

নিবারণের জন্যে প্রথমে লোককে বলিয়া দিয়াছেন, যে আপনং ঘরের লাগাও একটা চাঁইতে বড় উচ্চ একং টা লোহার সীক গাড়িয়া রাখিবা, আর ঐ সীকটা যেন ঘরহইতে খানিক উচ্চ থাকে, এবং তাহার আগাটা যেন সূচলা হয়, তাহাতে বিদ্যুতের অগ্নি ঘরের উপরে পড়িলেও কিছু ক্ষতি না করিয়া কেবল ঐ লোহার সীকের উপর দিয়া মাটিতে পড়িবে। ঐ সীক যে ঘরের সঙ্গে স্থানেং বদ্ধ থাকিবে, সে কিছু কাষ্ঠের সংযোগে বদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, কেননা কাষ্ঠেতে আকর্ষণ শক্তি নাই, এই প্রযুক্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। কিন্তু বিদ্যুৎ যখন পড়ে, সেই সময়ে যদি কেহ ঐ লোহার সীক স্পর্শ করে, তবে সে হঠাৎ মারা পড়িবে।

নি। ওহে ভাই, তোমার মুখে বিদ্যুতের নাশক শক্তি শুনিয়া আমার মনে বড় চমক্ লাগিতে লাগিল। যাঁহার নিয়মেতে এ সকল কর্ম্ম হয় এমন যে ঈশ্বর তাঁহার ক্ষমতা যে কত দূর ইহা কে বলিতে পারে?

---

১০ পাঠ।

উল্কাপতনাদির বিবরণ।

প। ওহে ভাই নিত্যানন্দ, রাত্রি যোগে কখনং আকাশহইতে অগ্নির ন্যায় খসিয়া পড়িতে দেখিয়া থাকিবা, এমন মনে হয়?

নি। হাঁ, তাহা অনেক বার দেখিয়াছি বটে।

প। তবে সেটা কি বুঝিয়াছ, বল শুনি?

নি। সে কি জান, আকাশহইতে তারা খসিয়া পড়ে, এবং তাহা দেখিলে যথেষ্ট ভয়ও জন্মে। তবে সে কি তারা খসা নয়?

প। তাহা কেন হইবে; বিবেচনা করিয়া দেখ, তারা যে খসিয়া পড়ে, এ বড় সামান্য কথার কথা নয়; কেননা তারা গুলি যত বড়ং তাহা পূর্ব্বেই কহা গিয়াছে; অতএব বিবেচনা কর দেখি, একটি তারা খসিয়া যদি পৃথিবীতে পড়ে, তবে পৃথিবী সুদ্ধ একেবারে রসাতল হইয়া যায়। এমন বোধ হয়, যে যাবৎ পর্য্যন্ত মহা প্রলয়ের দিন না আসিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তারা কখনো খসিয়া পড়িবে না। ভাল, তেমন আরও কিছু দেখিয়াছ, মনে পড়ে?

নি। হাঁ, দেখিয়াছি বটে, সে কেমন? যেমন আকাশহইতে যেন আগুনের কুন্দো পড়ে, যাহাকে লোকে বলে উল্কাপাত। যে বৎসরে ঐ উল্কাপাত হয়, সে সনে লোকের অন্তঃকরণে বড় ভয় হয়, কেননা মনে ভাবে যে এ সনে কি অমঙ্গল ঘটিবে? আমি রাত্রিতে আরও এক প্রকার দেখিয়াছি, সে কি তাহা জান? এই লোকে যাহাকে এলে ভূত বলে, তাহাও দেখিয়াছি, সে কি প্রকার? না, কোনং পথে ঘাটে কিম্বা মাঠে যেখানে মরা বিল গুলা থাকে, সেই খানেতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত প্রদীপের মত জ্বলে দেখা যায়; এবং এখানহইতে ওখানে, আরবার ওখানহইতে সেখানে গিয়া পড়িতেছে। আর মধ্যেং দপ্ করিয়া জ্বলিতেছে, আরবার ফুক্ করিয়া নিবিতেছে, এই রূপটা সকল রাত্রি করে। সে আরবার সামান্য আপদ্ নয়, তাহার সম্মুখে গিয়া পড়িলে ভুলাইয়া কোন বিল খালে অথবা ঝোড়ে জঙ্গলে নিয়া গিয়া ফেলে; হেদে শুন, আগেকার গুলা অপেক্ষা এটা আমার বড় ভয়ানক বোধ হয়।

প। ভালং তুমি যে ভয়ানক ঠাহরাইয়াছ সে কিছু বড় আশ্চর্য্য নয়, তাহা দেখিয়া আমিও ভয় পাইয়াছিলাম; তবে এ গুলা কি ইহার কারণ কিছু বলিতে পার?

নি। আমিতো কিছু বলিতে পারি না, তুমি যদি জান তবে বল।

প। তবে শুন, ঐ সকলের মূল এক বায়ু বিশেষ; তাৎপর্য্য কি, যে আকাশে এবং পৃথিবীতে এক প্রকার অগ্নি বায়ু আছে; তাহার শক্তি এই, যে কোন প্রকার সংযোগ বিশেষ হইবামাত্র দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, ইহাতেই আলো হয়।

নি। ভাল, ও কথাটি শুনিলাম, কিন্তু একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, কেবল বায়ু বিশেষ মাত্র যদি হইল, তবে লোককে ভুলাইয়া লইয়া বিলেতে ফেলে কেন? আর কাছে যাইতে লাগিলে দূর হয় কেন?

প। শুন, হে ভাই, যেখানেং মরা বিলের ধারে কাদা থাকে, ঐ বায়ু সেই খানেতেই জন্মে, সুতারাং তাহার কাছে যাইতে লাগিলে পাঁকে পড়িতে হয়। আর দূর হয় কেন, তাহা শুনিবা? যেমন লোক প্রসিদ্ধ একটা বস্তুকে আকাশের বুড়ীর সূতা বলে, সে যখন শূন্যেতে উড়িয়া আসিতে থাকে, তাহাকে ধরিতে গেলে মানুষের গায়ের বাতাসে দূর হইতে থাকে, এও তেমনি, অর্থাৎ বায়ু বিনা আর কিছু নয়; অতএব তাহার নিকটে গেলে মানুষের গায়ের বাতাসে দূর হইয়া পড়ে।

নি। ওহে ভাই, এই সকল বিষয় তোমার বুঝানেতে আমি কৃত-কৃত্য হইলাম, এবং এই অবধি আমি আর তাহাতে এত ভীত হইব না। আর দেখ, তোমার কথাতে আমার এই একটা উপদেশ ও জন্মিল; যেমন কোন পথিক ব্যক্তি পথ হারাইয়া ভ্রান্তিক্রমে ঐ আলেয়ার পশ্চাৎ গমন করিয়া শেষে গিয়া খানার মধ্যে পড়ে, তেমনি যাহারা ভলিয়া এই অসার সংসারে মনকে আসক্ত করে তাহারা চির কালের তরে দুঃখে পড়ে।

১১ পাঠ।

মেঘধনুকের বিবরণ।

পরমানন্দ। ওহে ভাই, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কখনং আকাশেতে মেঘারম্ভ হইলে ধনুকের মত বেঁকা চিত্র বিচিত্র কি উঠে, তাহা তুমি দেখিয়া থাকিবা?

নিত্যানন্দ। হাঁ, তাহা দেখিতে বড় চমৎকার বটে; লোকে তাহাকে রামধনুক বলে। আরও বলে, যে ইন্দ্র যখন ধনুকে ছিলা দেন, তখনি সে প্রকাশ পায়; পুনশ্চ ধনুকের ছিলা খসাইলে আর দেখা যায় না। এবং আমিও বালক কালাবধি ঐ কথা ঠিক জানিয়া আসিতেছিলাম বটে, কিন্তু আর সে কথা আমার বড় একটা মনে লয় না; কেননা আমি দেখিয়াছি, যখন হয় তখন ঠিক ধনুকের মত হয় বটে, কিন্তু যখন মিলাইয়া যায়, তখন ছিলা খসান ধনুকের মত সোজা না হইয়া কখন অমনি মিলিয়া যায়, কখন বা খণ্ডং হইয়া মিলিয়া যায়। সে যাহা হউক, এ কিসে হয়, আপনি বুঝি এ বিষয় জ্ঞাত থাকিবেন?

প। হাঁ, তাহা জ্ঞাত আছি বটে, অতএব এখন তোমাকে জানাইতেছি, শুন। যখন পূর্ব্বে কিম্বা পশ্চিমে মেঘহইতে বিন্দুং বৃষ্টি পড়ে, তখন তাহার বিপরীত দিকে যদি সূর্য্যের প্রকাশ হয়, তখন ঐ বৃষ্টির বিন্দুতে সূর্য্যের তেজ লাগে, তাহাতেই চিত্র বিচিত্র রঙ্গ ধনুকের মত আকার দেখা যায়। ইহা যদি প্রত্যক্ষ প্রমাণে দেখিতে চাহ, তবে একটা গ্লাসের পাত্রে জল ভরিলে তাহার উপরে যদি সূর্য্যের কিরণ লাগে, তবে তেমনই নানা রঙ্গ দেখা যাইবে।

নি। ভালং তুমি যে কথা কহিতেছ, সে প্রমাণ বটে, শুনিয়া তুষ্ট হইলাম।

১২ পাঠ।

ঘূর্ণা বাতাসের বিবরণ।

পরমানন্দ। ওহে ভাই নিত্যানন্দ, এখন আর একটা কথা জিজ্ঞা-সা করি, তুমি এ বিষয় কিছু শুনিয়াছ, যে যখন লোক পশ্চিম দেশে বড়২ নদীতে নৌকায় গমনাগমন করে, তখন কখনং এমন হয়, যে নদীর উপরে অতিশয় ঘূর্ণা বাতাস পড়ে? সেই বাতাসে নদীর জল শূন্য পথে আকাশে উঠে। আর ঐ ঘূর্ণার সম্মুখে যদি নৌকা পড়ে, তবে ঘূরিতেং একেবারে তলাইয়া যায়।

নিত্যানন্দ। হাঁং শুনিয়াছি বটে, তাহাকেই বুঝি লোকে বলে, লজ তুলিতে হাতি নামা। ভাল, ঐ বিষয়ের বিবরণ কিছু বলিতে পার?

প। হাঁ পারি, তাহা বলি। যখন আকাশ মণ্ডলেতে অতিশয় প্রবল বাসাতে উপস্থিত হয়, তখন বিপরীত গতিতে দুই দিক্ হইতে দুই প্রবল বাতাস বহিতে লাগিলে বাতাসেং পরস্পর ঠেকাঠেকি হইয়া দুয়ের বেগেতে জড়াজড়ি হইয়া নীচে পড়ে; তাহাতে ঐ প্রকার বায়ুর ঘূর্ণান হয়, আর যে নীচে পড়ে এ প্রায়ঃ সমুদ্রেতে ও বড়ং নদীতেই পড়ে, কিন্তু কদাচিৎ ডেঙ্গাতে পড়ে। যদি ডেঙ্গায় পড়ে, তবে লোকের বাটী ঘর দ্বার ও গাছ পালা একেবারে ভাঙ্গিয়া চূর্ণ হইয়া যায়। আর সমুদ্রে যখন পড়ে, তখন জলকে টানিয়া নিয়া আকাশে তোলে। অন্য কথা আর কি বলিব? তাহার সম্মুখে যদি জাহাজ পড়ে, তখনি সে গরক হয়, এ জন্যে জাহাজের নাবিকেরা তাহারি আসিবার সম্মুখে তোপ দাগে; সেই তোপের ধমকে ঐ বাতাস ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তাহাতে কিছু ক্ষতি করিতে পারে না।

১৩ পাঠ।

সৃষ্টিকর্ত্তার আশ্চর্য্য গুণের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, পৃথিবীর ও আকাশের সকল বিবরণ শুনিয়া বড় আহ্লাদিত হইলাম, এবং যাঁহারা এত পরিশ্রম করিয়া এই সকল বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাছে কেনা থাকিলাম। আর বিদ্যার যে গুণ তাহাও সবিশেষ অবগত হইলাম। এখন আরও একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, মানুষেতে যে সকল চিত্রকর্ম্মাদি ও শিল্পকর্ম্ম করে, তাহাতেই লোক চমৎকৃত হয়; কিন্তু ঈশ্বর যে সকল অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়াছেন, অর্থাৎ বড়২ দালানের ভিতর যেমন ঝাড় লণ্ঠন সকল টাঙ্গান থাকে, তেমনি শূন্যেতে চন্দ্র তারা ও গ্রহ সকলকে টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছেন। পৃথিবীতে যেং কর্ম্ম করিয়াছেন, এ বিষয় যে প্রায় কেহ মনোযোগ করিয়া দেখে না, ইহার কারণ কি?

প। ওহে, ইহার কারণ বুঝি এই হইতে পারে, যে মানুষে যাহা প্রতি দিন দেখিতে পায়, সে যদি বড় চমৎকারও হয়, তথাপি দেখিতেং চমৎকার বোধ আর থাকে না। কিন্তু অনুমান করি ইহার মূল কারণ এই হইতে পারে, যে মানুষের অন্তঃকরণ পাপেতে আসক্ত, এই প্রযুক্ত ঈশ্বরের প্রতি ও তাঁহার কর্ম্মের প্রতি এক বার ফিরিয়া দেখে না।

নিত্যানন্দ। তুমি যে কথা বলিতেছ, সেই কথাই বাস্তব বটে, আর ঐ পর্য্যন্ত আমি যে ঐ সকল বিষয়ে অধিক মনোযোগ করি নাই ইহাতে আপনা আপনি দোষ স্বীকার করিতেছি। যাহা হউক এইক্ষণে সেই সকল দেখিবার নিমিত্তে যিনি আমাদের চক্ষু দিয়াছেন তাঁহাকে ধন্যবাদ করি। আর তিনি যেন এই করেন

যে মানুষের কৃত চমৎকারে চমৎকৃত না হইয়া বরঞ্চ তাঁহার কর্ম্মের প্রতি মনকে স্থির রাখি। তবে এখন তাঁহাতে অর্থাৎ ঈশ্বরেতে যেং গুণ আছে, তাহা যৎকিঞ্চিৎ যদি শুনাইতে পার তবে আরও সন্তুষ্ট হই।

প। ওহে ভাই, আমার কি এত শক্তি আছে, যে ঈশ্বরের গুণ যথার্থ রূপে শুনাইতে পারি? যে হেতুক তাঁহার গুণের কথা কি পর্য্যন্ত সে মানুষের বোধ গম্য নয়। তবে কি তাঁহার কীর্ত্তি সকল দেখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অনুমান করা যায়; যেমন কোন সুন্দর অট্টালিকা দেখিলে বোধ হয়, যে এ অট্টালিকা অবশ্য কোন অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি নির্ম্মাণ করিয়াছে; তেমনি আকাশ, ও পৃথিবী, ও চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, পর্ব্বত, নদী, বৃক্ষ, ডাল, পালা প্রভৃতি তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি দেখিলে অবশ্য অনুমান করা যায়, যে যাঁহার বুদ্ধির ও শক্তির ও দয়ার সীমা নাই, এমন জগতের আদি কারণ এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন।

আর বিজ্ঞ লোকেরা সৃষ্টি বিষয়ে নানা অনুসন্ধান করিয়া যে পর্য্যন্ত জানিতে পারিয়াছেন, ও নানা কর্ম্মের নানা কারণ যেমন নিরূপিত করিয়াছেন, তদনুসারে প্রমাণ দিয়া আসিতেছি; কিন্তু আমাদের মনের মধ্যে যেন এই প্রকার দৃঢ় বোধ থাকে, যে সৃষ্টির মধ্যে যত নিয়ম ও যত কারণ আছে, সে আপনা আপনি হয় নাই, ঐ সকলই ঈশ্বরের স্থাপিত, তিনিই সকলের রাজা; আর রাজ্যেতে প্রজা সকল যেমন রাজার আজ্ঞামতে চলে, তেমনি ঈশ্বর যে বিধি ব্যবস্থা দিয়াছেন তনুসারে তাবৎ সৃষ্টি চলিতেছে জানিবা। দেখ, ইনি প্রতি দিন সূর্য্যের উদয় করাইতেছেন, এবং বায়ু বহাইতেছেন, নদীতে জোয়ার ভাটা খেলাইতেছেন, মেঘেতে বৃষ্টি বর্ষাইতেছেন, গাছেতে উপযুক্ত সময়ে ফুল ফল ধারণ করাইতেছেন; আর জীব

মাত্রের প্রতিপালন হয় এমন নানা শস্য ও ঘাস ইত্যাদি উৎপন্ন করাইতেছেন। এই যে সকল তাঁহার আশ্চর্য্য কর্ম্ম তাহা আমরা বিবেচনা কেন না করি? যদি কোন মৃত ব্যক্তি সজীব হইয়া গাত্রো-ত্থান করে তবে তাহাতে সকলেই চমৎকার বোধ করে; কিন্তু ঈশ্বর সকলের গোচরে প্রতিদিন তেমনি চমৎকার কর্ম্ম দেখাইতেছেন, অর্থাৎ ক্ষেত্রেতে বীজ বপন করিলে সেই বীজকে পচাইয়া অঙ্কুর উঠাইয়া সজীব করিতেছেন, পুনর্ব্বার সেই অঙ্কুরকে ক্রমেতে গাছ প্রস্তুত করিয়া ফল ফুল ফলাইতেছেন। বল দেখি, ঈশ্বর বিনা এ কি আর কাহার শক্তি হয়?

এবং তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব? যদি প্রজাগণে রাজার আজ্ঞা মানে, তবে রাজা তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন, তাহাতে সকলেই সেই রাজাকে দয়াশীল করিয়া মানে। ভাল, তবে এখন দেখ, মনুষ্য সকল পরমেশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছে, তত্রাপি তিনি দিনে২ তাহাদের প্রতিপালন করিতেছেন। এবং হঠাৎকার তাহাদের পাপের উপযুক্ত শাস্তি না দিয়া, ইহকাল পরকাল যাহাতে রক্ষা পায় এমন উপায় দেখাইয়া দিতেছেন। আর তাঁহার দৃষ্টিতে মনুষ্য যে কি পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র, মনের মধ্যে ইহাও যেন একবার বিবেচনা করি। যে হেতুক এই যে ভূমণ্ডল এও ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে যেন একখানি সরার মত ক্ষুদ্র, তবে বল আমরা কোন খানে লাগি; তথাপি পরমেশ্বর যে আমাদের মঙ্গলের নিমিত্তে এত যত্ন করেন, বিবেচনা করিয়া দেখ ইহার পর আর বড় চমৎকার কি আছে!

আর এ জগতের রাজা সকল আপনার২ কর্ম্ম চালাইবার জন্যে নায়েব পেস্কার দেওয়ান মুচ্ছুদ্দী অনেক২ চাকর নিযুক্ত করেন, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর তিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না, আপনার কর্ম্ম আপনি অনায়াসে চালাইতেছেন; তাঁতিরা

যেমন তাঁত বুনিতে বসিয়া অনায়াসে মাকু চালায়, ঈশ্বর তেমনি গ্রহ নক্ষত্রাদি সকলকে চালাইতেছেন। আর আমরা এক কালে কেবল এক বিষয় বিনা অন্য বিষয়ে মন রাখিতে পারি না, কিন্তু তিনি এক সময়ে সকলের উপরে সর্ব্বদা সমান মনোযোগ ও দৃষ্টি করিতেছেন।

তিনি অদৃশ্য, অর্থাৎ তাঁহাকে দেখা যায় না; এবং অনাদি, অর্থাৎ তাঁহার আদি নাই; এবং অনন্ত, অর্থাৎ তাঁহার শেষ নাই। আর সকল সময়েতেই এক ভাবে আছেন। পৃথিবীর সকল বস্তুই আজি এক প্রকার, কালি অন্য প্রকার, আর আমাদের বাল্য যৌবন বার্দ্ধক্যাদি নানা অবস্থা আছে; ঈশ্বর তেমন নহেন, তিনি ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমানে সমান রূপেই আছেন।

তিনি নির্ম্মল, অর্থাৎ তাঁহাতে মলিনতা নাই। মানুষ সকল যেমন কাম ক্রোধ লোভ ইত্যাদি নানা প্রকার কুস্বভাবে পরিপূর্ণ, ঈশ্বরে তাহার লেশও নাই; তিনি দীপ্তির ন্যায় নির্ম্মল, পাপ যে বস্তু সে তাঁহার নিতান্ত ঘৃণিত জানিবা। দেখ, সূর্য্যের দীপ্তিতে যেমন অন্ধকার বিনাশ করে, তেমনি তাঁহার কথাতে মানুষের পাপ আর অজ্ঞানতা ঘুচিয়া যায়।

আর দেখ, তিনি সর্ব্বব্যাপী, অর্থাৎ সর্ব্বদা সকল ব্যাপিয়া আছেন। আমরা দুই জন এখন এখানে আছি, কিন্তু ভিন্ন স্থান ইচ্ছা হইলে এ স্থান পরিত্যাগ করিয়া সে স্থানে যাই, দুই ঠাঁইতে এক কালে থাকিতে পারি না; কিন্তু ঈশ্বর তেমন নহেন, তিনি আত্মারূপে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আছেন, তাঁহার আসা যাওয়া নাই। সূর্য্যের উদয়েতে যেমন আলো সর্ব্বস্থানে লাগে, সেই প্রকার ঈশ্বর সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া আছেন, কিন্তু কাহাতেও লিপ্ত নহেন, অর্থাৎ মিশ্রিত হন না; যেমন লোহা আগুনে তাতাইলে ঐ লোহার সর্ব্বাবয়ব ব্যাপিয়া আগুন থাকে,

তথাপি লোহাতে আগুন মিশ্রিত হয় না, তেমনি পরমেশ্বর কোন বস্তুতে মিলিত হয়েন না।

তিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সকল জানেন; কেননা সর্ব্বব্যাপী যিনি তিনি অবশ্য সর্ব্বদা সকল দেখিতে পান; যেমন সূর্য্যের আলোকে সকল বস্তু প্রকাশ পায়, তেমনি দিবা রাত্রি সর্ব্ব ক্ষণে তাবৎ বস্তুই পরমেশ্বরের গোচরে দেদীপ্যমান রূপে প্রকাশ পাইতেছে। দেখ, আমাদের অতি গুপ্ত যে মনের চিন্তা, তাহাও তিনি সুন্দর জ্ঞাত আছেন। আর আমরা আজি যাহা অভ্যাস করিলাম, কালি তাহা ভুলি, এবং কালি কি হইবে তাহার কিছুই জানি না; কিন্তু কি ছিল, ও কি হইতেছে, এবং কি হইবে, এই প্রকার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান সকলই সর্ব্বদা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর জ্ঞাত আছেন, তাঁহার কাছে কিছু ছাপা নাই। আর সৃষ্টির দ্বারা তাঁহার যে মহিমা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাও আমরা দেখিতে পাইতেছি; কিন্তু তাঁহার নিজের মাহাত্ম্য যে কত দূর, কাহার সাধ্য আছে, যে সে সকল বলে। তবে কি না, তিনি আমাদের সৃষ্টি প্রতিপালন শাসনকর্ত্তা, অতএব তাঁহার আজ্ঞা মানিয়া সর্ব্বদা সকলে তাঁহার প্রশংসা ও গৌরব যেন করি।

১৪ পাঠ।

চুম্বক পাতর আর কোম্পাশের বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই, চুম্বক পাতর নামে যে এক প্রকার পাতর আছে আমি শুনিয়াছি, তাহার নাকি বড় চমৎকার গুণ? সে বিষয়ের কিছু যদি জান, তবে অনুগ্রহ করিয়া বল।

পরমানন্দ। হাঁ হে ভাই, ঐ পাতরের গুণ যে বড় চমৎকৃত শুনিয়াছ, সে সত্যই বটে; অতএব সে কথা কিছু বলি, শুন। সে পাতর

যদি কোন লৌহের কিম্বা ইস্পাতের নিকট থাকে, তবে নিজ শক্তিতে সেই লৌহ এবং ইস্পাতকে আপনার দিকে টানিয়া আনে, পুনর্ব্বার তাহা ছাড়াইতে গেলে বল না দিলে সহজে ছাড়ে না। আর সমান২ তৌলের চুম্বক পাতর যে কেবল সমান তৌলের লোহাকে কিম্বা ইস্পাতকে টানে এমন নয়, ফলতঃ এক সের তৌলের চুম্বক পাতর দশ সের তৌলের লোহাকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। চুম্বক পাতর আর লোহা এই দুইর মধ্যে যদি আর কোন দ্রব্য ব্যবধান থাকে, তথাপি চুম্বক পাতর লোহাকে টানে। এই চুম্বকের আর এক টুকি গুণের কথা বলি, চুম্বকের নিকটে লোহা থাকিলে সে অবশ্য চুম্বকের কিছু শক্তি গ্রহণ করে, কিন্তু চমৎকার এই, যে তাহার শক্তি কিছু কমে না। যে প্রকারে লোহাতে চুম্বকের গুণ হরণ করে, সে প্রকারটি জানা বড় দুর্ঘট। আর চুম্বক মণিতে লোহা ঘষিলে সেই লোহাতে অন্য লোহাকে চুম্বক মণির তুল্য আকর্ষণ করে। চুম্বকের নিজের শক্তি যে লোহার মধ্যে প্রবেশ করে, ইহাতেই লোকদের আরও বড় উপকার দেখে; যে হেতুক আসল চুম্বক পাতর সে বড় দুর্লভ সামগ্রী। কিন্তু ঐ পাতরের একটি বিশেষ আশ্চর্য্য গুণ এই, যে সে সর্ব্বদা উত্তর দক্ষিণে আগা পাছা হইয়া থাকে, আর তাহাতে ঘষা এক টুকরা লোহার শলার মধ্য খানে ছিদ্র করিয়া যদি আর একটা শলার আগায় বিঁধিয়া রাখা যায়, আর সে ঘূরিতে পারে, তবে সেও সর্ব্বদা ঐ চুম্বকের মত উত্তর দক্ষিণ দিকে আগা পাছা হইয়া থাকে। উত্তর দক্ষিণে আগা পাছা হইয়া থাকা তাহার এমন অটল গুণ, যে দক্ষিণের মুখ কখনও উত্তরে থাকে না, ও উত্তরের মুখ কখনও দক্ষিণে থাকে না। আর চুম্বক মণিতে যত গুণ আছে তাহার মধ্যে অন্য২ গুণ অপেক্ষায় উত্তর দক্ষিণে মুখ করিয়া থাকা এই যে গুণ, ইহাতে লোকের বড় প্রয়োজন; যে হেতুক অকূল

পাথার সমুদ্রেতে যেখানে দিক্ নিরূপণ করা যায় না, এমন ঠাঁইতে নাবিকেরা কোম্পাশ বানাইয়া চুম্বকের ঐ গুণদ্বারা দিক্ নিশ্চয় করিয়া এই ভূমণ্ডল বেষ্টন করিয়া জাহাজ চালাইতে পারে।

নি। ভাল, তবে ঐ কোম্পাশের গড়ন কেমন, তাহা বল।

প। তবে বলি। একটা কাগজের উপরে মণ্ডলাকার করিয়া একটা গোল দাগ দিতে হয়, তাহাতে সমান রূপে বত্রিশ ভাগ করিয়া রেখার দ্বারা সকল দিগ্বিদিক্ উপদিক্ জানাইতে হয়; সেই কাগজের ঠিক মধ্য খানে একটা লোহার শলা উচ্চ করিয়া বিঁধিতে হয়, সেই শলার মাতায় সূচির আকার চুম্বক পাতরে ঘষা আর একটা লোহার শলার মধ্যখানে ছিদ্র করিয়া ঘূরিতে পারে এমনি করিয়া বিঁধিয়া রাখিতে হয়। বিঁধিয়া ছাড়িয়া দিলে ঐ কোম্পাশ যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে রাখ, কিন্তু ঐ চুম্বকে ঘষা আগা সর্ব্বদা উত্তর দিকে থাকিবে। দেখ, এই রূপে যদি এক দিকের ঠিকানা থাকিল, সুতরাং তবে অনায়াসে আর সকল দিক্ নিশ্চয় করা যায়। প্রত্যেক জাহাজেতে বড়২ একং কোম্পাশ থাকে, নাবিকেরা যখন কোন খানে জাহাজ চালাইবার জন্যে নিতান্ত স্থির করে, তখন ঐ কোম্পাশেতে দিক্ নিরূপণ করিয়া তাহারা দিবা রাত্রি অকূল সমুদ্র মধ্যে হাজারং ক্রোশ পথ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়া যেখানে যাইবার সেই খানে গিয়া উপস্থিত হয়। এই চুম্বক পাতর যদি প্রকাশ না পাইত, তবে পৃথিবীর এক ভাগের লোকেরা গিয়া অন্য ভাগের লোকদের সঙ্গে সওদাগরী করিতেছেন ইহাতে লোকের যত উপকার হয়, প্রায় ইহার সম্বন্ধও থাকিত না।

নি। ও হে ভাই, এই যে প্রকরণটি বলিলা এ বড় চমৎকার বটে। দেখ, ঈশ্বরের সৃষ্টি কিবা আশ্চর্য্য! যে হেতুক সৃষ্টির মধ্যে অতি ক্ষুদ্র বস্তু যে এক টুকি পাতর তাহাহইতেও লোকের

সমূহ উপকার জন্মে। আরও দেখ, ঈশ্বর মনুষ্যকে কি পর্য্যন্ত বুদ্ধি ও সাহস দিয়াছেন, যে বড়ং গড়ের তুল্য জাহাজ গুলা বানাইয়া অকূল পাঁথার অথচ মহাগভীর ও ঝড় তুফানে অতিশয় চঞ্চল এমন যে অতিশয় ভয়ানক সমুদ্র, তাহার উপরে কিবা রাত্রি কিবা দিন নিরুদ্বেগে ঐ জাহাজ চালাইয়া পৃথিবী মণ্ডলটা বেষ্টন করিয়া আসিতেছে। ভাল, তবে এই চুম্বক পাতরের এই সকল আশ্চর্য্য গুণ আছে, তাহার কারণ কি কিছু বলিতে পার?

প। চুম্বক মণিতে ঐ সকল আশ্চর্য্য গুণ যে কোথাহইতে হইয়াছে তাহার আসল কারণ জানিবার জন্যে বড়ং জ্ঞানি লোকেরা অনেক যত্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু অদ্যাবধি অনুভব করিয়া কেহ কিছু বাহির করিতে পারেন নাই। অতএব আরও এই এক খানি কৌতুক দেখ, মানুষেরা এমত বুদ্ধিবান্ বটেন, তথাপি ঐ একটি পাতরের গুণ শতং বৎসর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াও তাহার যথার্থ সন্ধান পাইতে পারেন নাই। ঐ চুম্বক মণিসকলের আগে রোমাণদের কাছে প্রকাশ পাইয়াছিল, এবং হিন্দুস্থানীয়েরাও অনেক দিন জানিয়াছিল; কিন্তু তাহার দক্ষিণ উত্তর মুখ হইয়া থাকা এ গুণ কেহ টের পায় নাই, ঐ গুণ কেবল গত পাঁচ শত বৎসরের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। সাড়ে পাঁচ শত বৎসর হইল মার্কোপোলা নামে এক ব্যক্তি চীন দেশে গিয়াছিল, সেই খানেতে চুম্বক যন্ত্র দেখিয়া সেই স্থানহইতে চুম্বক মণি ইউরপে আনিয়াছিল; এই রূপ কথা লোকে জনরব করে, কিন্তু তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; যে হেতুক চীন দেশের লোকেরা ইউরপের লোকদের ঠাঁই সে বিদ্যা শিখিয়াছে, কিম্বা ইউরপের লোকেরা চীন দেশের লোকদের ঠাঁই শিখিয়াছে, এই বিবাদ আজন্ম পর্য্যন্ত হইয়া আসিতেছে।

১৫ পাঠ।

ছাপাকর্ম্ম জন্মিবার বিবরণ।

নিত্যানন্দ। ওহে ভাই পরমানন্দ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি কি? এখন যে নানা স্থানে পাঠশালা স্থাপন হইতেছে, ঐ সকল পাঠশালাতে অনেক অতি সুন্দরং ছাপার বহি দেখিতে পাই, আর দিনেং নানা ভাষার নানা বহি জন্মিতেছে, ও তাহাতে বিদ্যার পথ অতি সুগম হইয়া উঠিতেছে; এতো অতি সুলক্ষণবটে, কিন্তু এ দেশে পূর্ব্বে এমন ছিল না; অতএব এই যে ছাপা বিদ্যা এ অতি আশ্চর্য্য বিদ্যা, ইহার জন্মের বিবরণ কিছু শুনিতে বাঞ্ছা করি, যদি অনুগ্রহ করিয়া বল, তবে শুনি।

প। ভাল, তবে এই ছাপাকর্ম্মের উৎপত্তির কথা বলি, মনোযোগ কর। অনুমান হয় চৌদ্দ শত ত্রিশ শালে হলাণ্ড দেশের অন্তঃপাতি হারলেম নাম নগরে লারেনসীয়স নামে এক ব্যক্তি খেলা করিতেং একটা গাছের গায়ে অক্ষর ক্ষুদিয়া তাহাতে কালি দিয়া কাগজ ছাপা তুলিলেক, তাহাতে ঐ প্রকার অবিকল অক্ষর উঠিল; ইহাতে কিছু ভরসা পাইয়া কাষ্ঠেতে অক্ষর ক্ষুদিয়া ছাপাইতে লাগিল। তাহার পর স্বতন্ত্রং কাষ্ঠেতে ভিন্নং একং ছোট অক্ষর ক্ষুদিয়া প্রস্তুত করিতে লাগিল, এবং ঐ সকল অক্ষর সারিং বসাইয়া পুস্তক ছাপাইতে আরম্ভ করিল। এই ছাপা কর্ম্মের প্রথম সূত্র জানিবা। কিন্তু তিনি যে ঐ প্রকারে কাষ্ঠ ক্ষুদিয়া অক্ষর করিয়া এক পুস্তক ছাপাইয়াছিলেন, তাহাতে এত কাল বিলম্ব হইয়াছিল, যে এক পুস্তক ছাপাইয়া সমাপ্ত করিতে তাঁহার ছয় সাত বৎসর গিয়াছিল। প্রথমে ঐ প্রথম সূত্রের বার বৎসর পরে অর্থাৎ চৌদ্দ শত বেয়াল্লিশ শালেতে ঐ ছাপা ঘরে ফষ্টস্,

নামে এক ব্যক্তি সে এক প্রস্থ অক্ষর, আর তাহারি সাজ সরঞ্জাম এক প্রস্থ যেং লাগিবে, তাহা লইয়া গিয়া মেন্স নামে এক নগরে উপস্থিত হইল, আর সেই খানে গিয়া এক ছাপাখানা বসাইল। তাহার বৎসর দুই তিন বাদে দেখিল, যে কাষ্ঠেতে ক্ষোদা অক্ষর অল্প দিনের মধ্যে ক্ষয় হইয়া যায়, অর্থাৎ ছাপিতেং অক্ষর ভাল উঠে না, এই বিবেচনাতে সীসার উপরে অক্ষর ক্ষুদিতে আরম্ভ করিল, ঐ কর্ম্মের দ্বিতীয় সংস্কার এই হইল। আরবার তাহারি পোনের বৎসর পরে, অর্থাৎ চৌদ্দ শত সাতান্ন শালে, তথাকার শেফর নামে ঐ ফষ্টসের সঙ্গে এক পরামর্শ হইয়া ঢালিবার উপায় সৃষ্টি করিয়া অক্ষর ঢালিতে লাগিল; তাহাতে দেখিতে পাইল, যে অক্ষর ক্ষোদা অপেক্ষায় ঢালাতে অতি সুগম হয়, বড় কাল বিলম্ব হয় না। সে অক্ষর ঢালিবার উপায় কি করিয়াছিল, তাহা শুন। প্রথমে ইস্পাতের ডাঁটি করিয়া তাহারি এক মুখে অস্ত্র দিয়া অক্ষর ক্ষুদিয়াছিল; তাহাকে বলে ছেনি। তাহার পর তামার সিঁড়ী বানাইয়া তাহার উপরে সেই ছেনি বসাইয়া দিয়া অক্ষরের ছাঁচ প্রস্তুত করিল। আর তাহাতে সীসা গলাইয়া দিয়া যত অক্ষর মনে করিত ততই তুলিতে লাগিল, এই জানিবা সেই কর্ম্মের তৃতীয় সংস্কার। তাহার পর বিবেচনা করিয়াং দেখিল, সীসা যে ধাতু এ কিছু নরম, অতএব সীসার সঙ্গে সুরমা মিশাইয়া তাহাকে কিছু শক্ত করিয়া দিল।

ঐ ছাপাকর্ম্মের প্রথম সূত্রের বত্রিশ বৎসর পরে, অর্থাৎ চৌদ্দ শত বাষট্টি শালে, জর্ম্মণি দেশের এক রাজা আসিয়া ঐ নগর অধিকার করিয়াছিলেন। সেই সময়েতে ঐ ছাপাখানায় যত লোক ছিল, এবং ছাপার যত সাজ সরঞ্জাম ছিল, সে সকল নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়িল; তাহাতে নানা দেশে ছাপা বিদ্যা প্রকাশ হইয়া উঠিল।

কএক বৎসরের পরে ইউরপের তাবৎ প্রধানং নগরে ছাপাখানা বসিল, কিন্তু এই ছাপাকর্ম্মের প্রথম সৃষ্টি হলণ্ড দেশেতে হইয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত ঐ কর্ম্মের পথ দেখানের যে সম্ভ্রম সে হলণ্ডীয়দের থাকিল। আর এই যে ছাপাকর্ম্ম এ মানুষের অতিশয় হিতকারী বটে, কেননা ছাপাকর্ম্মের সৃষ্টির পূর্ব্বে কোন পণ্ডিত যদি কোন গ্রন্থ রচনা করিতেন, তাহা হাতে লেখা ছাড়া সর্ব্বত্র প্রকাশ হইবার আর কোন উপায় ছিল না; সুতরাং এক দেশের বিদ্যা অন্য দেশের লোকদের কাছে প্রকাশ পাইত না। পূর্ব্বে ইউরপেতেও ঐ প্রকার ছিল, তাহাতে সে দেশের লোকেরাও প্রায় অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়া ছিল; কিন্তু ছাপাযন্ত্রের সৃষ্টি হইলে পর দিনেং নানা প্রকার বিদ্যার গ্রন্থ সকল সৃষ্টি হইতে লাগিল, তাহাতে এই হইল, যে পূর্ব্বেতে যেমন ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়াছিল, তেমনি বিদ্যার আলোকেতে সকল দেশ একেবারে আলোময় হইয়া গেল; অতএব বলি, এই যে ছাপাকর্ম্ম এ মানুষের অত্যন্ত উপকারী বটে। কিন্তু যেমন উপকারী মানুষের নিজের দোষে তেমনি অপকারীও হইতে পারে; যে হেতুক উত্তমং বহি ছাপান গেলে তাহা পড়িয়া লোকদের যেমন সুমতি হয়, তেমনি অপকৃষ্ট বহি ছাপা গেলে তাহা পাঠ করিয়া মতি মন্দ হয়; তাহার দৃষ্টান্ত দেখ, যেমন এক মুখেতে সদুপদেশ দিয়া উত্তম পথে উঠান যায়, এবং কুমন্ত্রণা দিয়া অধম পথে নামান যায়, এও তাহারি মত জানিবা।